



লেখক পরিচয়

বঙ্গমন মুগ্রের প্রথমত ইসলামি চিন্তাবিদ শাফিয়ুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী। পারিষাণের জন্ম শহরে ১৯৪১ সালে প্রয়োগে কান্দি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে এম.এ. প্রাচীনবাদী প্রথম ছানে শাস্তি করে উচ্চ প্রেক্ষিত স্থাপন করেছেন। তিনি এই সুবাদে শোলা মুসলিম কর্মসূল প্রয়োগ নামার পেছে তিনি একটি ইউনিভার্সিটি থেকে এল. এল. বি পাস করেন। ১৯৮৬ সালে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি প্রাচাণে শক্তি : এর প্রকার ও দর্শন' শৈশ্বর নিম্নোর ওপর উচ্চরেটে ডিমা এন্ড করেছে।

মুসলিম বিশ্বের মহান বাহুনী বাহুনী, পারিষাদ আদর্শ প্রকাশ সাইয়িদুনা তাহেরুল আল-কাদেরী মাস মুহাম্মদ ও বামআত প্রথম করেছেন। তার কাছ থেকে তর্কিত ও তাসাটিক-এন্ড নীক্ষা ও কর্মসূল অর্জন করেছেন। মুসলিম প্রয়োগের মধ্যে রয়েছেন দুর্যোগ এবং পিতা ড. কর্দানুরুল কাদেরী, মাওলানা আবেনুর রশিদ রেজাতী, মাওলানা মুফতুল ইসলাম আহমদ সাহিন কাদেরী, ড. বেরহুল আহমদ ফারুকী এবং শাহুল মুহাম্মদ ইকবেল আল-মাদেরী আর এক প্রয়োগ আলেমগুণ তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির তত্ত্বাবাদে অন্যতেও পূর্ণ পরিষ্কারভাবে করেছে 'কান্দি আ'জম প্রেক্ষিত মেডেল' অর্জন করেছেন। এছাড়াও তিনি অর্জন করেছেন আরেক অনেকগুলি পুরস্কার। পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির এল. এল. বি প্রভাগের শিক্ষক ছিলেন। এ ভাড়াও পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির সেন্ট. প্রিভিউ এবং পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি একটি সাসে পারিষাদ শব্দী আদালতের ফিলহ উপদেষ্টা, পারিষাদের মুক্তি প্রক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কর্মসূল সদস্য, তাহেরুল ই মিনহাজুল কুরআনের প্রতিষ্ঠাতা, পারিষাদের প্রতিষ্ঠাতা, পারিষাদের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সভাপতি, আন্তর্জাতিক ইসলাম সংস্কারের সহ সভাপতি, আন্তর্জাতিক ইসলাম এবং পারিষাদের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সভাপতি, পারিষাদের জাতীয় সংসদের নবেক সদস্য এবং ইন্সটিউট মাজানেক ও দুর্মীর দলবিশ্বর সংস্কার প্রতিষ্ঠাতা এবং 'ন' এর সভাপতি। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন আধুনিক ও ক্লিন ইলাজ নিজামেন্স ইস্টেট পিনচার্ল কুরআন প্রতিষ্ঠান।

১. আরবি ও ইংরেজী ভাষায় এ পৰ্যবেক্ষণ চৰৰ উপরে তাঁর রচিত গুরু প্রকল্পত হয়েছে। ইতিমধ্যে তাঁর লিখিত কৃতি প্রকল্প এবং অনুবাদিত হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে রচিত তাঁর আন্তর্শতাপূর্ণ গ্রন্থের প্রকাশের পথে রয়েছে। মানবিক প্রয়োগ চিন্তার ও সামাজিক বেদনতত্ত্বে আন্তর্জাতিকভাবে ব্যক্তিগত দেওয়া হয়েছে। নিম্নে আমরা তাঁর কৃতি প্রকল্পে, গচ্ছা এবং মানবকৰ্মাণ্ডলে গচ্ছা আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার জন্য বিজয়ী পিলিনিয়ামের বেশ আরে পুরস্কার প্রদানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

'আন্তর্জাতিক বায়ুশক্তিকেল ইনসিটিউট' (ABI)-এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজের অসাধারণ দৈনন্দিন ক্ষেত্রের প্রকল্পে আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রদানে ড. মুহাম্মদ তাহেরুল আল-কাদেরীর ওপর একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক বায়ুশক্তিকেল ইনসিটিউট' (ABI)-এর পক্ষ থেকে 'পুর্ণবীর সবুজে' কৃত কেন্দ্রসভার পিলিনিয়াম প্রকল্পে গচ্ছের ক্ষেত্রে হয়েছে, পুর্ণ হাজারের অধিক বিষয়ের ওপর কেন্দ্রসভার পিলিনিয়ামে ও সংস্থারে নকুল কৃত পুরুষ মুহাম্মদ আলেক্সান্দ্রোভ' এর প্রতিষ্ঠাতা এবং 'সি. মিনজাজ ইউনিভার্সিটি'র চার্চেলের হওয়ার সুবাদে 'The Cultural Diploma of Honour আন্তর্জাতিক সংকুলিক প্রিমিয়া অব আনাস- উপরিতে প্রাপ্তি' কৃত ক্ষেত্রের প্রাক্ত হাজারের সুবাদে তাঁকে The International Man of the Year 1998-99 এবং 'অন্তর্জাতিক বায়ুশক্তি' হিসেবে সীরুতি দেওয়া হয়েছে।

২. এশ শহীদিতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অসাধারণ সেব করার জন্য তাঁকে Leading Intellectual of the World প্রদান কৃত হয়েছে।

শিক্ষার অঙ্গনিতি ক্ষেত্রে তাঁর আন্তর্জাতিক প্রেরণে জন্ম International Who is Who প্রকল্পে আন্তর্জাতিক পুরস্কার 'অনন্য পুরুষাদ' প্রদান করা হয়েছে।

নারীবিহীন গবেষণার ক্ষেত্রে (ABI) এর পক্ষ থেকে Key of Success সফলতার চারিস্তানী'র স্বীকৃত কৃতি প্রদান করা হয়েছে।

৩. শতাব্দী International Who is Who এর পক্ষ থেকে Certificate of Recognition প্রদান করা হয়েছে।

৪. আন্তর্জাতিকভাবে শাফিয়ুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল আল-কাদেরী একজন বাত্তি মানু নন। বরা মানু মুসলিম কৃতি প্রয়োগের প্রতিষ্ঠাতা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মোগো প্রতিনিধি।



অন্তর্জাতিক প্রাচীনবাদীসম্পত্তি

হায়াতুল বিবি

[প্রিয় নবীর পরকালীন জীবন]

শাফিয়ুল ইসলাম

শাফিয়ুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী



শাফিয়ুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী

حَيَاةُ النَّبِيِّ

হায়াতুন্নবী

[প্রিয় নবীর পরিকল্পন জীবন]

মূল

শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী

অনুবাদ

শাওলানা হুমায়ুন করীর খালভী

প্রকাশক : আরবী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

সম্পদনায়

আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

সন্জৱী পাবলিকেশন

৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫
৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৮০০০

*Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)*

হায়াতুন্নবী

মূল : শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী

ভাষাতর :

শাওলানা হৃষাঘূন কবীর খালভী

সম্পাদনায় :

আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রকাশক :

মুহাম্মদ আবু তৈয়েব চৌধুরী,

প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

© সন্জরী পাবলিকেশনের পক্ষে নুরে জামাত তিসা

প্রকাশকাল :

২৫ জানুয়ারি ২০১৩, ১২ রবিউল আউয়াল ১৪৩৪, ১২ মাঘ ১৪১৯

প্রকাশনায় :

সন্জরী পাবলিকেশন

৪২/২ আজিমপুর ছেট দায়রা শরীফ, ঢাকা- ১২০৫, মোবাইল : ০১৯২৫-১৩২০৩১

৮১, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, মোবাইল : ০১৬১৩-১৬০১১১

পরিবেশনায় : সন্জরী বুক ডিপো

মূল্য : ২০০ [দুশ্শত] টাকা মাত্র

Haiatun Nabi, By: Shaikhul Islam Dr. Mohammad Taherul Kaderi, Translate By: Mowlana Humaiun Kabir Khalovi, Edited By: Abu Ahmad Jameul Akhtar Chowdhury. Published By: Mohammad Abu Tayub Chowdhury. Price: Tk: 200/-



مَوْلَايَ صَلَّ وَسَلَّمَ دَائِئِمًا أَبَدًا
عَلَيْ حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ
مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ
وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَمِنْ عَجَمٍ

«صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلَّمَ»

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান সৃষ্টি আল্লাহ তা'আলার জন্য। দরদ সালাম অবতীর্ণ হোক বিশ্ব মানবতার মুক্তির দৃত প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়ি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবা এবং উম্মতের সকল পুণ্যাত্মা বান্দাদের উপর।

'হায়ত' ও 'মাওত' মহান সৃষ্টির অমোদ বিধান। 'মাওত' (মৃত্যু) কোন লয় ও ধর্ষণের নাম নয় বরং অনন্ত জীবনের প্রবেশদ্বার। মৃত্যুর দরজা পাড়ি দেওয়ার মাধ্যমে মানুষ এমন এক অনন্ত ও অপূর্বত জীবনে প্রবেশ করে যার কোন পরিসমাপ্তি নেই। যদিও মানুষের মর্যাদা ও স্তরভেদে মৃত্যু পরবর্তী জীবন একেক জনের ক্ষেত্রে একেক রকম হবে। কাফির-মুশুরিক-মুনাফিকের জীবন হবে কট্টে ভরা। পক্ষান্তরে মু'মিন-মুসলমানের জীবন হবে আরামদায়ক ও প্রশান্তিতে ভরপুর। আল্লাহর নৈকট্যধন্য বান্দা আল্লাহর ওল্লিগণের জীবন সাধারণ মু'মিন-মুসলমানের জীবনের চেয়ে হবে আরো মর্যাদাশীল। আর নবী-রসূলগণ আলায়হিমুস সালাম-এর জীবন, বিশেষ করে নবী-রসূলকুল সরদার হ্যুর আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়ি ওয়াসাল্লাম-এর পরকালীন জীবন হবে আরো মর্যাদাশীল ও পরিপূর্ণ। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা যে, অনেক নামধারী মুসলমান নবীকুল সরদার হ্যুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়ি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত পরবর্তী জীবন নিয়ে এবলে কটাক্ষ করে থাকে যে, 'নবীগণ মরে মাটির সাথে মিশে গেছে, তিনি কারো লাভ-ক্ষতি করতে অক্ষম।' তারা এ সব কুফরী আকীদা প্রচারের মধ্যমে উম্মতকে নবী থেকে দূরে রাখার বড়হয়েন্নে লিঙ্গ।

বর্তমান ইসলামী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ইসলামী ক্ষেত্র ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী (মু.জি.আ.) মৃত্যু পরবর্তী জীবন কেমন হয়- কুরআন-হাদীস ও উম্মতের মহান ইমামগণের মতামত ও গবেষণার আলোকে প্রমাণ করে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়ি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত পরবর্তী জীবন ও মর্যাদার উপর সারগত আলোচনা করার প্রয়াস পান আলোচ্য পুস্তকে।

বর্তমান ফিতনা-ফ্যাসাদের এ যুগসঙ্কিষণে এ ধরণের পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা অনবশ্যিকীয়। পুস্তকটির অনুবাদ ও প্রকাশনার কোন ক্ষেত্রে কোন ঝটি কারো পরিলক্ষিত হলে আমাদের জানালে পরবর্তী সংক্রণে আমরা সংশোধন করে নেওয়ার চেষ্টা করব। আল্লাহ আমাদের এ নেক আমল করুল করুন। আমিন!

মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সন্জীরি পাবলিকেশন

সূচীপত্র

ভূমিকা/ ১১

প্রথম ভাগ
কবরের জীবন

প্রথম অধ্যায় : কিছু বিশ্লেষণ

- ◆ জীবন কি? / ১৫
- ◆ বরষথ / ১৬
- ◆ কবরের আয়াব ও প্রতিদান / ১৭
- ◆ শরীর ও আত্মাঃ আয়াব ও প্রতিদানের স্থান / ১৭
- ◆ শরীর ও আত্মার মাঝে অভ্যন্তরিণ সম্পর্ক / ১৮
- ◆ শান্তি ও নিয়ামত ভোগ করার জন্য শরীর ঠিক থাকা জরুরী নয় / ২০

দ্বিতীয় অধ্যায় : পবিত্র কুরআনের আয়াতের আলোকে কবরের জীবন

- ◆ কবরের আয়াব / ২২
- ◆ দুটি মৃত্যু / ২৪
- ◆ দুটি জীবন / ২৪
- ◆ মৃতের শ্রবণ করা / ৩৩
- ◆ মু'মিনের পবিত্র জীবন / ৩৮
- ◆ শহীদদের কবরের জীবন / ৩৯
- ◆ শহীদদের শরীর অক্ষত থাকে / ৪০

তৃতীয় অধ্যায় : পবিত্র হাদীসের আলোকে কবরের জীবন

- ◆ কবরের শান্তি / ৪২
- ◆ কবর জান্নাতের বাগানও এবং জাহানামের গর্তও / ৪৬
- ◆ মৃত্যুর পরে সকাল-বিকাল মানুষের নিকট জান্নাত-জাহানামের ঠিকানা পেশ করা হয় / ৪৬
- ◆ কবরে প্রশ্নোত্তর / ৪৭
- ◆ মৃত ব্যক্তি গোসলদানকারী ও কাফন পরিধানকারীকে চিনে / ৫১
- ◆ মৃত ব্যক্তি খাট উঠানের সময় ঠিকার দেয় / ৫১
- ◆ মৃতকের জীবিতের মত লজ্জা করা / ৫২
- ◆ আহ ও ক্রন্দন দ্বারা কবরে শান্তি / ৫২
- ◆ মৃতকে সম্মোধনবাচক শব্দ দিয়ে সালাম করা / ৫৩
- ◆ মৃতরা পদধ্বনি শুনতে পান / ৫৭

- ◆ জীবিত ব্যক্তি মৃতের চেয়ে বেশী শ্রবণকারী নয়/ ৫৮
- ◆ মৃত সালামের উত্তর দেন/ ৬০
- ◆ যিয়ারতকারী মৃতের অভিযন্তে ভালবাসা সৃষ্টি করে/ ৬০
- ◆ সালামের সময় মৃতের রুহ ফিরিয়ে দেওয়া হয়/ ৬১
- ◆ মৃত যিয়ারতকারীকে দেখে/ ৬১
- ◆ মৃতরা জীবিতদের মত কষ্ট অনুভব হয়/ ৬১
- ◆ স্বপ্নের উপর ভরসা করে ওয়াসীয়ত বাস্তবায়ন করা/ ৬৩
- ◆ জীবিতদের আমলসমূহ মৃতদের নিকট পেশ করা হয়/ ৬৪
- ◆ ভাল আমলে মৃতদের খুশি হওয়া/ ৬৫
- ◆ খারাপ কাজে মৃতদের কষ্ট হওয়া/ ৬৬
- ◆ ভাল কাফনে মৃতদের গৌরব/ ৬৬
- ◆ মৃত কবরে তিলাওয়াত করা/ ৬৭
- ◆ মৃতরা আয়ানের উত্তর দেয়/ ৬৮
- ◆ ‘যিয়ারত’ শব্দ দ্বারা মৃতের জ্ঞানের উপর দলীল/ ৬৯
- ◆ দাফনের পরে মৃতের জন্য দৃঢ়তার দোয়া/ ৭০
- ◆ তালকীন বা শিক্ষাদান করার বর্ণনা/ ৭০

চতুর্থ অধ্যায় : আকাবেরীনদের উক্তির আলোকে কবরের জীবন

- ◆ হ্যরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহ/ ৭৩
- ◆ হ্যরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহ/ ৭৩
- ◆ হ্যরত ওসমান গনী রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহ/ ৭৪
- ◆ হ্যরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহ/ ৭৪
- ◆ হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহ/ ৭৫
- ◆ হ্যরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহ/ ৭৫
- ◆ হ্যরত সা’দ ইবনে আবী ওয়াকাস রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহ/ ৭৬
- ◆ ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি/ ৭৬
- ◆ ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি/ ৮৬
- ◆ আল্লামা ইবনে তাইমিয়া/ ৭৭
- ◆ আল্লামা ইবনে কাইয়ুম/ ৭৭
- ◆ সাহিয়দ মাহমুদ আহমাদ আলুসী/ ৭৭
- ◆ আল্লামা তকী উদ্দীন সুবকি/ ৭৮
- ◆ শায়খ আব্দুল হক মুহান্দিস দেহলভী/ ৭৮
- ◆ কায়ী সানাউল্লাহ পানিপতি/ ৭৮
- ◆ ইমাম জালালদীন সুযুতী/ ৭৮

- ◆ আল্লামা আব্দুল গণী নাবলুসী/ ৭৯
- ◆ মোল্লা আলী কারী হানাফী/ ৭৯
- ◆ আল্লামা শামী হানাফী/ ৭৯
- ◆ আল্লামা আব্দুল হাকীম সিয়ালকোটি/ ৮০
- ◆ আল্লামা আন্ওয়ার শাহ কাশ্মিরী/ ৮০
- ◆ মাওলান খলীল আহমাদ/ ৮০
- ◆ আল্লামা শিবিব আহমাদ ওসমানী/ ৮০
- ◆ মাওলানা আব্দুল হাই লখনবী/ ৮১
- ◆ মাওলানা ওয়াহীদুজ্জামান/ ৮১
- ◆ শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আলবী মালেকী/ ৮১
- ◆ হায়াতুল্লবীর উপর সাধারণ দলীল/ ৮২
- ◆ জীবন দিয়েছেন অথচ জীবিত না...!/ ৮৩

তৃতীয় ভাগ হায়াতুল্লবী

প্রথম অধ্যায় : পবিত্র কুরআনের আয়াতের আলোকে হায়াতুল্লবী/ ৮৭

- ◆ হ্যুর সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শাহাদাতের মর্যাদা
কিভাবে লাভ করেছেন/ ৮৮

তৃতীয় অধ্যায় : পবিত্র হাদীসের আলোকে হায়াতুল্লবী

- ◆ নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাম নিজ নিজ কবরে ইবাদত করেন/ ১০৮
- ◆ আলিম ও মুহান্দিসগণের উক্তি দ্বারা সমর্থন/ ১১০
- ◆ মি’রাজ ও হায়াতুল্লবী/ ১১২
- ◆ প্রিয় নবীর সাল রওয়া থেকে আয়ান ও ইকামত শুনা যাওয়া/ ১১৪
- ◆ নবীগণ আলায়হিমুস্ সালামকে তাঁদের কবরে রিযিক দেওয়া হয়/ ১১৬
- ◆ নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাম-এর পবিত্র শরীর অক্ষত থাকে/ ১১৬
- ◆ দয়ার নবীর হায়াত ও মাওউত দু’টি উম্মতের জন্য রহমত কিভাবে?/ ১১৮
- ◆ একটি সূক্ষ্মকথা কথা/ ১২২
- ◆ একটি শুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও তার উত্তর/ ১২২
- ◆ অনেকে শুনেছেনও/ ১২৬
- ◆ ‘আসু সালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী’- হায়াতুল্লবীর প্রমাণ/ ১২৭
- ◆ হ্যুর সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাদা কাগজে নাম
লিপিবদ্ধ করেন/ ১২৯
- ◆ সর্বপ্রথম হঁশ হওয়া/ ১৩০

- ◆ ভিতরে থেকেও বাইরে/ ১৩০
- ◆ একটি উপমা দ্বারা দৃষ্টান্ত/ ১৩০
- ◆ ফেরেশতারা নবীর দরবারে দুর্দণ্ড পেশ করেন/ ১৩১
- ◆ ফেরেশতাদের দুর্দণ্ড পাঠ্টনের হিকমত/ ১৩৩
- ◆ নবীর দরবারে দরবার পাঠকারী ফেরেশতাদের শ্রবণশক্তি/ ১৩৩
- ◆ নবীর দরবারে সালাম পেশ হওয়া/ ১৩৫
- ◆ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজেই দুর্দণ্ড ও সালাম শুনেন/ ১৩৫
- ◆ মুহাববাতকারীদের সালাম তিনি নিজে শুনেন/ ১৩৬
- ◆ এমনকি কথাও শুনেন/ ১৩৬
- ◆ নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এখনো জানেন/ ১৩৭
- ◆ এমনকি দেখেনও/ ১৬৮
- ◆ পবিত্র রওয়া যিয়ারাত ও বাহ্যিক জীবনের দৃশ্য/ ১৩৮
- ◆ নবীগণ এক ঘর থেকে অন্য ঘরে তাশরীফ নেওয়া/ ১৪১

তৃতীয় অধ্যায় : আকাবেরগণের উক্তির আলোকে হায়াতুল্লাবী

- ◆ হ্যরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ/ ১৪২
- ◆ হ্যরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ/ ১৪৪
- ◆ হ্যরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ/ ১৪৫
- ◆ হ্যরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ/ ১৪৫
- ◆ হ্যরত বেলাল ইবনে হারেছ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ/ ১৪৬
- ◆ হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ/ ১৪৬
- ◆ হ্যরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা/ ১৪৭
- ◆ হ্যরত সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা/ ১৪৮
- ◆ হ্যরত সা'ঈদ ইবনে মুসায়িব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ/ ১৪৮
- ◆ হ্যরত জুনায়দ বাগদাদী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ/ ১৪৯
- ◆ আবু মনসুর আব্দুল কাহির ইবনে তাহের বাগদাদী/ ১৪৯
- ◆ ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি/ ১৫০
- ◆ ইমাম বাযহাকী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি/ ১৫০
- ◆ আল্লামা তাকীউদ্দীন সূবকী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি/ ১৫০
- ◆ মোল্লা আলী কারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি/ ১৫১
- ◆ কাজী আবু বকর ইবনে আরবী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি/ ১৫১
- ◆ আল্লামা ইবনে তাইমিয়া/ ১৫১
- ◆ হাফিয ইবনে কায়ম/ ১৫২

- ◆ ইমাম কুরতবী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি/ ১৫৩
- ◆ আল্লামা কুসতুলানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি/ ১৫৩
- ◆ আল্লামা সায়িদ মাহমুদ আহমাদ আলুসী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি/ ১৫৫
- ◆ আল্লামা ইবনে হাজর মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি/ ১৫৫
- ◆ শায়খ রমালী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি/ ১৫৫
- ◆ শায়খ তাজুদ্দীন ইবনে ফাকেহানী মালেকী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি/ ১৫৫
- ◆ শায়খ আফীফুদ্দীন ইয়াফেরী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি/ ১৫৬
- ◆ শায়খ যায়নূদ্দীন মুরাগী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি/ ১৫৬
- ◆ শায়খ শামস শোবরী শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি/ ১৫৭
- ◆ আল্লামা বারেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি/ ১৫৭
- ◆ কায়ী সানাউল্লাহ পানিপথী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি/ ১৫৭
- ◆ আল্লামা শামী হানাফী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি/ ১৫৮
- ◆ আল্লামা শিহাবুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলায়হি/ ১৫৮
- ◆ আল্লাম সাবী মালেকী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি/ ১৫৮
- ◆ ইমাম জালালুদ্দীন সুযুতী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি/ ১৫৯
- ◆ আল্লামা সাখাবী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি/ ১৬০
- ◆ হাসান ইবনে আম্বার শুরানবুশালী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি/ ১৬০
- ◆ শায়খ আব্দুল হক মুহাম্মদ দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি/ ১৬১
- ◆ শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাম্মদ দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি/ ১৬১
- ◆ আল্লামা ইউসূফ ইবনে ইসমাইল নাবহানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি/ ১৬২
- ◆ আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমিরী/ ১৬৩
- ◆ আল্লামা শিবিব আহমাদ ওসমানী/ ১৬৩
- ◆ মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নাসুতবী/ ১৬৩
- ◆ মাওলানা খলীল আহমাদ আমেটবী/ ১৬৪
- ◆ মাওলানা আহমাদ আলী সাহারানপুরী/ ১৬৪
- ◆ মাওলানা এয়ায আলী/ ১৬৪
- ◆ আল্লামা ড. ইকবাল/ ১৬৫
- ◆ মুহাম্মদ আলভী মালেকী/ ১৬৫
- ◆ সারমর্ম/ ১৬৬

ভূমিকা

كُلُّ نَفْسٍ ذَاقَةُ الْمَوْتِ (জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে) বাক্যটি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন মানুষ মৃত্যু থেকে রেহাই পাবে না এবং এ-ও ইঙ্গিত করে যে, মৃত্যু স্থায়ী নয় বরং সাময়িক; কেননা কোন বস্তুর স্বাদ সামান্য সময় গ্রহণ করা হয়। তাই মৃত্যু হল অফুরন্ত জীবনের প্রবেশদ্বার। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কুফর-শিরকে নিয়মিত ছিল তার অফুরন্ত জীবনও কবর দিয়ে সূচনা হয়, যদিও তার সে জীবন আরামদায়ক নয় বরং কঠো ভৱ। তাকে সেখানে বিভিন্ন রকমের শাস্তি দেওয়া হবে। তেমনিভাবে একজন সাধারণ মুসলমানও সে জীবন লাভ করবে কিন্তু তার জীবন কাফির-মুশরিকদের জীবন থেকে ভিন্ন হবে এবং আল্লাহর নেককার বান্দাদের জীবন সাধারণ মুসলমানদের জীবনের চেয়ে আরো মর্যাদাশীল হবে। আর সকল নবীদের জীবন বিশেষ করে নবী আকরাম সাল্লাহু তা'আলা আলায়ি ওয়াসাল্লাম-এর নতুন জীবন হবে আরো উচ্চ মর্যাদাশীল ও পরিপূর্ণ।

এ পৃষ্ঠকের প্রথমভাগে কবরের জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যাতে দ্বিতীয়ভাগে হায়াতুন্বীকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা যায়। কবরের জীবন তুলে ধরার পূর্বে কিছু মৌলিক পরিভাষার ব্যাখ্যা করা হয়েছে যা সম্পর্কে ধারণা রাখা এই মাসআলা উপলব্ধির জন্য আবশ্যিক। যেমন জীবন কি? কবর কাকে বলে? কবরের আয়াব ও পুণ্য কি? তা প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এ পৃষ্ঠকটি আমার শুন্দেয় উত্তাদ মিনহাজুল কুরআন আন্দোলনের নেতা প্রফেসার ডষ্টর মুহাম্মদ তাহেরগুল কাদেরীর কোন স্বতন্ত্র পৃষ্ঠক নয়; বরং তা তাঁর ওই-সব লেকচারের কিছু অংশ যা তিন জামেয়া ইসলামিয়া মিনহাজুল কুরআনের ছাত্রদেরকে 'আশ-শেফা' নামক কিতাব পাঠদানকালে দিয়েছিলেন। আমি অধম বান্দা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি তাঁর লেকচারকে সুন্দরভাবে পেশ করতে।

বাস্তব সত্য হল, কাদেরী সাহেব বর্তমান যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিকিৎসা-চেতনা ও আমলের জগতে এমন উচ্চ স্থানে সমাসীন যার জন্য কোন দলীলের প্রয়োজন নেই। তাঁর জ্ঞানের অবদান বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এমন যথেষ্ট দলীল যা কোনো বিবেকবান ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে না। তাই আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে আমি এ কিতাবের যথাযোগ্য হক আদায় করতে পারিনি। কেননা কাদেরী সাহেব যেভাবে মানুষের সামনে সহজবোধ্যভাবে পেশ করতে সক্ষম হয়েছেন আমি তা থেকে অক্ষম।

হায়াতুন্নবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১২)

এ মাসআলা মতানৈক্য হওয়াতে কুরআন ও সুন্নাতের দলীলে ভরা এবং তার সমর্থনে সাহাবা, তাবেঙ্গন, মুহাদ্দিসীন, মুফাসিসীন ও বিভিন্ন ইসলামী চিঞ্চাবীদগণের উক্তি পেশ করা হয়েছে। তাই সাধারণ পাঠকের দলীলাদির আধিক্যের কারণে বুঝতে যদি কষ্ট হয় বা বিরক্তিবোধ হয় তার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। তা সত্ত্বেও যদি এ কিতাবের কোন সৌন্দর্য পরিলক্ষিত হয় তা হবে মহান রবের দান। আর যদি কোন ক্ষটি ধরা পড়ে তা আমার অক্ষমতা।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ

نَفْسِكَ ﴿٢﴾

-যা তুমি কল্যাণ পেয়েছে তা মহান আল্লাহ পক্ষ থেকে এবং যা তুমি অকল্যাণ পেয়েছে তা তোমার কারণে।^১

মুহাম্মদ আরশাদ নকশবন্দী
ফাযেলে জামেয়া ইসলামিয়া মিনহাজুল কুরআন
সেশন : ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ

হায়াতুন্নবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১৩)

প্রথম ভাগ কবরের জীবন

- কিছু বিশ্লেষণ
- পবিত্র কুরআনের আয়াতের আলোকে কবরের জীবন
- পবিত্র হাদীসের আলোকে কবরের জীবন
- আকাবেরীনদের উক্তির আলোকে কবরের জীবন

^১. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪/৭৯;

হায়াতুন্বী সাম্মান্ত তা'আলা আলায়ি ওয়াসাম্মাম

(১৪)

হায়াতুন্বী সাম্মান্ত তা'আলা আলায়ি ওয়াসাম্মাম

(১৫)

প্রথম অধ্যায় কিছু বিশ্লেষণ

জীবন কি?

শুধু রহের নাম জীবন নয়; বরং তা এমন একটি গুণের নাম যা অনুভূতি, জ্ঞান, শক্তি ও ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটায়। তাফসীর ও সাহিত্যের ইমামগণ তা এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন,

১. আল্লামা সায়িদ মাহমুদ আলুসী রাহমাতুল্লাহি আলায়ি বলেন,
 وَهِيَ مَا يَصْحُحُ بِوُجُودِ الْإِخْسَاسِ أَوْ مَعْنَى زَائِدٍ عَلَى الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ يُوجَبُ
 لِلْمُؤْمُنِ صُوفِيٍّ بِهِ حَالًا لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُ مِنْ صِحَّةِ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ،

-জীবন হল এমন একটি গুণ যা পাওয়া যাওয়ার কারণে অনুভূতি শক্তি পাওয়া যায় বা যা জ্ঞান ও শক্তির উপর বর্দিত এমন বস্তু যার কারণে জ্ঞান ও শক্তির শুল্কতায় এমন অবস্থা সৃষ্টি করে যা ইতিপূর্বে ছিল না।^১

২. কায়ী সানাউল্লাহ পানিপথী রাহমাতুল্লাহি আলায়ি বলেন,
 وَهِيَ صِفَةٌ تُسْتَبِّعُ الْعِلْمَ وَالْقُدْرَةَ وَالْأَرَادَةَ وَغَيْرُهَا مِنْ صَفَاتِ الْكَمَالِ،

-তা এমন একটি গুণ যার সাথে জ্ঞান, শক্তি, ইচ্ছা ইত্যাদি সকল পূর্ণতা দানকারী গুণের সমন্বয় ঘটে।^২

৩. আল্লামা নাসাফী রাহমাতুল্লাহি আলায়ি বলেন,
 مَا يُصْحِحُ بِوُجُودِ الْإِخْسَاسِ وَالْمُؤْتُضِدَةِ،

-জীবন এমন একটি গুণ যার উপস্থিতিতে অনুভূতি শক্তির বিকাশ ঘটে এবং মৃত্যু তার বিপরীত।^৩

৪. ইমাম রাগেব ইস্পাহানী রাহমাতুল্লাহি আলায়ি বলেন,
 الْحَيَاةُ تُسْتَغْفِلُ عَلَى أَوْجَهِهِ : الْأَوَّلُ : لِلْقُوَّةِ النَّاهِيَةِ وَالثَّانِيَةُ : لِلْقُوَّةِ الْخَسَاسَةُ،

-জীবন বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, প্রথমত বৃদ্ধিশক্তির জন্য, দ্বিতীয়ত অনুভূতি শক্তির জন্য।^৪

^১. আলুসী : রহস্য মা'আলী, ১৫:৫;

^২. কায়ী সানাউল্লাহ : তাফসীর-এ মাযহারী, ১:১৮;

^৩. আল্লামা নাসাফী : তাফসীর-এ নাসাফী, ৪:২৭৩;

হায়াতুন্নবী সাল্লাহুার্হ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১৬)

৫. ইমাম জালালুদ্দীন মহল্লী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন,

الْحَيَاةُ وَهِيَ مَا يَدْعُونَ وَالْمَوْتُ ضَدُّهَا أَوْ عَذْمُهَا

-জীবন হল এমন একটি গুণ যার সাথে অনুভূতি সম্পৃক্ত আর মৃত্যু হলো
তার বিপরীত বা তার অনুপস্থিতির নাম।^১

৬. আল্লামা খায়েন বলেন,

وَهِيَ الْقُوَّةُ الْحَسَاسَةُ مَعَ وُجُودِ الرُّوحِ فِي الْجَسَدِ وَبِهِ سُمُّيُّ الْحَيَاةِ حَيْوَانًا

-জীবন এমন অনুভূতিশক্তিকে বলা হয় যা শরীরে আত্মার সাথে
সম্পৃক্ত। তাই তো প্রাণীকে প্রাণী বলা হয়।^২

৭. আল্লামা সায়িদ শরীফ জুরজানী বলেন,

الْحَيَاةُ: هِيَ صِفَةٌ تُوجَبُ لِلْمَوْصُوفِ بِهَا أَنْ يَعْلَمَ وَيَقْدِرُ ،

-জীবন এমন একটি গুণের নাম, যা তার বিশেষিত ব্যক্তির নিকট জ্ঞান
ও শক্তি সৃষ্টি করে।^৩

এ সকল সংজ্ঞার দিকে দৃষ্টিপাত করলে বুঝা যায়, জীবন একটি গুণের নাম যা
ঘারা অনুভূতি, জ্ঞান, শক্তি, ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে এবং মৃত্যু এমন এক অবস্থার
নাম যাতে এ সকল বস্তু বিদ্যমান নেই।

বরযথ

দুই বস্তুর মাঝখানের আবরণকে বরযথ বলে।

শরীয়তের পরিভাষায় পার্থিবজগত ত্যাগ করে কিয়ামত প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত
অবস্থানের জগতকে বরযথ বলা হয়।

কুরআন মজীদে এরশাদ করা হয়েছে,

وَمِنْ وَرَآبِّهِمْ بَرَزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ

-এবং তাদের পেছনে (মৃত্যুর পরে) পুনরুত্থানের সময় পর্যন্ত বরযথ
রয়েছে।^৪

^১. ইস্পাহানী : আল মুফরাদাত, পৃ. ১৩৮;

^২. জালালুদ্দীন মহল্লী : তাফসীর-এ জালালাইন, পৃ. ৫৬৩;

^৩. খায়েন : তাফসীরে খায়েন, ৭:১০৩-১০৮;

^৪. জুরজানী : আত তা'রীফাত, পৃ. ৮৮;

^৫. আল কুরআন : সূরা মু'মিন, ২৩/১০০;

হায়াতুন্নবী সাল্লাহুার্হ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১৭)

কবরের আযাব ও প্রতিদান

শরীর ও আজ্ঞা- আযাব ও প্রতিদানের স্থান

কবরের আযাব ও প্রতিদান নিয়ে তিনটি মতামত রয়েছে।

১. কবরের আযাবের স্থান আজ্ঞা।

২. কবরের আযাবের স্থান শরীর।

৩. শরীর ও আজ্ঞা উভয়ের উপর আযাব বা প্রতিদান প্রতিত হয়।

তৃতীয় মতটিই বিশুদ্ধতর মত। অর্থাৎ কবরে আজ্ঞা ও শরীর উভয়ের উপর শাস্তি
বা প্রতিদান দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে ইমামদের উক্তি নিম্নে তুলে ধরা হল,

১. ইমাম জালালুদ্দীন সুযুতী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন,

وَعَلَمَ اللَّهُ الرُّوحُ وَالْبَدْنُ كُلُّمَا بِإِنْفَاقِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَكَذَا القَوْلُ فِي النَّهْيِمِ

-আহলে সুন্নাতের মাযহাব মতে আযাবের স্থান আজ্ঞা ও শরীর উভয়টি।

এবং নিয়ামত দানের ব্যাপারেও তাই।^৫

২. আল্লামা সাবী মালেকী বলেন,

مَا وَصَلَ لِلرُّوحِ مِنَ النَّعِيمِ يَحْصُلُ لِلْجِنْسِ أَيْضًا ،

-আজ্ঞার যে সকল নিয়ামত অর্জিত হয় তা শরীরেও হয়।^৬

৩. আল্লামা ইবনে কাইয়ুম বলেন, শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া থেকে
এ ব্যাপারে জিজেস করা হলে তখন তিনি উন্নতে বলেন,

بِلِ الْعَذَابِ وَالنَّعِيمِ عَلَى النَّفْسِ وَالْبَدْنِ كُلِّيْمَا بِإِنْفَاقِ أَهْلِ السُّنَّةِ ،

-বরং আহলে সুন্নাতের মতে আযাব ও নিয়ামত দান আজ্ঞা ও ঝুহ
উভয়ের উপর ন্যস্ত হয়।^৭

৪. মাওলানা ওয়াহাবীযুম্যামান লিখেছেন,

أَنَّ الْعَذَابَ وَالنَّعِيمَ عَلَى النَّفْسِ وَالْبَدْنِ كُلِّيْمَا ،

-নিশ্চয় শাস্তি ও নিয়ামত আজ্ঞা ও শরীর উভয়ের উপর হয়।^৮

^৩. জালালুদ্দীন সুযুতী : শরহস সুদুর, পৃ. ৭৫-৭৬;

^৪. আল্লামা সাবী : সাবী আলাল জালালাইন, ১:১৬৮;

^৫. ইবনুল কাইয়ুম : আর ঝুহ, ৭২;

হায়াতুল্লাহু সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১৮)

শরীর ও আত্মার মধ্যে অভ্যন্তরিণ সম্পর্ক

আত্মার সাথে শরীরকে শান্তি বা নিয়ামত প্রদান এ জন্য হয় যে, উভয়ের মাঝে এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এ সম্পর্কের কারণে রহের উপর পতিত অবস্থার প্রভাব শরীরেও অনুভব হয়।

আল্লামা নাসাফী, ইমাম সুযুতী ও ইমাম আলী করী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এ ব্যাপারে ব্যাপক আলোচনা করেছেন।

১. আল্লামা নাসাফী বলেন,

فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يُوجَعُ الْلَّحْمُ فِي الْقَبْرِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ الرُّوحُ فَابْلُجْوَابُ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قِيلَ كَيْفُ مُوجَعُ الْلَّحْمُ فِي الْقَبْرِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ الرُّوحُ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَمَا يُوجَعُ سِنْكُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ الرُّوحُ أَلَا تَرَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ أَنَّ السَّنْكَ يُوجَعُ لَا أَنَّهُ مُتَصَلٌ بِاللَّحْمِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ الرُّوحُ فَكَذَالِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ لَا كَانَ رُوحُهُ مُتَصَلًا بِجَسَدِهِ فَيُوجَعُ،

-যদি বলা হয় কবরে কিভাবে গোষ্ঠকে কষ্ট দেওয়া হয় অথচ সেখানে আত্মা থাকে না? তখন তার উত্তর হবে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকেও একরম প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, কবরে গোষ্ঠ কে কিভাবে শান্তি প্রদান করা হবে অথচ সেখানে রহ বিদ্যমান নেই। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে রকম তোমার দাঁতের কষ্ট হয় অথচ সেখানে রহ নেই। তুমি কি দেখনা নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদিও দাঁতে রহ নেই, কিন্তু গোষ্ঠের সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে তাকে কষ্ট অনুভব করতে হয়; তেমনি মৃত্যুর পরে যেহেতু শরীরের সাথে আত্মার সম্পর্ক থাকে তাই শরীরেরও কষ্ট অনুভব হয়।^১

২. আল্লামা আব্দুল গনী নাবলুসী বলেন,

هَذَا صَرِيفٌ فِي أَنَّ رُؤْخَنِيَّاتِ الْمَوْقِيِّ مُتَصَلَّهُ بِأَجْسَامِهِمْ الَّتِي فِي قُبُورِهِمْ وَأَنْ بَلَيْتَ أَجْسَامِهِمْ وَصَارَتْ تُرَابًا ،

^১. ওয়াইদুজ্জামান : হিদায়াতুল মাহদী, ১:৫৭;

^২. নাসাফী : কাশফুন নূর, পৃ. ১২;

হায়াতুল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১৯)

-এ কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, কবরে মৃতের আত্মার সাথে শরীরের এক ধরণের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে যদিও তার শরীর চূণবিচূণ হয়ে মাটি হয়ে যায়।^২

৩. মোল্লা আলী কারী বলেন,

إِنَّ الْمُنْعَمَ وَالْمُعَذَّبَ جُزْءٌ مِنَ الْبَدْنِ يَئْتِي فِيهِ الرُّوحُ، فَهُوَ الَّذِي يُؤْمَنُ وَيُعَذَّبُ وَيَنْلَدُّ وَيُنْسَمُ،

-নিচ্য শরীরের যে অংশের উপর নিয়ামত ও শান্তি দেওয়া হয় সেখানে আত্মা অবশিষ্ট থাকে এবং তাকেই নিয়ামত ও শান্তি দেওয়া হয় আর সে স্বাদ ও শান্তি অনুভব করে।^৩

৪. আল্লামা ইবনে কাইয়ুম বলেন,

وَمَا يَبْيَغِي أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ هُوَ عَذَابُ الْبَرْزَحِ فَكُلُّ مِنْ مَاتَ وَهُوَ مُسْتَحِقٌ لِلْعَذَابِ نَالَهُ نَصِيبَهُ مِنْهُ قُبْرٌ أَوْ لَمْ يُفْسِدْ فَلَوْ أَكَلَهُ السَّبَاعُ أَوْ أُخْرِقَ حَتَّىٰ صَارِ رِمَادًا وَنُسِفَ فِي الْمَوَاءِ أَوْ صُلِبَ أَوْ غُرِقَ فِي الْبَخْرِ وُصِلَ إِلَى رُوْحِهِ وَبَدْنِهِ مِنَ الْعَدَابِ مَا يُصِلُ إِلَى الْقُبُورِ ،

-জেনে রাখা দরকার যে, কবরের শান্তি বরযথের শান্তির নাম। তাই যে ব্যক্তি মারা যাবে যদি সে শান্তিযোগ্য হয় তখন সে শান্তির অংশ ভোগ করবে, চাই তাকে দাফন করা হোক বা না হোক, যদিও তাকে জস্ত খেয়ে ফেলে অথবা পুড়িয়ে ফেলা হোক, এমনকি যদিও সে ছাই হয়ে যায় বা বাতাসে উড়িয়ে দেয়া হয় বা শুলিতে ছড়ানো হোক বা সমুদ্রে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। তার আত্মা ও শরীর ওই রকম শান্তি ভোগ করে যে রকম কবরস্থ ব্যক্তিরা ভোগ করে।^৪

৫. মাওলানা ওয়াহাবীদুয্যামান এ প্রসঙ্গে বলেন,

إِنَّمَا يَبْقِي لِلرُّوحِ تَعْلُقٌ مَا بِأَجْزَاءِ الْبَدْنِ وَإِنْ يَلِيْتْ وَمَرَّقْتْ وَنَفَرَقْتْ وَصَارَتْ تُرَابًا ،

^১. পূর্বোক্ত;

^২. মোল্লা আলী কারী : মিরকাতুল মাফাতীহ, ৪:১৩;

^৩. আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম : আর রাহ, পৃ. ৮১;

-আজ্ঞার শরীরের অঙ্গের সাথে কোন না কোনভাবে সম্পর্ক থাকে, যদিও শরীরের অঙ্গ চূণবিচূর্ণ হয়ে যায়, ফেটে যায় বা বিক্ষিপ্ত হয়ে মাটি হয়ে যায়।^১

তিনি অন্য স্থানে লিখেছেন,

لَا يَلْزِمُ أَنْ يُكُونَ فِي جُنْبِعِ أَجْزَاءِ الْبَهْنِ بَلْ يُكُونُ فِي جُزْءٍ مِّنْ أَجْزَائِهِ ،

-(আজ্ঞা ফিরে আসার দরণ) একথা জরুরী নয় যে, তা পুরা শরীরে ফিরবে; বরং তার যে-কোন অংশে ফিরলেই যথেষ্ট।^২

সারকথা হল মানুষের আজ্ঞা ও শরীরের মাঝে পরম্পর এক ধরণের সম্পর্ক থাকে, যার কারণে উভয়ে নিয়ামত বা শান্তি ভোগ করে। শরীরের যে অবস্থা হোক না কেন ওই সম্পর্কের কারণে যে অনুভূতি সৃষ্টি হয় তা জীবন নামে পরিচিত। আল্লামা খাফেন রাহমাতুল্লাহী আলায়হি তা স্পষ্ট করে বলেন, কবরের শান্তির প্রমাণ দ্বারা বরযথের জীবন প্রমাণিত।

শান্তি বা নিয়ামত ভোগ করার জন্য শরীর ঠিক থাকা জরুরী নয়

শান্তি বা নিয়ামত ভোগ করার জন্য শরীর অক্ষত থাকা জরুরী নয়, -চাই শরীর বিশৃঙ্খল হয়ে যাক বা আগুনে পুড়ে যাক বা সমুদ্রের অতল গহ্বরে বিলীন হয়ে যাক বা হিংস্র জানোয়ারে খোরাক হয়ে যাক। শরীরের সাথে আজ্ঞার সম্পর্কের কারণে উপরিউক্ত বিষয় সন্ত্রেও উভয়ে শান্তি বা নিয়ামত ভোগ করে।

১. ইমাম জালালুদ্দীন সুযুতী বলেন,

**عَذَابُ الْقَنْبِرِ هُوَ عَذَابُ الْبَرْزَخِ أُضِيفَ إِلَى الْقَنْبِرِ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ وَإِلَّا فَكُلُّ مَيْتٍ
وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى تَعْذِيْتَهُ نَاهِيَةً مَا أَرَادَ بِهِ قَبْرٌ أَوْ لَمْ يُقْبَرْ وَلَوْ صُلْبٌ أَوْ عَرْقٌ فِي
الْبَخْرِ أَوْ أَكْلَتَهُ الدَّوَابُ أَوْ حُرْقَ حَتَّىٰ صَارَ رِمَادًا أَوْ ذُرِّيَّ فِي الرِّنْبِ ،**

-কবরের আয়াব দ্বারা বরযথের আয়াব বুঝায় এবং তাকে কবরের সাথে সম্পর্ক করার কারণ হলো, অধিকাংশ মৃতকে কবরে দাফন করা হয়, নতুন্বা প্রত্যেক মৃত কবরে দাফন করা হোক বা না হোক আল্লাহু তা'আলা তাকে শান্তি দিতে চাইলে শান্তি পৌছাবেন। যদিও তাকে শুলিতে চড়ানো

^১. ওয়াহীনুয়্যাঘান : হিদায়াতুল মাহদী, ১:৫৯;

^২. পূর্বোক্ত, ১:৫৭;

হয় বা সমুদ্রে ডুবিয়ে দেওয়া হয় বা হিংস্র প্রাণী ভক্ষণ করুক বা পুড়িয়ে ছাই বালানো হোক বা বাতাসে উড়িয়ে দেওয়া হোক।^৩

২. ইমাম জালালুদ্দীন সুযুতী ও মোল্লা আলী কারী বলেন,

وَلَكُلُّ رُفِّيْ بِجَسِدِهَا إِنْصَالٌ مَعْنَوِيْ ،

-প্রত্যেক শরীরের সাথে আজ্ঞার গোপন সম্পর্ক থাকে।^৪

৩. ইমাম সুযুতী অন্যস্থানে তা এভাবে তুলে ধরেন যে,

**وَهِيَ مُتَصَلَّهٌ بِأَجْسَادِهَا فَتَعْدِبُ الْأَرْوَاحُ، وَتَنَامُ الْأَجْسَادُ مِنْهُ كَالشَّمْسِ فِي
السَّيَاءِ وَنُورُهَا فِي الْأَرْضِ ،**

-আজ্ঞার সাথে শরীরের সম্পর্ক থাকে। যখন আজ্ঞাকে শান্তি দেওয়া হয় তখন শরীর তেমনি অনুভব করে যেমন সূর্য আকাশে বিদ্যমান থাকা সন্দেশ তার আলো পৃথিবীতে প্রভাব ফেলে।^৫

৪. আল্লামা আব্দুল গনী নাবলুসী বলেন,

إِنَّ الْأَرْوَاحَ هَا إِنْصَالٌ بِالْأَجْسَادِ بَعْدَ الْمَوْتِ كَإِنْصَالٍ شَعَاعَ الشَّمْسِ بِالْأَرْضِ

-নিশ্চয় মৃত্যুর পর শরীরের সাথে আজ্ঞার তেমনি সম্পর্ক থাকে যেমন সূর্য-রশ্মির সম্পর্ক পৃথিবীর সাথে থাকে।^৬

^১. জালালুদ্দীন সুযুতী : শরহে সুদুর, পৃ. ৭৫;

^২. জালালুদ্দীন সুযুতী : বুশরাল কায়িব, পৃ. ১৩৫; (গ্রন্থটি 'মু'মিনের কবরজীবন' নামে আমাদের প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয়।)

^৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১; মোল্লা আলী কারী : মিরকাত: ৪:২৫;

^৪. আল্লামা আব্দুল গনী নাবলুসী : কাশফুন নূর, পৃ. ১২; (গ্রন্থটি 'আহকামে মায়ার' নামে আমাদের প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয়।)

দ্বিতীয় অধ্যায়

পবিত্র কুরআনের আয়াতের আলোকে কবরের জীবন

কোন বিষয়ে গবেষণার ইসলামী পদ্ধতি হল, ওই বিষয় সম্পর্কে জানতে প্রথমে সুন্নাতের আলোকে কুরআনের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। যদি কুরআনে তার সমাধান পাওয়া না যায়, তখন সুন্নাতের শরণাপন্ন হতে হবে, যদি সুন্নাতেও তার সমাধান না পায়, তখন কুরআন-সুন্নাহর উসূল মতে ইজতিহাদ করতে হবে।

যেমন হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরাশাদ করেছেন,

إِنْفِضْ بِالْكِتَابِ وَالسُّنْنَةِ أَذْوَاجَدْ تَمْبَرْأَدْ لِحَكْمِ فِيهَا إِجْتَهَدْ بِرَأْيِكَ

-তুমি কুরআন-সুন্নাহ মতে ফায়সালা কর। যদি তুমি কুরআন-সুন্নাতে তার সমাধান না পাও তবে নিজের রায় দিয়ে ইজতিহাদ কর।^১

খুলাফায়ে রাশেদীন ও চার মাযহাবের ইমামগণের গবেষণা পদ্ধতিও এরকম ছিল। যদিও কবরের জীবন ও হায়াতুনবীর মাসয়ালা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা প্রমাণিত; কিন্তু আমরা রাসূলের সুন্নাত ও সালফে-সালেহীনদের গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করত হুজ্জাত পরিপূর্ণ করণে প্রথমে কুরআন অতঃপর সুন্নাত দিয়ে দলীল পেশ করেছি। অতঃপর সাহাবা, তাবেঙ্গ, মুফাসিসির ও ফকীগণের উক্তি তুলে ধরেছি, যাতে এ ব্যাপারে কারো কোন সন্দেহ না থাকে।

মহান আল্লাহর দরবারে আমাদের প্রার্থনা যে, আল্লাহ তা'আলা যেন নবী আকরাম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কদম মুবারকের ওসীলায় আমাদেরকে কুরআন সুন্নাহ ও সালফে-সালেহীনদের বিশ্বাস মতে বিখ্যাসী হওয়ার তাওফীক দান করেন, যাতে আমরা সিরাতে মুস্তাকীমের পথিক হই।

সর্বপ্রথম কবরের জীবনের উপর আমরা পবিত্র কুরআনের আয়াত পেশ করব।

কবরের আয়াব

যে সব কুরআনের আয়াত দ্বারা কবরের আয়াব প্রমাণিত তা থেকে কিছু নিম্নে তুলে ধরা হল।

^১. ফালাসাফাতুত তাশরী' ফিল ইসলাম, পৃ ১৮৮;

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَالًا فَأَخْيَكُمْ

يُمْيِتُكُمْ ثُمَّ تُحْيِكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

-(হে কাফেরগণ!) তোমরা আল্লাহকে কিভাবে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা প্রাণহীন ছিলে অতঃপর তিনি তোমাদেরকে প্রাণ দান করেছেন, অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে মৃত্যু দান করবেন, অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে জীবিত করবেন, অতঃপর তার দিকে প্রত্যাবর্তন করা হবে।^১

উল্লিখিত আয়াতে নিম্নোক্ত বিষয় প্রশিক্ষণযোগ্য

টা'ক্ষম কৃষ্ণ কৃষ্ণ আমোদ (তোমরা মৃত ছিলে) মৃত হওয়ার অর্থ হল কোন বস্তু অস্তিত্ব লাভের পর মরে যাওয়া; কিন্তু এখানে মানবজীবন তার অস্তিত্ব লাভের পূর্বের অবস্থাকে মৃত্যুর সাথে তুলনা করা হয়েছে।

فَأَخْيَكُمْ (অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জীবিত করেছেন) তার অর্থ হল মানুষকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে (Existence) আনা। কিন্তু এ জীবনকে চূড়ান্ত মনে করা বোকায়ী।

ثُمَّ يُمْيِتُكُمْ (অতঃপর তোমাদেরকে দ্বিতীয়বার মৃত্যু দান করবেন) যে যহান রব তোমাদেরকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন তিনিই তোমাদেরকে দ্বিতীয়বার মৃত্যু দান করবেন; কিন্তু এ ঠিকানাও মানুষের শেষ ঠিকানা নয়।

ثُمَّ تُحْيِكُمْ (অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে জীবিত করবেন) যদিও দ্বিতীয় মৃত্যুর পর এ জীবন দেয়া হবে কিন্তু ওই প্রথম জীবন থেকে এ জীবনের ধরন ও অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে। এ জীবন ও মানুষের শেষ ঠিকানা নয়।

ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (অতঃপর তোমাদেরকে তার দিকে প্রত্যাবর্তন করা হবে) এ দ্বিতীয় জীবনের পর পুনরায় আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হবে।

^১. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২/২৮;

হায়াতুন্নবী সাহাল্লাহ তা'আলা আলায়ি ওয়াসাল্লাম

﴿২৪﴾

এ আয়াতে দু'টি মৃত্যু ও দু'টি জীবনের আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর মহান
রবের দরবারে হাযির করানোর কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ পাঁচটি স্তরের কথা
উল্লেখ করা হয়েছে, যা মানুষ ক্রমাগ্রামে অভিভ্রম করবে। পরকালের বিশ্বাসের যে
কথা বলা হয় তা সর্বশেষে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে,

أَتْهُمْ إِلَيْهِ تُرْجَمُونَ
অতঃপর তোমাদেরক তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করা হবে।

দু'টি মৃত্যু

কুরআন শরীফে দু'টি মৃত্যুর কথা উল্লেখ রয়েছে। একটি মানুষের জীবন শুরু
হওয়ার পূর্বে অনন্তিত্ব অবস্থায় এবং দ্বিতীয় মৃত্যু হল বাস্তব মৃত্যু, যা আমরা
দৈনন্দিন জীবনে দেখি।

দু'টি জীবন

মানুষের উপর একের পর এক দু'টি মৃত্যু যেমন আগত হয়, তেমনি একের পর
এক দু'টি জীবনও আগত হয়। প্রথম জীবন তো স্পষ্ট, যা পৃথিবীতে বিভিন্ন রঙ-
বেরঙে প্রকাশিত এবং এটি অঙ্ককার, আলো ও অঙ্গিত্বের জীবন। কিন্তু দ্বিতীয়
জীবন দ্বারা কিয়ামতের জীবন উদ্দেশ্য নয় বরং বরযথের অর্থাৎ মৃত্যু থেকে
কিয়ামত পর্যন্তের জীবন উদ্দেশ্য। যেখানে মুনকার-নকারের প্রশ্নোত্তর হবে এবং
মানুষ হয়ত সেখানে কবরের আয়াবের সম্মুখীন হবে অথবা আল্লাহর রহমতের
যোগ্য হবে। এ জীবনের পারিভাষিক নাম কবরের জীবন। পরকালের জীবন ঐ
সময় শুরু হবে যখন এ পার্থিব জীবন সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ হবে। অতঃপর
সায়িদুনা আদম আলায়হিস সালাম থেকে যত মানুষ এ দুনিয়াতে আসবে
সকলকে হাশেরের মহাদানে একত্রিত করা হবে এবং সকলে আল্লাহর আদালতে
উপস্থিত হয়ে নিজেদের আমলের হিসাব নিকাশ পেশ করবে, যার ফলে হয়ত সে
চিরস্থায়ীভাবে জাহানের অধিকারী হবে বা জাহানামের শাস্তিযোগ্য হবে।

২. মহান আল্লাহ অন্যস্থানে আরো বলেন,

مِمَّا حَطَّيْتُهُمْ أَغْرِقُوا فَادْخُلُوا نَارًا

-(নৃহ আলায়হিস সালাম-এর বিরোধীদেরকে) তাদের পাপের কারণে
ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তৎক্ষণাত্মে আগনে প্রবেশ করা হয়েছে।^১

^১. আল কুরআন : সূরা নৃহ, ৭১/২৫;

হায়াতুন্নবী সাহাল্লাহ তা'আলা আলায়ি ওয়াসাল্লাম

﴿২৫﴾

দলীল

১. এ আয়াতে حَمْلُوا فَعَذَابٌ^২ এর উপর 'ফা' অনুপ্রবেশ করেছে, যা পরম্পরা বুঝায়।
অর্থাৎ তার পরবর্তী কাজটি এর পূর্বের কাজের পর পরই সংঘটিত হয়েছে বুঝায়
এবং পরবর্তী কাজটি তরান্তিত বুঝায়। তাই এ আয়াতে فَادْخُلُوا نَارًا^৩ বাক্য
রয়েছে। এর অর্থ হবে, তাদেরকে যখন ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন দেরী না
করে সাথে সাথেই তাদেরকে আগনে প্রবশে করা হয়েছে। এতে কবরের জীবনে
শাস্তির কথা প্রমাণিত হয়। কবরের শাস্তি মানুষের জীবনকে বাধ্য করে। কেননা
জীবন বিহীন শাস্তি অসম্ভব।

২. এখানে شَدَّدْتِ^৪ অতীতকালের শব্দরূপ। তাই তা দ্বারা প্রমাণিত যে,
তাদের অতীতে জাহানামের শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। তা'দ্বারা কিয়ামতের শাস্তি
উদ্দেশ্য নয়; কেননা তা তো ভবিষ্যতে হবে। তাই অবশ্যই তা দ্বারা কবরের শাস্তি
উদ্দেশ্য। যদি কবরের শাস্তি অর্থ করা না হয় তখন তা মিথ্যা প্রমাণিত হবে।

ইমাম ফখরুদ্দীন রায়ী উক্ত আয়াতে করীমার তাফসিল করতে গিয়ে বলেন,

مَسْكَ أَصْحَابُنَا فِي إِبْرَاتِ عَذَابِ الْقَبْرِ بِقَوْلِهِ: أَغْرِقُوْفَادْخُلُوا نَارًا
وَذَلِكَ مِنْ وَجْهِنِ الْأَوَّلِ: أَنَّ الْفَاءَ فِي قَوْلِهِ: فَادْخُلُوا نَارًا تَدْلُ عَلَى اللَّهِ
حَصَّلَتْ تِلْكَ الْحَالَةُ عَقِيبَ الْإِغْرَاقِ فَلَا يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى عَذَابِ
الْآخِرَةِ، وَإِلَّا بَطَّلَتْ دَلَالَةُ هَذِهِ الْفَاءِ الثَّانِيِ: أَنَّهُ قَالَ: فَادْخُلُوا عَلَى سَبِيلِ
الْإِخْبَارِ عَنِ الْمُاضِيِّ. وَمَدَا إِنَّمَا يَصْدُقُ لَوْ وَقَعَ ذَلِكَ،

-আমাদের বকুরা কবরের আয়াবের প্রমাণ হিসাবে দিয়ে দলীল পেশ করেন এবং দলীল পেশ করা দু'পদ্ধতিতে। প্রথমত
মহান আল্লাহর বানী নারা^৫ এর উপর 'ফা' এ কথা বুঝায় যে, ওই
অবস্থা ডুবিয়ে মারার সঙ্গে সঙ্গে সংঘটিত হয়েছে। তাই তা থেকে
পরকালের শাস্তির অর্থ নেওয়া ঠিক হবে না। নতুনা (পরকালের শাস্তি
নিলে) 'ফা' এর অর্থ বাতিল হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত মহান আল্লাহ
অতীতকালের খবর দিতে গিয়ে ফাঁড়খলু^৬ শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং তা

হায়াতুন্বী সাল্লাহুল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(২৬)

ওই সময় সত্য প্রমাণিত হবে যখন তাদের উপর শান্তি বাস্তবায়িত হয়েছে
বুবাবে।^১

৩. সূরায়ে মু'মিনে মহান আল্লাহ এরশাদ করেন,

وَحَاقَ بِيَالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ⑯ أَنَّا رُّبُّ يُعَرَّضُونَ

عَلَيْهَا غُدُوا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ الْسَّاعَةُ أَدْخِلُوا إِلَى

فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ⑯

ফিরাউন ও তার অনুসারীদেরকে কঠিন শান্তি বেষ্টন করেছে। তাদেরকে আগুনে সকাল-বিকাল পেশ করা হয় এবং যে দিন কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে (মহান আল্লাহ ফেরেন্তাদেরকে আদেশ দিবেন) ফিরাউনীদেরকে কঠিন শান্তিতে অন্তর্ভুক্ত কর।^২

দলীল

আয়াতে ফিরাউনীদের উপর খারাপ শান্তি এবং তাদেরকে সকাল-বিকাল আগুনে পেশ করার কথা বলা হয়েছে। এর পরে বলেন, কিয়ামতে ফিরাউনীদেরকে কঠিন আয়াবে নিপত্তিত করা হবে। তা দ্বারা বুঝা যায় ঐ শান্তি যা আগে প্রদান করা হয়েছে তা কিয়ামতের শান্তির অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং তার পূর্বের শান্তি উদ্দেশ্য। দুনিয়াতে তো তাদের উপর সকাল-বিকাল আগুন পেশ করা হয়নি। তাই তা দ্বারা অবশ্যই কবরের শান্তির অর্থ নিতে হবে।

ইমাম রায়ী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন,

أَخْتَجَ أَصْحَابَنَا بِهَذِهِ الْأَيْةِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَذَابِ الْفَقْرِ قَالُوا إِنَّا لَكُمْ قَنْتَنِي عَرْضٌ
النَّارِ عَلَيْهِمْ غُدُوا وَعَشِيًّا، وَلَيْسَ الْمَرَادُ مِنْهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لِأَنَّهُ قَالَ: وَيَوْمَ تَقُومُ
السَّاعَةُ أَدْخِلُوا إِلَى فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، وَلَيْسَ الْمَرَادُ مِنْهُ أَيْضًا الدُّنْيَا لِأَنَّ
عَرْضَ النَّارِ عَلَيْهِمْ غُدُوا وَعَشِيًّا مَا كَانَ حَاصِلًا فِي الدُّنْيَا، فَبَقَتْ أَنَّ هَذَا

হায়াতুন্বী সাল্লাহুল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(২৭)

الْعَرْضُ إِنَّمَا حَصَلَ بَعْدَ الْمُوتِ وَقَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَذَلِكَ يَدْلُلُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
عَذَابِ الْفَقْرِ فِي حَقِّ هَؤُلَاءِ،

-আমাদের বকুরা এ আয়াত থেকে কবরের শান্তির উপর দলীল পেশ করেন। কেননা এ আয়াত ফিরাউনীদের উপর সকাল-বিকাল আগুন পেশ করা বুঝায় এবং তা থেকে কিয়ামতের শান্তি উদ্দেশ্য নয়; কেননা মহান আল্লাহ এরশাদ করেন- ‘এবং যেদিন কিয়ামত কায়েম হবে (আদেশ দেওয়া হবে) ফেরাউনীদেরকে কঠিন শান্তিতে নিপত্তিত কর।’ তা দ্বারা দুনিয়ার শান্তির অর্থ নেওয়া যাবে না। কেননা দুনিয়াতে তাদের উপর সকাল বিকাল আগুন পেশ করা প্রমাণিত নয়। তাই ওই আগুন পেশ করা হবে মৃত্যুর পরে এবং কিয়ামতের পূর্বে (বরঘৎ জগতে)। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা তাদের উপর কবরের আয়াব প্রমাণিত হয়।^১

সমর্থন

উল্লিখিত আয়াতের সমর্থনে হাদীসও পাওয়া যায়।

হ্যারত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহুল্লাহ তা'আলা আনহ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহুল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তোমাদের মধ্য থেকে যখন কেউ মারা যায়, তখন তার কাছে সকাল-বিকাল তার ঠিকানা পেশ করা হয়। যদি সে জান্নাতী হয় তখন জান্নাতের ঠিকানা, যদি সে দোয়াবী হয় তখন দোয়াবের ঠিকানা পেশ করা হয়। অতঃপর তাকে বলা হয় এটি তোমার ঠিকানা, তোমাকে কিয়ামতের দিন উপস্থিত করা হবে।

৮. সূরায়ে তাওবায় মহান আল্লাহ এরশাদ করেন,

سَنَعْدِّبْهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرْدُونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ⑯

-আমি অতিসন্ত্বর ওই (মুনাফিকদেরকে) দু'বার শান্তি দেব। অতঃপর তাদেরকে মহান শান্তির দিকে ফিরানো হবে।^২

দলীল

এ আয়াতে এ কথা তুলে ধরা হল যে, ‘আমি অতিসন্ত্বর তাদেরকে দু'বার শান্তি প্রদান করব।’ যা শব্দের ‘সীন’ দ্বারা বুঝা যায়। আর দু'বার শান্তি মানে মসজিদ-

^১. রায়ী : তাফসীর-এ কবীর, ৪০:১৪৫;

^২. আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯/১০১;

^১. রায়ী : তাফসীর-এ কবীর, ২৭:৭৩;

^২. আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯/১০১;

হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(২৮)

থেকে বের করে দেওয়ার অপমান এবং কবরের শাস্তি। কেননা তার পরে তাদেরকে কিয়ামতের কঠিন শাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তন করা হবে।

হাদীস দ্বারা তার সমর্থন

এ আয়াতের অর্থ আরো পরিক্ষার হওয়ার জন্য একটি বর্ণনা দ্রষ্টব্য। হ্যরত ইবনে আবাস থেকে বর্ণিত,

قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: "اَخْرُجْ يَا فُلَانُ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ، وَاحْرُجْ يَا فُلَانُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ". فَأَخْرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ نَاسًا مِنْهُمْ، فَضَحَّكُوهُمْ. فَجَاءَ عُمَرُ وَهُمْ يَجْرِجُونَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَأَخْبَتْهُمْ حَيَاةً أَنَّهُ لَمْ يَشْهَدِ الْجُمُعَةَ وَظَنَّ أَنَّ النَّاسَ قَدْ انْصَرَفُوا، وَأَخْبَتْهُمْ أَنَّهُمْ مِنْ عُمَرَ، ظَنُوا أَنَّهُ قَدْ عَلِمَ بِأَمْرِهِمْ. فَجَاءَ عُمَرُ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا النَّاسُ لَمْ يُصْلِلُوا، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: أَبْشِرْ يَا عُمَرُ، قَدْ فَضَحَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ الْيَوْمَ. قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ: فَهَذَا الْعَذَابُ الْأَوَّلُ حِينَ أَخْرَجُهُمْ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَالْعَذَابُ الثَّانِي عَذَابُ الْقُرْبَى،

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জুমার দিন খুতবা দিচ্ছেন তখন তিনি বলেন, 'হে অমুক! তুমি বের হয়ে যাও, কেননা তুমি মুনাফিক। হে অমুক! তুমি বের হয়ে যাও, কেননা তুমি মুনাফিক।' তখন তিনি তাদের থেকে কতেক লোকদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দিলেন। হ্যরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ওই সময় উপস্থিত হন যখন লোকেরা মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলো। তখন তিনি তাদের থেকে গোপন হয়ে গেলেন যথাসময়ে জুমায় হায়ির হতে না পারার লজ্জায় এবং তিনি মনে করেছেন (লোকেরা জুমা শেষে বাড়ি) ফিরছেন। আর মুনাফিকরা ধারনা করল হ্যরত ওমর আমাদের সম্পর্কে জেনে গেছেন। তাই তাঁরা তার থেকে গোপন হতে লাগল। যখন হ্যরত ওমর মসজিদে প্রবেশ করলেন দেখতে পেলেন তখনও সাহাবারা নামায আদায় করেননি। তখন এক সাহাবী হ্যরত ওমরকে বললেন, তুমি সুসংবাদ প্রহণ কর, মহান অল্লাহ মুনাফিকদেরকে অপমান করেছেন। হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন,

হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(২৯)

এটি তাদের জন্য প্রথম শাস্তি যখন তাদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে আর দ্বিতীয় শাস্তি হল কবরের শাস্তি।^১

৫. কবরের জীবন সম্পর্কে অন্য স্থানে এরশাদ করা হয়েছে,

قَالُوا رَبَّنَا أَمْتَنَا أَثْنَيْنِ وَأَحْبَيْتَنَا أَثْنَيْنِ فَأَعْتَرْفُنَا بِدُنُونِنَا فَهَلْ

إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ

-(মহান আল্লাহ জাহানামের আগুনে দুর্ভ কাফিরের কথা ব্যক্ত করে বলেন) তারা বলবেন, হে আমাদের রব! তুমি আমাদেরকে দুর্বার মৃত্যু দান করেছ এবং দুর্বার জীবন দান করেছ। এখন আমরা পাপ স্বীকার করছি। সুতরাং (আমাদের জাহানামের শাস্তি থেকে) বের হওয়ার কোন পথ আছে কি?^২

দলীল

এ আয়াতে দুর্টি মৃত্যু ও দুর্টি জীবনের কথা আলোচনা করা হয়েছে। একটি মৃত্যু তো দুনিয়াতে পর্যবেক্ষণ হচ্ছে এবং দ্বিতীয় মৃত্যু কবরের জীবনের পর মেনে নিতে হবে। কারণ ওই জীবনের পর অর্জিত মৃত্যু দ্বিতীয় মৃত্যু হিসাবে পরিগণিত হবে। আর জীবনকে অস্বীকার করা হলে দ্বিতীয় মৃত্যুর প্রশ্ন আসেনা।

ইমাম রায়ী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

اَخْتَجَ اَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ هَذِهِ الْآيَةِ فِي إِنْبَاتِ عَذَابِ الْقُرْبَى، وَتَقْرِيرِ الدَّلِيلِ اَنَّهُمْ اَتَبْتُوا لِأَنْتَسِهِمْ مَوْتَيْنِ حَيْثُ قَالُوا رَبَّنَا اَمْتَنَا اَثْنَيْنِ فَأَخْدُلْمُؤْتَمِنِ مُشَاهِدَهُ فِي الدُّنْيَا فَلَا بُدُّ مِنْ إِنْبَاتِ حَيَاةٍ اُخْرَى فِي الْقُرْبَى حَتَّى يَصِيرَ الْمُوْتُ الَّذِي يَخْصُلُ عَقِيْبَهَا مَوْتًا ثَانِيًّا، وَذَلِكَ يَدْلُلُ عَلَى حُصُولِ حَيَاةٍ فِي الْقُرْبَى،

-অধিকাংশ আলিম এ আয়াতে করীমা দ্বারা কবরের শাস্তির উপর দলীল পেশ করেছেন এবং দলীল এভাবে দিয়েছেন যে, কাফিররা নিজেদের জন্য দুর্টি মৃত্যু সাব্যস্ত করেছে। তারা বলে, 'হে আমাদের রব! তুমি আমাদেরকে দুর্বার মৃত্যু দান করেছেন।' একটি মৃত্যু তো দুনিয়াতে

^১. ইবনে কাসীর : তাফসীর-এ ইবনে কাসীর, পৃ. ৩৮৪;

^২. আল কুরআন : সূরা মু'মিন (গাফির), ৪০/১১;

হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(৩০)

দেখা গেছে। তাই আবশ্যিক যে কবরে দ্বিতীয় জীবন মানতে হবে, যাতে ওই জীবনের পর দ্বিতীয় মৃত্যু অর্জিত হয় আর তা কবরের জীবনকে স্বীকার করে।^১

৬. কাফিরের কবরে শান্তি হওয়ার ব্যাপারে মহান আল্লাহ এরশাদ করেন,

وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا أَمْلَأْتِكُمْ بِيَضْرِبُوتَ

وُجُوهُهُمْ وَأَذْبَرَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

-এবং (হে শ্রোতা) যখন তুমি দেখবে ফেরেস্তারা কাফিরের প্রাণ কজ করবেন, চেহারায় ও পিঠে মারবেন এবং বলবেন, তোমরা আগুনের শান্তি ভোগ কর।^২

দলীল

এ আয়াতে বলা হয়েছে যখন ফেরেস্তারা কাফিরের আত্মা কজ করেন তখন তাদের চেহারা ও পিঠে আঘাত করে বলবেন, এখন তোমরা আগুনের শান্তি গ্রহণ করো। এ শান্তি মানে কবরের শান্তি। কিয়ামতের দিনের শান্তি নয়। কেননা ফেরেস্তারা মেরে মেরে প্রাণ বের করার সাথে আগুনের শান্তির কথা দ্বারা কবরের আয়াব প্রমাণ করে। আরো সামনে গিয়ে বলেন, তা তোমাদের আমলের প্রতিদান। অর্থাৎ কবরের শান্তি তোমাদের খারাপ আমলের প্রতিদান। যেমন পবিত্র হাদিসে এরশাদ করা হয়েছে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পরদোষচর্চা ও পেশাবের ছিটকা থেকে অসতর্ক হওয়াকে কবরের শান্তির কারণ স্বাক্ষর করেছেন।

৭. কবরের শান্তি সম্পর্কে সূরায়ে জাহিয়াতে মহান আল্লাহ এরশাদ করেন,

وَإِذَا عَلِمَ مِنْ إِيمَانِنَا شَيْئًا أَخْتَدَهَا هُرْزُوا أُولَئِكَ هُمْ عَذَابٌ
مُّهِينٌ^৩ مِنْ وَرَأِيهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا
وَلَا مَا أَخْتَدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أُولَئِكَ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ^৪

হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(৩১)

-এবং (অস্থিকারকারীর অবস্থা হল) যখন সে আমার কোন আয়াতের ব্যাপারে জ্ঞাত হয় তখন সে তা নিয়ে ঠাট্টা করে। তাদের জন্য অপমানজনক শান্তি রয়েছে। তাদের সামনে রয়েছে জাহান্নাম এবং তারা যা উপার্জন করেছে এবং যাদেরকে তারা আল্লাহ ব্যতীত বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছে তা তাদের কোন কাজে আসবে না। আর তাদের জন্য রয়েছে মহান শান্তি।^১

দলীল

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, তাদেরকে কবরে শান্তি দেওয়া হবে এবং সেখানে তারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। ফিরেশতা তাদেরকে ধর্মক ও ভর্তুসনা করবেন। এ আয়াত দ্বারা ইঙ্গিতকারে কবরের শান্তি প্রমাণিত। কেননা, জাহান্নামের শান্তির কথা পরবর্তীতে বর্ণনা করা হয়েছে। কবরের কিছু শান্তি তো কবর দিয়ে দেয়া হবে। যেমন তার সংকীর্ণতা, অন্দরের ইত্যাদি আর কিছু শান্তি জাহান্নামের হবে। জাহান্নামের বাইরে থেকেও সেখানকার তাপ কবরে পৌছবে। যা مِنْ وَرَأِيهِمْ جَهَنَّمُ বুঝা যায়।

৮. সূরায়ে তূরে মহান আল্লাহ এরশাদ করেন,

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

-নিচ্য জালিমদের জন্য এছাড়া আরেকটি শান্তি রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক তা জানে না।^২

দলীল

এ আয়াতে দুটি শান্তির কথা এ ভাবে বলা হয়েছে যে, 'তাদের জন্য এ ছাড়া আরেকটি শান্তি রয়েছে।' অর্থাৎ একটি কবরের শান্তি এবং দ্বিতীয়টি আখিরাতের শান্তি।

ইমাম রায়ী এ আয়াতের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

الَّذِينَ ظَلَمُوا هُمْ أَهْلُ مَكَّةَ إِنْ قُلْنَا الْعَذَابُ هُوَ عَذَابُ يَوْمٍ بَدْرٍ، وَإِنْ قُلْنَا
الْعَذَابُ هُوَ عَذَابُ الْقَبْرِ فَالَّذِينَ ظَلَمُوا عَامٌ فِي كُلِّ طَالِمٍ فَقِيهَ فَائِدَةُ التَّنْبِيَةِ
عَلَى عَذَابِ الْآخِرَةِ الْعَظِيمِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا قَالَ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ أَيْ قَتْلًا

^{১.} রায়ী : আফসীর-এ রায়ী, ২৭/৮৯৪;

^{২.} আল কুরআন : সূরা জাহিয়া, ৪৫/৯-১০;

^{৩.} আল কুরআন : সূরা আনফাল, ৮/৫০;

^{৪.} আল কুরআন : সূরা তুর, ৫২/৪৭;

হায়াতুন্বী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(৩২)

وَعَذَابًا فِي الْقُرْبَىٰ فَيَنْفَكِّرُ الْمُنْفَكِرُ وَيَقُولُ مَا يَكُونُ الْفَتْلُ دُونَهُ لَا يَكُونُ إِلَّا
عَظِيمٌ

-যদি 'জালিমগণ' দ্বারা মক্কাবাসী অর্থ নেওয়া হয় তখন শাস্তি মানে বদরের দিনের শাস্তি আর যদি কবরের শাস্তি উদ্দেশ্য হয় তখন জালিম দ্বারা যে-কোন জালিম উদ্দেশ্য হবে এবং এতে এ সর্তকবাণী রয়েছে যে, পরকালে শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। আর যখন বলা হয়েছে যে, সেখানে পরকালের শাস্তি ছাড়াও আরেকটি শাস্তি রয়েছে, অর্থাৎ (বদরের দিনের) হত্যা এবং কবরের শাস্তি। তাই চিন্তাবিদগণ বুঝে নেবে পরের শাস্তিটি কঠিন হবে।^১

ইমাম রায়ী সেখানে দু'টি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে দ্বিতীয় সম্ভাবনা (কবরের শাস্তি) (العبرة لعموم النقط لا خصوص السبب) নিয়মনীতি হিসাবে প্রত্যেক জালিম নেওয়া হবে। গুরুমাত্র যারা মুসলমানদের উপর অত্যাচার করেছে তা উদ্দেশ্য নয়। অর্থাৎ যারা বদরের দিনে মুসলমানদের বিপরীতে যুদ্ধে এসেছে। আর দ্বিতীয় অর্থ নেওয়াতে বেশী প্রশংসন্তা রয়েছে। তখন আয়াতের অর্থ নিজে নিজে বের হয়ে আসবে। কেননা তারাও জালিমদের অন্তর্ভুক্ত।

৯. নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারাও বরযথের জীবন প্রমাণিত হয়। এরশাদ হচ্ছে,

يُبَشِّرُ اللَّهُ الدِّينَ أَمْنُوا بِالْقَوْلِ الْثَابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَفِي الْآخِرَةِ

-মহান আল্লাহ শাশ্বত বাণীর সাথে এ পার্থিব জীবনে ও পরকালে ঈমানদারকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন।^২

সমর্থন

এ অর্থের সমর্থনে একটি হাদীসে পাওয়া যায়,

قَالَ يُبَشِّرُ اللَّهُ الدِّينَ أَمْنُوا بِالْقَوْلِ الْثَابِتِ نَزَّلْتُ فِي عَذَابِ الْقُرْبَىٰ

হায়াতুন্বী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(৩৩)

-নবী আকরাম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, এ আয়াত তথা يُبَشِّرُ اللَّهُ الدِّينَ কবরের শাস্তি সম্পর্কে অবর্তীর হয়েছে।^১

অন্যান্য বর্ণনাসমূহ, মুহাদিস ও মুফাসিসেরগণের উক্তি মতে মহান আল্লাহ মু'মিনদেরকে কবরে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সঠিক উত্তর দানে সহায়তা করে থাকেন।

মৃতের শ্রবণ করা

এখন আমরা মৃতের শ্রবণ করা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত উল্লেখ করব, যা আমাদের আলোচিত 'কবরের জীবন'কে প্রমাণ করবে।

১০. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أُرْبَىٰ كَيْفَ تُحَيِّي الْمَوْتَىٰ قَالَ أُولَئِنَّ
تُؤْمِنُ مَعَهُ بِالْأَيْمَانِ فَلَيْسَ مَعَهُ فَلَيْسَ مَعَهُ أَزْبَعَةُ مَيْتَةٍ
الْطَّيْرُ فَصَرَّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْتَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِتْهَنَ جُزْءًا ثُمَّ
آذَعْهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًاٰ وَأَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

-হে আমার প্রিয় হাবীব! আপনি ঐ সময়কে স্মরণ করুন, যখন হ্যরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালাম আবেদন করলেন, হে আমার রব! আমাকে দেখিয়ে দিন আপনি কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন। মহান আল্লাহ বলেন, তোমার কি তার উপর বিশ্বাস নেই। তিনি বলেন, কেন থাকবে না? কিন্তু আমি প্রশ্ন করেছি চাক্ষুস দেখার পর আমার আত্ম যেন প্রশাস্তি লাভ করে। তিনি বলেন, চারটি পাখি নাও, তা তোমার পোষ করে নাও, অতঃপর তার টুকরো থেকে এক এক টুকরো এক এক পাহাড়ে রেখে দাও। অতঃপর তোমার দিকে আহবান কর তারা তোমার দিকে পায়ে দৌড়ে আসবে এবং জেনে রাখ আল্লাহ শক্তিশালী ও প্রজ্ঞাবান।^২

মুফাসিসেরগণের বিশ্লেষণ মতে এ কথা প্রমাণিত যে, হ্যরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালাম সেরকম করেছেন এবং সে টুকরো মহান আল্লাহর আদেশে উড়ে অন্যান্য অংশের সাথে মিলিত হয়ে পুরো শরীর নিজের মাথার দিকে দৌড়ে হাঁথির হল যা-

^১. রায়ী : তাফসীর-এ কবীর, ২৮:২৭৩;

^২. আল কুরআন : সূরা ইব্রাহীম, ১৪/২৭;

হায়াতুন্বী সাল্লাহুছ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(৩৪)

হ্যরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালাম-এর নিকট রক্ষিত ছিল এবং আল্লাহর হৃকুমে
তারা জীবিত হয়ে গেল।

দলীল পঞ্জতি ও চিত্তার বিষয়

এ আয়াতে এ কথা স্পষ্ট যে, হ্যরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালামকে যে পাখিদের
ডাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে সে সকল পাখি শুধু মৃত ছিল না বরং তাদের অঙ্গ
প্রত্যঙ্গও বিক্ষিপ্ত ছিল। এ থেকে বুঝা যায় যে, মানুষ জুবে যাক বা তার শরীর
অক্ষত না থাকুক তা সত্ত্বেও সে শুনার যোগ্যতা রাখে। যদি তাদের শুনা অসম্ভব
হত তবে মহান আল্লাহ হ্যরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালামকে এরকম বলতেন না।
আর ওই পাখিরা ডাক শুনে জীবিত হয়ে যাওয়া দ্বারা বুঝায় যে, মৃতরা শুনে।

তাই ইমাম রায়ী বলেন,

وَقَدْ اخْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِهِذِهِ الْأَيْةِ عَلَىٰ أَنَّ النِّبِيَّ لَيْسَ شَرِطاً فِي صِحَّةِ الْحَيَاةِ

-আমাদের আলিমগণ এ আয়াত দ্বারা দলীল দেন যে, শরীর অক্ষত
থাকা জীবনের জন্য আবশ্যিক নয়।^১

১১. মহান আল্লাহ এরশাদ করেন,

وَأَبْرِئْ إِلَّا كُمَّةَ وَلَاَبْرَصَ وَأَخِيَ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ

-এবং আমি আরোগ্য দিই জন্মগত অঙ্গকে, শ্বেতরংগীকে আর আমি
আল্লাহর আদেশে মৃতকে জীবিত করি।^২
এ আয়াত দ্বারা একথা স্পষ্ট যে, হ্যরত ঈসা আলায়হিস সালাম মৃতকে জীবিত
করতেন। তাফসিরে সমস্যার মুহূর্তে রয়েছে যে, তিনি মৃতকে জীবিত করার সময় ফুম
করতেন। তাফসিরে সমস্যার মুহূর্তে রয়েছে যে, তিনি এ বাক্য উচ্চারণ
করতেন মৃত দাঁড়িয়ে যেত। এতে মৃতরা তাঁর ফুম (দাঁড়াও) শব্দ শুনা প্রমাণিত
হয়। অতঃপর তাঁর অলৌকিকতার প্রকাশ ঘটত।

১২. মহান আল্লাহ এরশাদ করেন,

وَقَالُوا يَصْلِحُ آثِنَا بِمَا تَعْدُنَا إِنْ كُنَّ مِنْ أَلْمُرْسَلِينَ

فَأَخْذَتْهُمْ الْرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاهِلِينَ فَتَوَلَّ

হায়াতুন্বী সাল্লাহুছ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(৩৫)

عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُولُمْ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحتُ لَكُمْ

وَلَكِنْ لَا تَخْبُونَ الْنَّاصِحِينَ

-সালেহ (আলায়হিস সালাম)-এর জাতি তাঁকে বলল, হে সালেহ! যে
শান্তি থেকে তুমি আমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করছ তা আমাদের কাছে
নিয়ে আস যদি সত্যিই তুমি রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত হও। তখন ভূমিকম্প
তাদেরকে বেষ্টন করে নিল, তখন তারা ঘরের মধ্যে ধ্বংস হয়ে গেল।
হ্যরত সালেহ (আলায়হিস সালাম) তাদের থেকে বিমুখ হয়ে গেলেন
এবং (বড় আফসোস করে) বললেন, হে আমার জাতি, আমি
তোমাদেরকে আমার রবের বাণী পৌছিয়ে দিয়েছি এবং তোমাদেরকে
উপদেশ দিয়েছি; কিন্তু তোমরা উপদেশদাতাকে পছন্দ করন।^৩

দলীল পঞ্জতি

হ্যরত সালেহ আলায়হিস সালাম-এর জাতির ধ্বংসের পর তিনি তাদের থেকে
পৃথক হয়ে গেলেন। যা 'ফা' শব্দ দ্বারা বুঝা যায়। হ্যরত সালেহ আলায়হিস
সালাম নিজের জাতির ধ্বংসের পরে তাদেরকে সম্বোধন করেছেন। যা দ্বারা বুঝা
যায় যে, মৃতরা শুনে।

হাদীস দ্বারা সমর্থন

নবী আকরাম সাল্লাহুছ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বদরে নিহত কাফিরদেরকে
সম্বোধন করেছেন। হ্যরত ওমর রাদিয়াল্লাহুছ তা'আলা আনহ থেকে বর্ণিত,

اطْلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ أَهْلِ الْقَلَبِ، فَقَالَ: «وَجَدْتُمْ مَا وَعَدْتُ رَبِّكُمْ حَقًا؟» فَقَيْلَ لَهُ: تَدْعُو أَنْوَاتِي؟ فَقَالَ: «مَا أَنْتُمْ بِأَشْمَعِ مِنْهُمْ، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ»

-নবী আকরাম সাল্লাহুছ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বদরের কূপে
নিষ্কিপ্ত নিহত কাফিরের নিকট গেলেন এবং বলেন, তোমরা কি
তোমাদের রবের অঙ্গীকার বাস্তবে পোয়েছ? তখন তাঁর থেকে জিজেস
করা হল, আপনি মৃতদেরকে ডাকছেন! নবী আকরাম সাল্লাহুছ তা'আলা

^১. রায়ী : তাফসীর-এ কবীর, ৭:৪৬;

^২. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৩/৪৯;

^৩. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭/৭৭-৭৯;

হায়াতুন্নবী সাল্লাহুজ্জাহ্ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(৩৬)

আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা তাদের চেয়ে বেশী শ্রবণকারী নও;
কিন্তু তারা উত্তর দিতে পারে না।^১

১৩. মহান আল্লাহ এরশাদ করেন,

وَقَالَ اللَّهُ أَلَّا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَيْسُوا أَتَبْعَثُمْ شَعِيبًا إِنْ كُنْتُ إِذَا
لَخْسِرُونَ ⑥ فَأَخْذَهُمْ أَرْجَفَةً فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ
جَثِيرِينَ ⑦ إِنَّ الَّذِينَ كَدَبُوا شَعِيبًا كَانُوا لَمْ يَغْتَوْا فِيهَا
الَّذِينَ كَدَبُوا شَعِيبًا كَانُوا هُمُ الْخَدِيرِينَ ⑧ فَتَوَلَّ
عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُولُمْ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَتِي رَبِّي وَنَصَّخْتُ لَكُمْ
فَكَيْفَ ءاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَفِيرِينَ ⑨

-হ্যারত শু'আব আলায়হিস সালাম-এর সম্প্রদায়ের কাফির সদীররা বলল, যদি তোমরা শু'আয়বের অনুসরণ কর তবে নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অনন্তর তাদেরকে পাকড়াও করল ভূমিকম্প, ফলে তারা সকলে নিজের গৃহের মধ্যে অধঃমুখে পড়ে রাইল। মনে হলো, শু'আয়বের প্রতি মিথ্যারোপকারীরা যেন সেখানে কোন দিন বসবাসই করেনি যারা শু'আয়বের প্রতি মিথ্যারোপ করল তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হল। অনন্তর সে তাদের কাছ থেকে প্রস্থান করল এবং বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে আমার রবের পয়গাম পৌছিয়ে দিয়েছি এবং তোমাদের হিত কামনা করেছি। এখন আমি কাফিরদের জন্য কেন দুঃখ করব।^২

দঙ্গীল পঞ্জতি

এ আয়াতেও 'ফা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। হ্যারত শু'আয়ব আলায়হিস সালাম তাঁর জাতির ধরংসের পরপরই তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেলেন এবং তাদেরকে সম্বোধন করে তা বললেন।

হায়াতুন্নবী সাল্লাহুজ্জাহ্ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(৩৭)

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মৃতরা শুনে নতুবা এ কাজটি বৃথা হবে। যা একজন নবী দ্বারা কখনো শোভা পায় না।

নবী আকরাম সাল্লাহুজ্জাহ্ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষা হল, যখন তোমরা কবরস্থানের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করবে তখন তোমরা মুসলমান মৃতকে সালাম দিবে। এ সালাম ও সম্বোধন সম্পর্কে আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম বলেন,

وَهَذَا السَّلَامُ وَالْخُطَابُ وَالنَّدَاءُ لِوُجُودٍ يَسْمَعُ وَيُخَاطَبُ وَيَعْقَلُ

-এ সালাম, সম্বোধন ও আহবান করা উপস্থিত মৃতের জন্য কেননা সে শুনে, কথা বলে ও অনুধাবন করে।^৩

অন্যস্থানে বলেন,

فَإِنَّ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ لَا يَشْعُرُ وَلَا يَعْلَمُ بِالسَّلَامِ حَمَالٌ

-এমন কোন মানুষকে সালাম দেওয়া অসম্ভব যে জানার ও বুঝার যোগ্যতা রাখে না।^৪

১৪. মহান আল্লাহ এরশাদ করেন,

إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ ⑩

إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ⑪

-নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান এবং আপনি কবরবাসীকে শুনাতে পারবেন না। আপনি তো একজন (আল্লাহর শাস্তি থেকে) ভীতি প্রদর্শনকারী।^৫

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, মহান আল্লাহ চাইলে মৃতকে শুনাতে পারেন। তা দ্বারা একথা স্পষ্ট যে, মৃতরা শুনে এবং শ্রবণের যোগ্যতাও রাখে। দ্বিতীয় কথা হল, মহান আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কেউ শুনাতে পারে না। কেননা কোন কিছুই মহান আল্লাহর অনুমতি ও ইচ্ছা ব্যতীত হতে পারে না। যদি আল্লাহর রাসূল বা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য অনুমতি হয় তখন তাঁদের পক্ষেও তা' সম্ভব।

^{১.} বুখারী : আসু সহীহ, জানাযা পর্ব, কবরের শাস্তির অধ্যায়, ১:৮৩; ২/৯৮;

^{২.} পূর্বোক্ত;

^{৩.} আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭/৯০-৯৩;

^{৪.} আল কুরআন : সূরা ফাতির, ৩৫/২২-২৩;

হায়াতুন্নবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(৩৮)

১৫. মহান আল্লাহ এরশাদ করেন,

وَأَذِنْ فِي الْأَنْسَ بِالْحِجَّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ صَامِرٍ
يَأْتِيَتِ مِنْ كُلِّ فَجَّ عَمِيقِي

٤٧

-হে ইব্রাহীম! মানুষের মাঝে হজ্জের ঘোষণা কর, তারা তোমার কাছে পদ্বর্জে উপস্থিত হবে এবং ক্ষীণকায় উট্টের উপর আরোহণ করে তারা দূর দুরান্তের পথ পাড়ি দিয়ে হায়ির হবে।^۱

এ আদেশ পালনার্থে হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালাম আবৃ কুবাইস পাহাড়ে উঠে ঘোষণা করলেন, তখন সকল মানুষ চাই তারা পিতাদের পৃষ্ঠে হোক তার উত্তর দেন। সুতরাং আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, মানুষ দুনিয়াতে আসার পূর্বেও শ্রবণশক্তি রাখত। অতএব কবরবাসীরা অবশ্যই শ্রবণশক্তি রাখে।

দলীল পঞ্জি

উল্লিখিত আয়াতে কাফির ছাড়াও প্রাণীদের জন্যও শ্রবণশক্তি প্রমাণিত এবং শ্রবণ অনুভূতি ব্যক্তীত অসম্ভব আর অনুভূতি জীবনকে বাধ্য করে। যদি কাফির ও মুশরিকদের তাদের অবস্থান মতো জীবন অর্জিত হয়, তবে একজন মুম্মিনের অবশ্যই তার চেয়ে আরে উচুঁমানের জীবন অর্জিত হবে।

মুম্মিনের পবিত্র জীবন

পূর্বের আলোচনায় পবিত্র কুরআনের উল্লিখিত আয়াত দ্বারা একজন কাফির-মুশরিকের জন্যও কবরের জীবন প্রমাণিত হয়। তাই একজন মুম্মিনের জন্যও অবশ্যই কবরের জীবন প্রমাণিত হবে। কুরআনে করীম একটি স্থানে মুম্মিনের জন্য কবরের পবিত্র জীবনের নির্দেশনা দিয়েছে।

১৬. মহান আল্লাহ এরশাদ করেন,

مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْخِينَهُ
حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنْجِزِيهِمْ أَجْرَهُمْ بِإِحْسَنٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

-যে পুরুষ বা মহিলা ভাল করবে মুম্মিন অবস্থায় আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তারা যে সৎকাজ করবে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দিব।^۲

^۱. আল কুরআন : সূরা নাহল, ১৬/৯৭;

হায়াতুন্নবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(৩৯)

দলীল পঞ্জি

এখানে এর 'ফা' দ্বারা পূর্বের কাজের পর পরই কোন কাজ সংঘটিত হওয়া বুঝায়। তাই এখানে ঈমান ও সৎকাজের বর্ণনা দিয়ে বলেন, 'আমরা তাকে অতিসত্ত্ব পবিত্র জীবন দান করব। একথা স্পষ্ট যে, এ পাথির জীবনের পরের জীবন হল কবরের জীবন; কিয়ামত জীবন নয়। এ আয়াতে বাক্যকে 'লাম তাকীদ' তথা গুরুত্বারোপকারী 'লাম' ও 'নূনে তাকীদ' তথা গুরুত্বারোপকারী নূন ব্যবহার করা হয়েছে। তাই আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, 'আমি অবশ্যই অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব।'

শহীদদের কবরের জীবন

১৭. মহান আল্লাহ এরশাদ করেন,

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاهُمْ وَلِكِنْ

لَا تَشْعُورُونَ

-ওই সব লোক যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত বলনা; বরং তারা জীবিত বিষ্ণু তোমাদের (তাদের জীবনের) অনুভূতি নেই।^۳

১৮. মহান আল্লাহ এরশাদ করেন,

وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاهُمْ عِنْدَ

رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

فَرِحِينَ بِمَا أَنْتُمْ لِهُمْ مِنْ فَضْلِهِ
وَسَتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا حَوْفُ

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرُقُونَ

-এবং যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত ধারণা কর না বরং তারা জীবিত, মহান রবের নিকট তাদেরকে রিয়ক দেওয়া হয়। মহান আল্লাহ তাদেরকে যে সকল নিয়ামত ও পুরক্ষার দিয়েছেন

^۲. আল কুরআন : সূরা নাহল, ১৬/৯৭;

^۳. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২/১৫৪;

হায়াতুন্নবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(৪০)

তাতে তারা আনন্দিত এবং তারা তার সুসংবাদ পায় এই সকল শোক
সম্পর্কে যারা তাদের সাথে এখনও মিলিত হয়নি, এ জন্য যে, তাদের
কোন ভয়ঙ্গিতি নেই এবং তারা ভারাক্ষণ্ট হবেন না।^১

দলীল পদ্ধতি

এ দু'আয়াত দ্বারাও কবরের জীবন প্রমাণিত। কেননা কাফিরদের মুকাবেলায় যুদ্ধের ময়দানে প্রাণ দিয়ে এ ক্ষণস্থায়ী জীবন পরিত্যাগকারী শহীদগণ পার্থিব জীবনের ইতি টানলেন আর পরকালের জীবন সকলের জন্য অবধারিত। তাই এ স্থানে শহীদদের জন্য প্রমাণিত জীবন থেকে কবরের জীবন নিতে হবে। অন্য আয়াতে তার প্রতি গুরুত্বারূপ করা হয়েছে। **لَمْ يَلْحِقُوا بِهِمْ** আমাদের দলীল পদ্ধতির উপর দলীল। কেননা কিয়ামত দিবসে যখন সকলে একত্রিত হবে তখন কেউ পেছনে থাকবে না। তাই সে জীবন বর্যাখের জীবন হবে। সেখানে রিয়ক প্রদান করা ও খুশি হওয়া জীবনকে সুস্পষ্ট প্রমাণ করে।

শহীদদের শরীর অক্ষত থাকে

মহান আল্লাহর মকবুল বান্দাদের শরীর অক্ষত থাকে। কিছু কিছু শহীদদের শরীর অক্ষত থাকার ব্যাপারে চাকুর প্রমাণ রয়েছে।

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সার্সা'আহা বলেন,

أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْجُمُوحِ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرَو الْأَنْصَارِيَّ، ثُمَّ
السَّلَمَيْيَّنِ كَانَا قَدْ حَفَرُوا السَّيْلَ فَبَرُّهُمَا، وَكَانَ قَبْرُهُمَا يَمْأُلُ السَّيْلَ، وَكَانَا فِي
قَبْرٍ وَاحِدٍ، وَهُمَا مِنْ أَنْشَهَهُمْ بِيَوْمِ أُخْدِي، فَحُفِرَ عَنْهُمَا إِيْغِيرًا مِنْ مَكَابِرِهِمَا،
فَوْجِدَا لَمْ يَتَغَيِّرَا، كَانُهُمَا مَاتَا بِالْأَمْسِ، وَكَانَ أَخْدُهُمَا قَدْ جُرِحَ فَوَضَعَ يَدُهُ عَلَى
جُرْحِهِ، فَدُفِنَ وَهُوَ كَذَلِكَ، فَأَمْيَطَتْ يَدُهُ عَنْ جُرْحِهِ، ثُمَّ أُرْسِلَتْ، فَرَجَعَتْ
كَمَا كَانَتْ، وَكَانَ بَيْنَ أَخْدِي وَبَيْنَ يَوْمِ حُفْرِ عَنْهُمَا سِتُّ وَأَرْبَعُونَ سَنَةً،

-তিনি জেনেছেন যে, ‘আমার ইবনে জামুহ ও আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর দু’জনই আনসারী সাহাবী ছিলেন। বন্যা তাদের কবরকে খুলে দেয়। তাদের কবরের বন্যার স্থানে ছিল এবং তারা দু’জনই একই কবরে ছিল।

হায়াতুন্নবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(৪১)

তাঁরা উভদ যুক্তে শহীদ হয়েছেন। যখন তাঁদের কবর খুল হল যাতে তাঁদেরকে সেখানে থেকে স্থানান্তর করা হয়, তখন তাঁদেরকে তেমনি পাওয়া গেল যেমন তাঁরা গতকাল ইতেকাল করেছেন এবং তাঁদের মধ্যে একজন ক্ষত-বিক্ষত ছিল। তাই তিনি তাঁর হাত নিজ ক্ষত স্থানে রেখেছেন। তাঁকে সে অবস্থায় দাফন করা হয়েছে তিনি সেই অবস্থায় ছিল (জখ্মের ক্ষতে হাত রাখা অবস্থায়)। যখন তাঁর হাত ক্ষত স্থান থেকে পৃথক করা হল তখন পূর্বের মত আবার সে স্থানে ফিরে আসল অর্থ উভদ যুদ্ধ ও তাঁদের কবর খননের ব্যবধান ছিল হয়চালিশ বছর।^১

এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় শহীদের শরীরকে আল্লাহ অক্ষত রাখেন।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

মানুষের অন্তরে এ প্রশ্ন জাগতে পারে যে, শহীদের মত কাফির ও মু'মিনেরও জীবন অর্জিত হয় কিন্তু তাদের মধ্যে কি বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে?

তার উত্তর হল, অন্যদেরও তো জীবন অর্জিত হয়, কিন্তু তাদের উপর মৃতের বিধান প্রযোজ্য হয়। যেমন তাদেরকে গোসলাদান ইত্যাদি; কিন্তু শহীদদের উপর এ বিধান জারী হয় না; বরং শাফেয়ী মাযহাব মতে তাদের উপর নামাযও পড়তে হয়না। কেননা তাঁরা বলেন, শহীদগণ যখন জীবিত তখন জীবিতের জানায় কিসের? জানায় তো মৃতের হয় আর মহান আল্লাহ তাঁদেরকে মৃত বলতে নিষেধ করেছেন।

^১. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩/১৬৯-১৭০;

^২. জালালুদ্দীন সুযুতী : শরহে সুদূর, পৃ. ১৩৩;

তৃতীয় অধ্যায়

পবিত্র হাদীসের আলোকে কবরের জীবন

পূর্বের অধ্যায়ে আমরা পবিত্র কুরআনের আয়াতের আলোকে কবরের জীবন প্রমাণ করেছি। এখন পবিত্র হাদীসের আলোকে কবরের জীবন প্রমাণ করব। তাই যেসব হাদীস দ্বারা কবরের জীবন প্রমাণিত তা থেকে কিছু হাদীস আমরা বিভিন্ন হেড লাইনে নম্বে তুলে ধরছি।

কবরের শান্তি

১. হ্যরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘এক ইয়াছনী মহিলা তাঁর নিকট আসল কবরের শান্তি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলল, আল্লাহ আপনাকে কবরের শান্তি থেকে হেফায়ত করুন। তখন হ্যরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা কবরের শান্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে জিজেস করলে তিনি বললেন,

نَعَمْ، عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ

—হ্যাঁ কবরের শান্তি সত্য।^১

২. হ্যরত শু'বা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
يَبْتَهِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ نَزَّلْتَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ،

—এ আয়াত তথা কবরের শান্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।^২

৩. হ্যরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত,
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْقُبُوْرِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُوْرِهِمْ عَذَابًا تَشْمَعُهُ الْبَهَائِمُ،

—নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কবরবাসীকে শান্তি দেওয়া হয়, যা চতুর্পদ জন্মের শুনে।^৩

৪. উম্মে মুবাশিশের থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজেস করলাম,

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا لَكَ عِذَابٌ فِي قُبُوْرِهِمْ قَالَ نَعَمْ عَذَابًا تَشْمَعُهُ الْبَهَائِمُ،

—ইয়া রাসূলুল্লাহ! কবরবাসীকে কি শান্তি দেওয়া হয়? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তাদেরকে এমন শান্তি দেওয়া হয় যা চতুর্পদ জন্মের শুনে পায়।^৪

৫. হ্যরত ইবনে আবুস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ থেকে বর্ণিত,
مَرْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَاطِطٍ مِّنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، أَوْ مَكَّةَ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانٍ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُوْرِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ» ثُمَّ قَالَ: «بَلَى، كَانَ أَخْدُهُمَا لَا يَسْتَرِّي مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّبِيَّمَةِ» ثُمَّ دَعَا بِعِجْرِيدَةٍ، فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ، فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِّنْهَا كِسْرَةً، فَقَبِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ تَعْلَمْ هَذَا؟ قَالَ: «لَعَلَّهُ أَنْ يُعْفَفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْسِّرَا».

—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি বলেন, এ দু'কবরবাসীকে শান্তি দেওয়া হচ্ছে এবং তাদেরকে কবীরগুনাহের কারণে শান্তি দেওয়া হচ্ছে না বরং তাদের একজন পেশাবের ছিটকা থেকে বেঁচে থাকত না এবং অন্যজন ছিল চোগলখোর। তখন তিনি বৃক্ষের একটি তাজা শাখাকে দুই খণ্ড করলেন এবং প্রত্যেকের কবরে রাখলেন। সাহাবায়ে কেরাম প্রশংসন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এরকম কেন করলেন? তিনি উন্নত দিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত এ দুই খণ্ড শুকাবেনা তাদের শান্তিতে হালকা করা হবে।^৫

৬. হ্যরত আবু সাঈদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
يُسْلِطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قُبْرِهِ تِسْعَةَ وَتَسْعَعُونَ تِبْيَانًا تَلْدُغَهُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، فَلَوْ أَنَّ تِبْيَانًا مِنْهَا نَفَعَ فِي الْأَرْضِ مَا أَنْبَتَ خَضِرًا،

^১. বুখারী : আসু সহীহ, জানায়া পর্ব, কবরের শান্তি অধ্যায়, ১:১৮৩;

^২. সানাউল্লাহ পানিপথী : তাফসীর-এ মাযহারী, ৫/২৬৮;

^৩. জালাল উদ্দীন সুযুতী : শরহে সুদূর, পৃ. ৬৬;

^৪. পর্বেজ; পৃ. ৬৭;

^৫. বুখারী : আসু সহীহ, ওয়ু পর্ব, ১/৩৫;

হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(88)

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কাফিরের কবরে ১৯ টি সর্প সোপর্দ করা হবে, যেগুলো তাকে কিয়ামত পর্যন্ত দংশন করতে থাকবে। যদি তাদের একটি সর্পও এ পৃথিবীতে ফুর্কার মারে তাহলে পৃথিবীতে কোন উপ্তি জন্মাবে না।^১

৭. হ্যরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ বলেন,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا إِلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ حِينَ شُوئِيَ، قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ فِي قَبْرِهِ وَسُوئَيَ عَلَيْهِ، سَعَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَبَّحْنَا طَوِيلًا، ثُمَّ كَبَرَ فَكَبَرْنَا فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ سَبَّحْتَ؟ ثُمَّ كَبَرْتَ؟ قَالَ: لَقَدْ تَضَايَقَ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَبْرُهُ حَتَّى فَرَّجَهُ اللَّهُ عَنْهُ،

-আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাদ ইবনে মু'আয়ের কাছে গেলাম যখন তিনি ইন্তেকাল করলেন। হ্যুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর জানায়ার নামায পড়লেন এবং তাঁকে কবরে রাখা হল এবং মাটি সমান করা হল, তখন হ্যুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাসবীহ পাঠ করলেন। আমরাও তাসবীহ পাঠ করলাম। অতঃপর তিনি তাকবীর বললেন, আমরাও তাকবীর বললাম। জিজেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রথমে তাসবীহ পরে তাকবীর কেন পড়লেন? তিনি বলেন, এ নেক বাস্দার উপর তাঁর কবর সংকীর্ণ ছিল এখন আল্লাহ তা'প্রশংস্ত করে দিলেন।^২

৮. হ্যরত যায়েদ ইবনে সাবিত থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجِنَطِ لِيَتِي التَّجَارِ، عَلَى بَعْلَةَ لَهُ وَنَحْنُ مَعْهُ، إِذْ حَادَتْ بِهِ فَكَادَتْ تُثْقِيَهُ، وَإِذَا أَفْبَرَ سِتَّةً أَوْ حَمْسَةً أَوْ أَرْبَعَةً - قَالَ: كَذَا كَانَ يَقُولُ الْجُرَيْرِيُّ - فَقَالَ: مَنْ يَرْفِعُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْأَقْرِبِ؟ فَقَالَ

^১. আহমদ ইবনে হার্বিল : আল মুসলাদ, ৩:৩৮;

^২. পূর্বোক্ত, ৩:৩৬০;

হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(85)

رَجُلٌ: أَنَا، قَالَ: فَمَتَّى ماتَ هُوَ لَاءُ؟ " قَالَ: مَاتُوا فِي الْإِشْرَاكِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا، فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدْعُونَا، لَدَعْوَتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعْتُمْنِي .

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বনী নাজারের বাগানে খচরের উপর সওয়ার ছিলেন। আমরাও তাঁর সাথে ছিলাম। হঠাৎ খচর বিপথে যাওয়া আরম্ভ করল এমনকি তাঁকে ফেলে দিতে লাগল। হঠাৎ সেখানে (দেখতে পেলাম) ছয়টি বা পাঁচটি বা চারটি কবর। ইবনে উলাইয়া বলেন, জরীর এরকম বলেছেন। নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ সকল কবরকে কে চিন? তখন একব্যক্তি বলল, আমি চিনি। নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, এরা কখন ইন্তেকাল করেছে? বলা হল, শিরকের অবস্থায়। তখন তিনি বললেন, এদেরকে কবরে শান্তি দেওয়া হচ্ছে, যদি তোমাদের কবরের শান্তি শুনার পর মৃতকে দাফন হেঢ়ে দেওয়ার আশংকা না থাকত তোমাদেরকেও কবরের শান্তি শুনিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতাম, যে রকম আমি শুনছি।^১

৯. হ্যরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, قَالَ: "إِنَّ الْمُتَّبَتَ يَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ، فَيَجْلِسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فِي قَبْرِهِ، غَيْرَ فَقِيعٍ، وَلَا مَشْعُوبٍ، فَيُفْرَجُ لَهُ فَرْجَةُ قِيلَ النَّارِ، فَيَنْتَظِرُ إِلَيْهَا يَخْطُمُ بَعْضَهَا بَعْضًا، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَا وَقَاتَ اللَّهُ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فَرْجَةُ قِيلَ الْجَنَّةِ، فَيَنْتَظِرُ إِلَى رَهْرَيْهَا، وَمَا فِيهَا، فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْدُدُكَ،

-নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, নিষ্য যখন মৃত কবরে পৌছে তখন নেককারমৃতকে কবরে বসানো হয়, তাঁর কোন ভয় ও পেরেশান থাকে না। অতঃপর দোষখের দিকে জানালা খুলে দেওয়া হয়, তখন সে সেখানে দেখে যে, একে অপরকে দলিল মহিত করছে (অর্থাৎ অনেক বেশী আগুন), তাকে বলা হবে, এদিকে দেখ যেখান থেকে মহান আল্লাহ তোমাকে নিষ্কৃতি দান

^১. মুসলিম : আসু সহীহ, জান্নাত পর্ব, মৃতকে জান্নাত পেশ কর অধ্যায়, ২:৩৮৬;

হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(৪৬)

করেছেন। অতঃপর জান্নাতের জানালা খুলে দেওয়া হয় তখন সে তার শ্যামলতা এবং যা কিছু সেখানে রয়েছে দেখবে। অতঃপর তাকে বলা হবে, এটি তোমার ঠিকানা। (তখন কাফির প্রেরণে থাকবে, তাকে প্রথমে জান্নাতে অতঃপর জাহনামের জানালা খুলে দেওয়া হবে এবং বলা হবে এটি তোমার ঠিকানা।)^১

কবর জান্নাতের বাগানও এবং জাহনামের গর্তও

قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْقَبْرَ رُوْضَةٌ مِّنْ رِياضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِّنْ حُفَّرِ النَّارِ.

-নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কবর জান্নাতের বাগান থেকে একটি বাগান বা জাহনামের গর্ত থেকে একটি গর্ত।^২

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কবরকে জান্নাতের বাগান বা গর্ত বলা দ্বারা এ কথা বুঝায় যে, পাপের কারণে মানুষকে কবরে শান্তি দেওয়া হয় আর পুণ্যের কারণে পুরুষকার দেওয়া হয়। এ অবস্থা জীবনকে বাধ্য করে।

মৃত্যুর পরে মানুষের নিকট সকাল-সন্ধি জান্নাত বা জাহনামের ঠিকানা পেশ করা হয় হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا ماتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْعَدَاءِ وَالْعَشَيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيَقُولُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيَقُولُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ ইন্তেকাল করে তখন সকাল-সন্ধি তার নিকট তার ঠিকানা পেশ করা হয়, যদি জান্নাতী হয় তখন জান্নাতের ঠিকানা এবং যদি জাহনামী হয় তখন জাহনামের ঠিকানা। অতঃপর তাকে বলা হয়, এটি তোমার ঠিকানা। এমনকি কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তোমাকে উঠাবেন।^৩

^১. ইবনে মাজাহ : আসু সুনান, কিতাবুয় যুহদ, ২/১৪২৬, হাদীস : ৪২৬৮;

^২. তিরিমিহী : আসু সুনান, কিয়ামতের গুণাবলী পর্ব, ২:৬৯, হাদীস : ২৪৬০;

^৩. বুখারী : আসু সহীহ, জানায়া পর্ব, মৃতকে তার ঠিকানা পেশ করা হবে অধ্যায়, ১:১৮৪, হাদীস : ১৩৭৯;

হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(৪৭)

কবরে প্রশ্নোত্তর

হ্যরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قُبِّرَ الْمَيْتُ، أَوْ قَالَ: أَحَدُكُمْ، أَتَأْهِدُكُمْ إِلَيْنَا أَنْسُوْدَانَ أَزْرَقَانَ، يُقَاتِلُ لِأَخْدِهِنَا: الْمُنْكَرُ، وَلِلآخِرِ: النَّجْنَى، فَيَقُولُ لَنَّ: مَا كُنْتَ تَنْعَلُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: مَا كَانَ يَقُولُ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ لَنَّ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا، ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِينَ، ثُمَّ يَتَوَرَّ لَهُ فِيهِ، ثُمَّ يَقَاتِلُ لَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: أَزْجِعْ إِلَى أَهْلِ فَأُخْبِرُهُمْ، فَيَقُولُ لَنَّ: نَّمْ كَتَمَةُ الْعَرُوسِ الَّذِي لَا يُوْقَظُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلَهُ إِلَيْهِ، حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُنَافِقاً قَالَ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ، فَقُلْتُ مِنْهُمْ، لَا أَدْرِي، فَيَقُولُ لَنَّ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ، فَيَقَاتِلُ لِلأَرْضِ: التَّبَمِي عَلَيْهِ، فَخُتَّلِفُ فِيهَا أَصْلَاعُهُ، فَلَا يَرَأُ فِيهَا مَعْذِلَةً حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ.

-নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন মৃতকে কবরে রাখা হয় বা তোমাদের কোন ব্যক্তিকে কবর হয় তখন তার কাছে দু'টি কাল রঙের নীল চক্ষু বিশিষ্ট ফেরেশতা হায়ির হয়। একজনকে মুনকার অপরজনকে নকীর বলা হয়। তখন তাঁরা মৃতকে বলবেন, তুমি ওই সম্মানিত ব্যক্তি (নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে কি ধারণা রাখতে? সে ঐ কথা বলবে যা সে দুনিয়াতে বলত। তিনি আল্লাহর বিশেষ বান্দা ও রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিছি যে, আল্লাহ ব্যক্তিত কোন উপাস্য নেই এবং হ্যরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বিশেষ বান্দা ও রাসূল। তখন ওই দুই ফেরেশতা বলবে, আমরা আগে থেকে জানতাম তুমি এ উত্তর দিবে। তখন তাঁর (মু'মিনের) কবরে সতর সন্তুর হাত প্রশস্ত করে দেওয়া হবে। অতঃপর সেখানে আলোকিত করে দেওয়া হবে

হায়াতুল্লাহী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(৪৮)

এবং তাকে বলা হবে শুয়ে যাও। সে বলবে, আমি আমার পরিবারের কাছে যাব এবং তাদেরকে পরিণতির খবর দেব। তখন ওই ফেরেশতাগণ বলবেন, বরের ঘত শুয়ে যাও। তাকে তার একান্ত-আপনজন ব্যক্তিত কেউ জগ্রত করবে না (তখন ওই ব্যক্তি সেভাবে আরাম করবে)। এমনকি তাকে আল্লাহ (কিয়ামতের দিন) তার আরামের স্থান থেকে উঠাবেন। আর যদি সে মুনাফিক হয় তখন সে ফেরেশতাকে এ উত্তর দিবে যে, আমি মানুষদেরকে যা বলতে শুনেছি তা বলেছি। আমি (তাঁর) প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অনবগত। ফেরেশতাগণ বলবেন, আমরা আগে থেকেই জানতাম যে, তুমি তা বলবে। তখন কবরের যমীনকে আদেশ দেওয়া হবে যে, তুমি তার উপর মিলে যাও। তখন যমীন তাকে নিয়ে এমনভাবে মিলে যাবে যে, তার পাজরগুলি একটি আরেকটির ভেতরে প্রবেশ করবে এবং তাকে কবরে সবসময় শান্তি প্রদান করা হবে। এমনি অবস্থায় তাকে কবর থেকে কিয়ামতের দিন উঠানো হবে।^১

হ্যরত বারা ইবনে আয়েব থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

"وَيَأْتِيهِ مَلْكَانٍ فِي جُلْسَانِهِ فَيَقُولُنَّ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّي اللَّهُ، فَيَقُولُنَّ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: يَوْمَ الْإِسْلَامُ، فَيَقُولُنَّ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعْثِثَ فِيْكُمْ؟" قَالَ: "فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولُنَّ لَهُ: وَمَا بُدْرِينِكَ؟ فَيَقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَأَمْتَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ «رَازِدَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ» فَلَدِيلَكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [بَيْتُ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا] »^২ (ابراهيم: ২৭) "اَلَا يَهُمْ اَتَّفَقاً - قَالَ: "فَيَأْتِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِي، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ" قَالَ: "فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِبِّهَا" قَالَ: "وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَدْبَصِرَةٌ" قَالَ: "وَإِنَّ الْكَافِرَ فَذَكَرَ مَوْتَهُ" قَالَ: "وَنَعَادُ رُوحُهُ فِي جَسِيدِهِ، وَيَأْتِيهِ مَلْكَانٍ فِي جُلْسَانِهِ فَيَقُولُنَّ لَهُ: لَهُ مَنْ رَبُّكَ؟"

^১. তিনিয়ী : আসু সুনান, জানায়া পর্ব, কবরের শান্তি অধ্যায়, ১:১২৭, হাদীস

فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ هَاهُ، لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ، لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعْثِثَ فِيْكُمْ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ، لَا أَدْرِي، فَيَأْتِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ كَذَبَ، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ" قَالَ: «فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرَّهَا وَسُمْوِيهَا» قَالَ: «وَعُصِيقٌ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَصْلَاعُهُ» رَازِدَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ قَالَ: «ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَغْمَى أَبْكَمُ مَعْهُ مِرْبَبٌ مِنْ حَدِيدٍ لَوْ ضَرَبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا» قَالَ: «فَيَضْرِبُ بِهَا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَا يَنْبَغِي لِلشَّرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا التَّقْلِينَ فَيَصِيرُ تُرَابًا» قَالَ: «ثُمَّ تَعَادُ فِيهِ الرُّوحُ»

-(মৃতকে দাফন করার পর) মৃতের নিকট দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে বসাবেন, অতঃপর তাকে বলবেন, তোমার রবকে? সে বলবে, আমার রব আল্লাহ। অতঃপর তারা বলবেন, তোমার দ্঵ীন কি? সে বলবে, আমার দ্঵ীন ইসলাম। তাঁরা বলবেন, তোমাদের নিকট যে ব্যক্তি পাঠানো হয়েছে সে ব্যক্তিকে? সে বলবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। ফেরেশতা বলবেন, তুমি কিভাবে জেনেছ? সে বলবে, আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি, তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি, তা সত্য মেনেছি। জরীর কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এটিও আছে যে, মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, (মহান আল্লাহ ঈমানদারদেরকে পার্থিবজগতে ও পরকালের জগতে দৃঢ় কথার মাধ্যমে দৃঢ় করে দেন।) অতঃপর দু'জনের বর্ণিত হাদীসের ভাষা এক হয়ে যায়। তিনি বলেন, তখন আসমানের এক ঘোষক ঘোষণা করবে, আমার বান্দা সত্য, তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও, তাকে জান্নাতের পোশাক পরিধান করে দাও এবং তার দিকে জান্নাতের দরজা খুলে দাও, তখন খুলে দেওয়া হবে। তিনি বলেন, তার পর্যন্ত জান্নাতের বাতাস এবং জান্নাতের খুশবো আসতে থাকবে এবং তার দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত প্রশংসন করে দেওয়া হয়। কাফিরের আলোচনা করে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, তার আজ্ঞা তার শরীরে ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং তার নিকট দু'জন ফেরেশতা এসে তারা তাকে বসান এবং বলেন,

হায়াতুন্বী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(৫০)

তোমার রব কে? সে বলবে হায়! হায়! আমার জানা নেই। তারা বলবেন, তোমার দ্বীন কি? সে বলবে, হায়! হায়! আমার জানা নেই। তখন আসমানের এক ঘোষক ঘোষণা করবে যে, সে মিথ্যক, তার জন্য আগুনের বিছানা বিছিয়ে দাও, আগুনের পোশাক পরিধান করিয়ে দাও এবং তার দিকে দোয়াথের দরজা খুলে দাও। তিনি বলেন, তার পর্যন্ত সেখানের তাপ আসবে। তিনি বলেন, তার উপর তার কবর সংকীর্ণ করে দেওয়া হবে, এমনকি তার পাঁজর একটি আরেকটি মাঝে অনুপ্রবেশ করবে। জরীরের হাদীসে অরো রয়েছে, তার জন্য একজন ফেরেশতা নির্ধারণ করা হবে যে অঙ্গ ও বধির। তাঁর নিকট শোহার হাতুড়ি থাকবে যা দিয়ে তিনি যদি পাহাড়ে আঘাত করে তবে তা টুকরো টুকরে হয়ে যাবে। তখন সে তা দিয়ে একবার আঘাত করবে, যার ধ্বনি মানব-দানব ব্যতীত পূর্ব-পশ্চিমের সকলে শুনবে এবং ওই ব্যক্তি মাটি হয়ে যাবে। আর এভাবে বারবার তার মধ্যে রুহ ফিরিয়ে দেওয়া হবে।^১

দলীলের সারমৰ্ম

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা মৃতের জন্য শান্তি ও নিয়ামত প্রমাণ করা গেল এবং শান্তি ও নিয়ামত ভোগ অনুভূতি ব্যতীত অসম্ভব আর অনুভূতি জীবনকে বাধ্য করে। নতুবা আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নিম্নোক্ত বিষয়গুলো—

১. ফেরেশতাগণ প্রশ্ন করা।
২. মৃত কফির হোক বা মু'মিন ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া।
৩. কবর সন্তুর গজ বা দৃষ্টি সীমাপরিমাণ প্রশ্নত হওয়া।
৪. কবর সংকীর্ণ হওয়া।
৫. মৃতের পাঁজর একটি অপরের মধ্যে অনুপ্রবেশ করা।
৬. মৃতের উপর সর্পের দংশন করা।
৭. মৃতের জন্য জানাতের বিছানা বিছানো এবং পোশাক পরিধান করা।
৮. জানাত থেকে খুশবু আসা এবং জাহানাম থেকে দুর্গন্ধ আসা।
৯. আগুনের বিছানা বিছানো ও আগুনের পোশাক পরিধান করানো।
১০. ফেরেশেতা হাতুড়ি দিয়ে মৃতকে আঘাত করা।
১১. মুনাফিক কবরে পেরেশানে থাকা।

ইত্যাদির কি ফায়দা? তাই কবরের অনুভূতি মেনে নেওয়া আবশ্যক নতুবা কুরআনের আয়াত ও হাদীসসমূহের বর্ণনাগুলো মিথ্যা প্রমাণিত হবে।

^১. ইবনে আবী দাউদ : আস সুনান, সুন্নাত পর্ব, কবর ও কবরের শান্তি অধ্যায়, ২:৩০৬, হাদীস : ৪৭৫৩;

হায়াতুন্বী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(৫১)

মৃত গোসলদানকারী^২ ও কাফনপরিধানকারীকে চিনে

হ্যরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ বলেন,

إِنَّ الْمُتَيَّبَ يَعْرِفُ مَنْ يَحْمِلُهُ وَمَنْ يُغْسِلُهُ، وَمَنْ يُدْلِيُهُ فِي قَبْرِهِ،

—নিচয় মৃত তার গোসলদানকারী, বহনকারী, কাফনপরিধানকারী ও কবরদানকারীকে চিনে।^৩

হ্যরত 'আমার ইবনে দীনার রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ বলেন,

مَا مِنْ مَيْتٍ يَمُوتُ إِلَّا وَهُوَ يَعْلَمُ مَا يَكُونُ فِي أَهْلِهِ بَعْدُ وَأَهْمَنْ لِيْغْسِلُونَهُ

وَيُكْفُنُونَهُ وَإِنَّهُ لَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ،

—মৃত ব্যক্তি ঐ সকল বিষয় জানে যা তার পরে ঘটে এবং নিচয় যে ব্যক্তি তাকে গোসল দেয় এবং কাফন পরায় মৃত তাদেরকে দেয়ে।^৪

মৃত ব্যক্তি ধাঁট উঠানোর সময় চিত্কার দেয়

হ্যরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ থেকে বর্ণিত,

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ، فَاحْتَمِلْهَا

الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحةً قَالَتْ: قَدْمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ

صَالِحةً قَالَتْ لِأَهْلِهَا: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَلْهُبُونَ إِلَيْهَا، يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا

الْإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَ الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ،

—রাসূলুল্লাহু সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন জানায়া রাখা হয় এবং মানুষ তাকে কাঁধের মধ্যে উঠিয়ে নেয়, ওই মৃত যদি নেককার হয় তখন বলে, আমাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে যাও। যদি সে বদকার হয় তখন সে বলে, হায়! আফসোস! তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? মানুষ ব্যতীত সকলে এ কথা শুনে। যদি মানুষ তা শুনত বেহশ হয়ে যেত।^৫

^২. আহমদ ইবনে হাফল : আল মুসনাদ, ৩/৩, হাদীস : ১১০১০; জালাল উদ্দীন সুয়তী : শরহস সুদূর, পৃ. ৩৯;

^৩. জালাল উদ্দীন সুয়তী : শরহস সুদূর, পৃ. ৩৯; ইবনে কাইয়ুম যাওজী : আর রাহ, ১/১২;

^৪. বুখারী : আস সহীহ, জানায়া পর্ব, পুরষেরা জানায়া বহন করা, মহিলা নয়, অধ্যায়, ১:৭৫, হাদীস : ১৩১৬;

মৃতকে জীবিতদের মত লজ্জাবোধ করা

সলীম ইবনে আতর রাহমাতুল্লাহি আলায়হিহি বলেন,

اللَّهُ مَرَّ عَلَى مَقْبَرَةٍ وَهُوَ حَاقِنٌ قَدْ غَلَبَ الْبَوْلُ قَبْيَلَ لَهُ لَوْزَرَكَ قَبْلَتَ قَارَ
سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنَ الْأَمْوَاتِ كَمَا أَسْتَحْيِي مِنَ الْأَحْيَاءِ،

-তিনি এক কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তার পেশাবের বেগ হলো, তাকে বলা হল, আপনি নেমে পেশাব সেরে নিন। তখন তিনি বলেন, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহর কসম আমি মৃত থেকে তেমন লজ্জাবোধ করি যেমনি জীবিতদের থেকে করি।^১

এ থেকে বুবা যায় যে, মৃতরা অনুভূতি শক্তি রাখে, নতুবা তাদের থেকে লজ্জাবোধ করার কি অর্থ? মৃত থেকে লজ্জাবোধ করা তাদের অনুভূতি প্রমাণ করে এবং তাদের অনুভূতি তাদের জীবনকে প্রমাণ করে।

আল্লাম ইবনে কাইয়ুম এ হাদীস বর্ণনা শেষে লিখেন,

وَلَوْلَا أَنَّ الْمُتَّ بِشَعْرٍ بِذَلِكَ لَمَّا إِسْتَحْيَا مِنْهُ

-যদি মৃতের অনুভূতি না থাকতো তাহলে কবরস্থানে প্রয়োজন সারতে লজ্জাবোধ করতো না।^২

আহ ও ক্রন্দন দ্বারা কবরে শাস্তি

হ্যরত ওমর ইবনে খাতাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

إِنَّ الْمُتَّ يُعَذَّبُ بِالْيَاخِةِ عَلَيْهِ فِي قَبْرِهِ،

-নিশ্চয় মৃতের জন্য ক্রন্দনের কারণে তাকে কবরে শাস্তি দেওয়া হয়।^৩

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অনুভূতি ব্যতীত কবরে শাস্তি অসম্ভব। সুতরাং যখন অনুভূতি প্রমাণ হল তবে জীবনও প্রমাণ হলো।

হ্যরত 'আমর ইবনে 'আস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, যখন তিনি মৃত্যু শয়ায় ছিলেন তখন তিনি তার ছেলেকে ওসীয়ত করে বলেন,

^১. জালালুদ্দীন সুয়তী : শরহস সুদূর, পৃ. ১২৫;

^২. জাওয়ী : আর কহ, পৃ. ১২;

^৩. জালাল উদ্দীন সুয়তী : শরহস সুদূর, পৃ. ১২৪;

فَإِذَا أَنَا مِتُّ فَلَا تَصْبِحْنِي نَائِحَةً، وَلَا نَارً، فَإِذَا دَفَنْتُمْنِي فَشُنُوا عَلَيَ الرُّبَابَ
شَنَّا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْхَرُ جَزُورُ وَيُقْسَمُ لَهُمَا، حَتَّى أَسْتَأْنِسَ
بِكُمْ، وَأَنْظُرْ مَاذَا أَرَاجِعُ بِهِ رُسْلَ رَبِّيِّ،

-যখন আমি মৃত্যুবরণ করব তখন কোন বিলাপকারী মহিলা যেন আমার সাথে না যায় এবং কোন আগুন আমার সাথে নেবে না। যখন আমাকে দাফন করবে তখন আমার উপর আস্তে আস্তে মাটি দিও। আমার কবরে ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে যতক্ষণ একটি উট যবেহ করে তার গোষ্ঠ বন্টন করতে সময় লাগে, যাতে আমি তোমাদের দ্বারা প্রশান্তি অর্জন করি এবং মহান রবের প্রেরিত ফেরেশতাদের উত্তর দিতে পারি।^৪

মৃতকে সম্মোধনবাচক শব্দ দিয়ে সালাম করা

হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورِ الْمَدِينَةِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوْجَهِهِ فَقَالَ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثْرِ،

-রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনার কিছু কবরের পাশ দিয়ে গেলেন তখন তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে কবরবাসী! তোমাদের প্রতি সালাম, মহান আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিন, তোমরা আমাদের পূর্বে চলে গেছ এবং আমরা তোমাদের পশ্চাতে আগমনকারী।^৫

হ্যরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عُمَرَ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ مُضَعِّبِ بنِ
عُمَيْرٍ حِينَ رَجَعَ مِنْ أَحُدٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِ وَعَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْكُمْ أَحْيَاءٌ
عِنْدَ اللَّهِ فَزُورُوهُمْ وَسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُسْلِمُ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ
إِلَّا رَدَوْا عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ،

⁴. মুসলিম : আস সহীহ, দৈমান পর্ব, ইসলাম পূর্বের পাপ মিটিয়ে দেয় অধ্যায়, ১:৭৬, হাদীস : ১২১;

-হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওহু যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে মুস'আব ইবনে ওমাইরের কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তখন তাঁর এবং তাঁর সাথীদের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমরা আল্লাহর নিকট জীবিত, তাই তোমরা তাঁদের যিয়ারত কর এবং তাঁদেরকে সালাম জানাও। ঐ সত্তার কসম যাঁর কুদরতের হাতে আমার প্রাণ, তাঁদেরকে যখন কেউ সালাম করে তখন তারা উত্তর দেন (এ নিয়ম কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে)।^১

হ্যরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
 كُلُّمَا كَانَ لِيَلَّهُمَّا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْرُجُ مِنْ أَخْرِ الْلَّيْلِ إِلَى
 الْبَقِيعِ، فَيَقُولُ: ﴿السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٌ مُؤْمِنُونَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا،
 مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ، بِكُمْ لَآجِقُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَادِ﴾

-যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট রাত কাটাতেন তিনি রাতের শেষ অংশে জান্নাতুল বাকিতে তাশরীফ নিয়ে যেতেন এবং বলতেন, হে মু'মিনজাতি! তোমাদের প্রতি সালাম, তোমাদেরকে যা অঙ্গীকার দেওয়া হয়েছে তা তোমাদের নিকট পৌছেছে। কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেওয়া হয়েছে এবং আমরা নিশ্চয় তোমাদের সাথে মিলিত হব। হে আল্লাহ! বকী গরকনবাসীকে ক্ষমা করুন।^২

হ্যরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
 إِذَا مَرَزَتَ بِالْقُبُورِ وَقَدْ كُنْتَ تَعْرِفُهُمْ فَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَصْحَابُ الْقُبُورِ
 وَإِذَا مَرَزَتَ بِالْقُبُورِ لَا تَعْرِفُهُمْ فَقُلْ السَّلَامُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

-নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন তুমি কোন কবরের পাশ দিয়ে যাবে যাদেরকে তুমি চিন তখন বল, হে কবরবাসী! তোমাদের প্রতি সালাম আর যখন তুমি কোন

^১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪;

^২. মুসলিম : আসু সহীহ, ২/৬৬৯, হাদীস : ৯৭৪; মোল্লা আলী কারী : মিরকাতুল মাফতীহ, পৃ. ১৫৪;

অপরিচিত কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে তখন বল, মুসলমানদের প্রতি সালাম।^১

হ্যরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত,
 قَالَ أَبُو رَزِينٍ: يَا رَسُولَ اللهِ, إِنَّ طَرِيقِي عَلَى الْمُؤْتَى, فَهَلْ مِنْ كَلَامٍ أَنْكَلَمْ بِهِ
 إِذَا مَرَزَتُ عَلَيْهِمْ, قَالَ: قُلِ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
 وَالْمُؤْمِنِينَ, أَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبِعٌ, وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَا حَقُونَ",
 قَالَ أَبُو رَزِينٍ: يَسْمَعُونَ؟ قَالَ: "يَسْمَعُونَ, وَلَكِنْ لَا يَسْتَطِيْعُونَ أَنْ يُجِيْبُوا
 "، قَالَ: "يَا أَبَا رَزِينٍ, أَلَا تَرْضَى أَنْ يُرَدَّ عَلَيْكَ بِعَدِّهِمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ"

-হ্যরত আবু রয়ীন আরয় করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কবরস্থানের পাশ দিয়ে আসা-যাওয়া করি, কোন বাক্য আছি কি যা আমি কবর দিয়ে অতিক্রম কালে পাঠ করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তুমি বল, হে মু'মিন-মুসলমান কবরবাসী তোমাদের উপর শান্তি অবতীর্ণ হোক, তোমরা আমাদের অঞ্জ এবং আমরা তোমাদের অনুগামী আর আমরা ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে মিলিত হব। আবু রয়ীন জিজেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ তা'আলা (কবরবাসীরা) কি আমাদের কথা শুনে? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ! তারা শুনে কিন্তু উত্তর দিতে পারে না। আর বলেন, আবু রয়ীন তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে কবরবাসীর সমসংখ্যক ফেরেশতারা তোমার উত্তর দেবে?^২

মোল্লা আলী কারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে,
 أَيْ جَوَابًا يَسْمَعُهُ الْجُنُبُ, وَإِلَّا فَهُمْ يَرَدُونَ حَيْثُ لَا يَسْمَعُ

-তারা এমন উত্তর দিতে পারে না যা জীবিতলোকেরা শুনতে পায়। নতুবা তারা সালামের উত্তর দেয়, কিন্তু আমরা তা শুনতে পায় না।^৩

^১. জালালুন্নবী সুযুতী : শরহস সুদূর, পৃ. ৯৪;

^২. মোল্লা আলী কারী : মিরকাতুল মাফতীহ, ৪:১১৬;

^৩. পূর্বোক্ত;

হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(৫৬)

হ্যরত আয়েশা সিদিকা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন,

قُولِي السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ
مِنَ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَا حَقُونَ،

-তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আরয করলেন, (আমি কবর যিয়ারতের সময়) কি বলব? তিনি উত্তর দিলেন, তুমি বল! শাস্তি বার্ষিত হোক মু'মিন-মুসলমানদের কবরে এবং আল্লাহ আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের উপর রহম করুক আর ইনশাআল্লাহ আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হব।^১

দলীল পদ্ধতি

উল্লিখিত হাদীসসমূহে এ কথার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, যখনই ঈমানদার কোন কবরের পাশ দিয়ে যাবে তখন সরাসরি সালাম দিয়ে সম্মোধন করবে। সম্মোধন করা হয় তাকেই যে শুনার ও বুঝার যোগ্যতা রাখে এবং তা জীবন ব্যতীত কখনো সম্ভব নয়।

নিম্নে এ ব্যাপারে কয়েকটি উক্তি তুলে ধরা হল,

আল্লামা ইবনে কাইয়ুম বলেন,

وَهَذَا خَطَابٌ مِنْ يَسْمَعُ وَيَعْقِلُ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ هَذَا الْخَطَابُ
بِمَنْزِلَةِ خَطَابِ الْمَعْدُومِ وَالْجَمَادِ وَالسَّلَفُ جَمِيعُهُنَّ عَلَى هَذَا وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَنَارُ
عَنْهُمْ بِأَنَّ الْمُتَّبِعَ يَعْرِفُ زِيَارَةَ الْحَمِيمِ لَهُ وَيَسْتَبِّشُ بِهِ،

-এ সম্মোধন এই ব্যক্তির জন্য যে কথা শুনতে ও বুঝতে পারে। যদি তা না হয় (কবরবাসীর শুনার ও বুঝার যোগ্যতা না থাকে) তবে তা অস্তিত্বাত্ত্ব ও জড়পদাৰ্থকে সম্মোধন করার নামান্তর, যা যুক্তিসংগত নয়। অথচ পূর্ববর্তী ইমামগণ এ কথার উপর একমত এবং তাঁদের থেকে পরম্পরা পদ্ধতিতে বর্ণিত আছে যে, মৃতরা মানুষের যিয়ারতকে জানে এবং এতে তারা খুশি হয়।^২

^১. নাসাই : আসু সুনান, জানায়া পর্ব, মু'মিনদের জন্য ক্ষমার প্রার্থনা অধ্যায়, ১:২৮৭, হাদীস : ২০৭৩;

মুসলিম : আসু সহীহ, ২/৬৯২, হাদীস : ৯৭৪;

^২. ইবনে কাইয়ুম জাওয়ী : আর জহ, পৃ. ১০।

(৫৭)

হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

ইমাম সুযুতী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি 'শরহস সুদূর'-এ বলেন,

قَالَ إِبْنُ الْقَيْمِ الْأَحَادِيثُ وَالْأَنَارُ تَدْلُّ عَلَى أَنَّ الزَّائِرَ مَتَى جَاءَ عَلِيهِ بِالْمَزْوِرَ
وَسَمِعَ كَلَامَهُ وَأَنْسَ بِهِ وَرَدَ سَلَامَهُ عَلَيْهِ،

-ইবনুল কাইয়ুম বলেন, হাদীস ও আছারসমূহ একথার উপর সাক্ষ্য দেয় যে, যখন যিয়ারতকারী আগমন করে তখন সে যিয়ারতকারীকে জানে ও তার কথা শুনে এবং তার দ্বারা প্রশাস্তি পায় করে আর সালামের উত্তর দেয়।^৩

অন্যস্থানে বলেন,

قَدْ شَرَعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّتِهِ أَنْ يُسْلِمُوا عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ سَلَامًا مِنْ
بِخَاطِبِيُّهُ مِنْ يَسْمَعُ وَيَعْقِلُ،

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজ উম্মতের জন্য কবরবাসীরকে সালাম দেওয়ার যে পদ্ধতি চালু করেছেন তা এমন ব্যক্তিদেরকে সালাম দেওয়া যারা শুনতে ও বুঝতে পারে।^৪

মৃতরা পদ্ধতিনি শুনতে পায়

হ্যরত আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وَضَعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّ عَنْهُ أَصْحَابَهُ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قُرْآنَ نَعَاظِمِهِ،

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন মৃতকে কবরে রাখা হয় এবং তার বন্ধুরা ফিরে আসে তখন সে তাদের জুতার মৃদ আওয়াজ শুনতে পায়।^৫

^১. জালাল উদ্দীন সুযুতী : শরহস সুদূর, পৃ. ৯৪;

^২. পূর্বোক্ত;

^৩. বুখারী : আসু সহীহ, জানায়া পর্ব, কবরের শাস্তি অধ্যায়, ১:১৮৩, হাদীস : ১৩৭৪; মুসলিম : আসু সহীহ;

হায়াতুন্নবী সাল্লাহুার্হ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(৫৮)

জীবিত ব্যক্তি মৃতের চেয়ে বেশী শ্রবণকারী নয়
ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

اطلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْقَلَبِينِ، فَقَالَ: «وَجَدْتُمْ مَا وَعَدْتُ رَبُّكُمْ حَقًّا؟» فَقَيْلَ لَهُ: تَذَعُّو أَمْوَاتًا؟ فَقَالَ: «مَا أَنْتُمْ يَأْشِمُونَ مِنْهُمْ، وَلَكُنْ لَّكُمْ بُحْبِبُونَ». ^১

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাহুার্হ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বদরের কূপে নিক্ষিণি নিহত কাফিরের নিকট দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা কি তোমাদের রবের অঙ্গীকার সত্য পাও নি? তখন তাঁকে জিজেস করা হলো, আপনি মৃতকে শুনাচ্ছেন? তিনি উত্তর দিলেন, তোমরা তাদের চেয়ে বেশী শ্রবণকারী নও কিন্তু তারা উত্তর দিতে পারে না।^১

হ্যরত আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত,

كُنَّا مَعَ عُمَرَ بْنَ مَكَةَ وَالْمُدِينَةَ, ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا عَنْ أَهْلِ بَنْدِيرِ, فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, كَانَ يُرِيبُنَا مَصَارِعَ أَهْلِ بَنْدِيرِ, بِالْأَمْسِ, يَقُولُ: «هَذَا مَضْرَعُ فُلَانِيْ غَدًا, إِنْ شَاءَ اللَّهُ». قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِيْ بَعْثَةٌ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَلُوا الْحُدُودَ الَّتِي كَحَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ: فَجَعَلُوْنَاهُ فِي بِنْرِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اتَّهَى إِلَيْهِمْ, فَقَالَ: «يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانِيْ وَيَا فُلَانَ بْنَ فُلَانِيْ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدْتُمُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ حَقًّا؟ فَإِنَّمَا قَدْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدْنِي اللَّهُ حَقًّا». قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تُكَلِّمُ أَجْسَادًا لَا أَرْوَاحَ فِيهَا؟ قَالَ: «مَا أَنْتُمْ يَأْشِمُونَ مِنْهُمْ, غَيْرَ أَنْهُمْ لَا يُسْتَطِيعُونَ أَنْ يُرْدُوْنَ عَلَيْ شَيْئًا». ^২

-আমরা হ্যরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর সাথে ছিলাম মক্কা ও মদীনা শরীফের মধ্যখানে। অতঃপর তিনি বদরবাসী

হায়াতুন্নবী সাল্লাহুার্হ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(৫৯)

সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করলেন, তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহুার্হ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগের দিন নিহত কাফিরদের ধর্ষণের স্থান দেখিয়ে দিলেন। তিনি বলেছিলেন, ইনশাআল্লাহ এটি আগমীকাল অমুকের নিহতের স্থান হবে এবং এটি অমুকের নিহতের স্থান হবে। হ্যরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, এই সত্তার কসম যিনি তাঁকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, যে কাফির সম্পর্কে যে সীমারেখা তিনি নির্দিষ্ট করেছেন তারা সে সীমারেখা থেকে তিল পরিমাণও আগেপিছে হয়নি। অতঃপর তাদেরকে ভাজ করে বদরের কূপে নিক্ষেপ করা হয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাহুার্হ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকটে গেলেন এবং বললেন, হে অমুকের ছেলে অমুক, তুম ওই অঙ্গীকার পেয়েছ যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তোমাদেরকে দিয়েছিলেন? নিশ্চয় আমি ওই অঙ্গীকার সত্য পেয়েছি, যা মহান আল্লাহ আমার সাথে করেছেন। হ্যরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি ওই সব দেহের সাথে কিভাবে কথাবার্তা বলছেন যাদের মধ্যে কুহ নেই? তিনি বললেন, যা আমি বলছি তা তোমরা মৃত-কাফিরদের চেয়ে বেশী শ্রবণকারী নও কিন্তু তারা উত্তর দিতে পারে না।^১

হ্যরত আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত,

قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْعَبْدَ, إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ, وَتَوَلَّ عَنْهُ أَصْحَابُهُ, إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ زِعَافِهِمْ». قَالَ: «يَأَتِيهِ مَلَكًاِنْ فِي قَعْدَاهِهِ»،

-নবী আকরাম সাল্লাহুার্হ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন মৃতকে কবরে রাখা হয় এবং তার সাথীগণ তাকে দাফন শেষে ফিরে যায় তখন সে তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়। অতঃপর তার কাছে দু'জন ফেরেশতা আসে এবং তাকে বসিয়ে দেয়। তখন তারা তার থেকে প্রশ্ন করে এবং সে তাদের উত্তর দেয়। সে যদি মুনাফিক হয় তবে হায় আফসোস! হায় আফসোস! বলে।^২

^১. বুখারী : আসুন সহীহ, জানায়া পর্ব, কবরের শাস্তি অধ্যায়, ১:৮৩, হাদীস : ১৩৭০;

^২. মুসলিম : আসুন সহীহ, জানায়া পর্ব, জানায়া মৃতের স্থান পেশ করা অধ্যায়, ২:৩৮৭, হাদীস : ২৮৭৩;

^২. মুসলিম : আসুন সহীহ, জানায়া পর্ব, জানায়া মৃতের স্থান পেশ করা অধ্যায়, ২:৩৮৬, হাদীস : ২৮৭০;

হায়াতুনবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(৬০)

এ বর্ণনায় ফেরেশতা কর্তৃক প্রশ্ন করা বুঝায় এবং সে তাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়। এতে একথা স্পষ্ট হয় যে, সে শুনে অতঃপর উত্তর দেয় বা অস্থীকার করে। আর এটা অনুভূতিসম্পন্ন জীবনকে বাধ্য করে।

মৃত সালামের উত্তর দেয়

হ্যরত ইবনে আবাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلَّا عَرَفَهُ

وَرَدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ،

-যখন কোন ব্যক্তি তার পার্থিব জীবনে পরিচিত মু'মিন-ভাইয়ের কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তাকে সালাম করে তখন কবরবাসী তাকে চিনে এবং তার সালামের উত্তর দেয়।^১

যিয়ারতকারী মৃতের অঙ্গের ভালবাসা সৃষ্টি করে

হ্যরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ থেকে বর্ণিত,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَزُورُ قَبْرَ أَخِيهِ وَيَجْلِسُ عِنْدَهُ إِلَّا إِسْتَأْسَسَ وَرَدَ عَلَيْهِ حَتَّى يَقُومُ ،

-রাসূলুল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে কোন ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের কবর যিয়ারত করে, তার কাছে বসে তখন সে প্রশান্তি লাভ করে এবং সালামের উত্তর দেয়। ওই যিয়ারতকারী অবস্থান করা পর্যন্ত (ওই প্রশান্তি বিদ্যমান থাকে)।^২

أَنَّهُ قَالَ أَنَّسَ مَا يَكُونُ الْمَيْتُ فِي قَبْرِهِ إِذَا زَارَهُ مَنْ كَانَ يُحِبُّهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا

-নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, এই ব্যক্তি যে দুনিয়াতে মৃতকে মুহাকাত করত যখন সে তার যিয়ারত করে তখন সে মৃতের জন্য কবরে সবচেয়ে বেশী আনন্দদায়ক হয়।^৩

হায়াতুনবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

সালামের সময় মৃতের রহ ফিরিয়ে দেওয়া হয়

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُرُّ عَلَى قَبْرٍ أَخِيهِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلَّا رَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ رُوحَهُ حَتَّى يُرَدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

-যখন কোন মুসলমান নিজের পরিচিত ভাইয়ের কবরের পাশ দিয়ে যায় আর সে তার প্রতি সালাম পেশ করে আল্লাহ ওই মৃতের রহ তার নিকট ফিরিয়ে দেন যাতে সে তার সালামের উত্তর দেয়।^৪

মৃত যিয়ারতকারীকে দেখে

হ্যরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ বলেন,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَذْخُلُ بَنِيَ النَّبِيِّ دُفِنَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي فَاصْصُبُّ تَوْبِي ، وَأَقُولُ إِنَّمَا هُوَ رَوْحِي وَأَبِي ، فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ مَعْمُومٌ قَوَّاهُ مَا دَخَلْتُهُ إِلَّا وَأَنَا مَشْدُودَةٌ عَلَيَّ يُتَابِ حَيَاةً مِنْ عُمَرَ .

-পরিত্র হজরা যেখানে রাসূলুল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও আমার পিতা আরাম করছেন তাতে আমি বিনা পর্দার প্রবেশ করতাম এবং বলতাম, তিনি আমার স্বামী আর পিতা। যখন ওমর ফারুক দাফন হলেন তখন আমি হজরায় ভালভাবে পর্দা করা ব্যক্তিত কখনো প্রবেশ করতাম না হ্যরত ওমর থেকে লজ্জাবোধ করে।^৫

এ হাদীস দ্বারা দু'টি বিষয় প্রমাণিত হয়। হ্যরত আয়েশা সিদ্দিকার বিশ্বাস মতে যিয়ারতের সময় হ্যরত ওমর ফারুক তাঁকে দেখতে পেতেন, যার কারণে তিনি পর্দার গুরুত্ব দিতেন। মৃত কবর থেকে দেখে থাকেন। সুতরাং যখন কোন নেককার ও বুয়র্গদের কবর যিয়ারত করার জন্য যাওয়া হবে তখন বেশী লজ্জাবোধ করা চাই।

মৃতরা জীবিতদের মত কষ্ট অনুভব করে

হ্যরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ বলেন,

إِنَّ الْمَيْتَ يُؤْذِيهِ فِي قَبْرِهِ مَا يُؤْذِيهِ فِي بَيْتِهِ ،

^১. জালাল উদ্দীন সুযুতী : শরহস সুদূর, পৃ. ৮৪; ইমাম তাহতাবী : পৃ. ৪১২;

^২. জালাল উদ্দীন সুযুতী : শরহস সুদূর, পৃ. ৮৪;

^৩. পূর্বোজ, পৃ. ৮৫;

^৪. ইবনুল কাইয়ুম জাওয়ী : আর রহ, পৃ. ১০;

^৫. আহমদ ইবনে হাষেল : আল মুসনাদ, ৬:২০২, হাদীস : ২৬১৭৯;

-নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, নিচয় মৃতকে ঐ সব বিষয় কষ্ট দেয় যা তাকে দুনিয়াতে কষ্ট দিত।^১

হ্যরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَسْرُ عَظِيمٍ أَمْ بَعْدُ كَكَسِرِهِ حَيَّا.

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মৃতের হাড়িড ভাঙা জীবিতের হাড়িড ভাঙার নামান্তর।^২

হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত,

قَالَ أَذِي الْمُؤْمِنِ فِي مَوْتِهِ كَأَذَاهُ فِي حَيَايِهِ،

-মু'মিনকে মৃত্যুর সময় কষ্ট দেওয়া জীবিত অবস্থায় কষ্টে দেওয়ার মত।^৩

হ্যরত 'উত্বা ইবনে 'আমের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত,

قَالَ لِأَنَّ أَطْأَا عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ عَلَى حَدْسِيفٍ حَتَّى يَخْطِفَ رِجْلَنِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَنْشِنِي عَلَى قَبْرِ رَجْلِ سُسْلِيمٍ وَمَا أُبَلِّي فِي الْقُبُورِ فَضَيَّعْتُ حَاجَتِي أَمْ فِي السُّوقِ بَيْنَ ظَهَرَانِي وَالنَّاسِ يَنْظَرُونَ،

-আমরা কাছে অগ্নিপুলিঙ্গে পা রাখা বা তলোয়ারের ধারে পা রাখা যা পাকে কেটে ফেলে অধিক প্রিয় কোন কবরে পা রাখার থেকে। আমি কবরস্থানে পায়খানা করা আর বাজারে প্রকাশ্যে পায়খানা করার মাঝে কোন পার্থক্য দেখিনা, যে অবস্থায় লোকেরা আমাকে দেখে।^৪

হ্যরত 'আমর ইবনে হাযম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْكَأً عَلَى قَبْرٍ، فَقَالَ: لَا تُؤْذِ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ، أَوْ لَا تُؤْذِهِ،

^১. জালাল উদ্দীন সুযুতী : শরহস সুদূর, পৃ. ১১৪;

^২. তাবরিয়ী : মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ. ১৪৯;

^৩. জালালুদ্দীন সুযুতী : শরহস সুদূর, পৃ. ১২৬;

^৪. পর্বোক্ত, পৃ. ১২৫;

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাকে একটি কবরে হেলান দেওয়া অবস্থায় দেখে বললেন, কবরবাসীকে কষ্ট দিয়ো না, অথবা বললেন, তাকে কষ্ট দিয়োনা।^১

উল্লিখিত হাদীসে মৃতকে কষ্ট পৌছানো ও কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত রাখা মৃতের অনুভূতির কথা বুঝায়, যা জীবন ব্যতীত কখনো সম্ভব নয়।

স্বপ্নের উপর ভরসা করে ওয়াসীয়ত বাস্তবায়ন করা
হ্যরত সাবিত ইবনে কায়েস ইবনে শামাসের কন্যা বলেন,

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْيَمَامَةِ خَرَجَ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى مُسَيْلَمَةَ فَلَمَّا التَّقَوْا
وَأَنْكَشَفُوا قَالَ ثَابِتُ وَسَالِمُ مَوْلَى أَبِي حَدِيفَةَ مَا هَكَذَا كُنَّا نُقَاتِلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
ثُمَّ حَفَرَ كُلُّ وَاحِدٍ لَهُ حُفْرَةً فَبَثَتَا وَقَاتَلَا حَتَّى قُتِلَا وَعَلَى ثَابِتٍ يَوْمَئِذٍ ذَرَعُ لَهُ
نَفِيسَةٌ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَأَخْدَهَا فَبَيْتَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ نَائِمٌ إِذْ آتَاهُ
ثَابِتٌ فِي مَنَامِهِ فَقَالَ لَهُ أُوْصِينَكَ بِوَصِيَّةٍ فَإِيَّاكَ أَنْ تَقُولَ هَذَا حُلْمٌ فَقَضَعَيْهُ إِلَيْ
لَمَّا قُتِلَتْ أَنْسَ مَرِيِّنِي رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَأَخْدَهَا دَرْعِيْنِي وَمَنْزِلُهُ فِي أَقْصِي
النَّاسِ وَعِنْدَهُ خَبَائِيْهِ فَرَسُّ بَسْتَيْنُ فِي طَوْلِهِ وَقَدْ كَفَا عَلَى الدَّرْزِ بُرْمَةً وَفَوْقَ
البُرْمَةِ رِجْلٌ فَلَمْ قَاتِلْ خَالِدًا فَمَرَّ أَنْ يَعْتَقَ إِلَى دَرْعِيْنِي فَأَخْدَهُمَا وَإِذَا قَدِيمَتِ الْمَدِينَةِ
عَلَى الْخَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ يَعْنِي أَبَا بَكْرَ الصِّدِيقَ فَقُلْ لَهُ أَنَّ عَلَى مِنَ الدِّينِ كَذَا
وَكَذَا وَفُلَانٌ مِنْ رَقِيقِيْنِ عَيْنِيْقَ وَفُلَانٌ فَأَتَى الرَّجُلُ خَالِدًا فَأَخْبَرَهُ بَعْثَ إِلَى
الْدَرْزِ فَأَتَى بِهَا وَحَدَّثَ أَبَا بَكْرَ بِرُؤْيَاهُ فَأَجَازَ وَصَبَّيْهُ،

-ইয়ামামা যুক্তে আমার পিতা হ্যরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদের সাথে মুসায়লামা কায়্যাবের বিরুদ্ধে যুক্তে গেলেন। যখন উভয় বাহিনী মুখোমুখী হল সাবিত ইবনে কায়েস ইবনে শামাস ও আবী হজাইফার মাওলা সালেম বলেন, আমরা রাসূলের সাথে এরকম যুদ্ধ করতাম না। অতঃপর তাঁদের একজন নিজের জন্য গর্ত খনন করলেন এবং সেখানে

^১. আহমদ ইবনে হায়ল : আল মুসনাদ, ৫/৪৬১, হাদীস : ২৪২৫৬; তাবরিয়ী : মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ. ১৪৯;

হায়াতুন্নবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(৬৪)

দাঁড়িয়ে দু'জনই দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন, এমনকি দু'জনই শহীদ হয়ে গেলেন এবং সেদিন হযরত সাবিতের গায়ে একটি সুন্দর বর্ম ছিল। মুসলমানদের একজন তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তাঁর শরীর থেকে ওই বর্ম খুলে নেয়। হযরত সাবিত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একজন ঘুমন্ত মুসলমানকে স্বপ্নে দেখালেন এবং বললেন, আমি তোমাকে একটি ওয়াসীয়ত করছি, তা তুমি শুধুমাত্র স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দেওয়াকে ভয় কর। আমি যখন গতকাল শহীদ হলাম আমার নিকট দিয়ে একজন ব্যক্তি অতিক্রমকালে সে আমার বর্ম খুলে নিয়েছে। ওই ব্যক্তির বাড়ী আবাদীর শেষ প্রাণে এবং বাড়ির নিকট একটি ঘোড়া রশি বাঁধা অবস্থায় বিচরণ করছে। সে ব্যক্তি বর্মের উপরে হাড়ি ছাপা দিয়েছে এবং হাড়ির উপর গদি রেখেছে। হযরত খালিদের দরবারে উপস্থিত হয়ে বলুন, আমার বর্মটি যেন উসূল করা হয় এবং যখন মদীনা শরীফে রাসূলের খলীফা আবু বকরের দরবারে হাযির হবেন তখন তাঁকে যেন বলা হয়, আমার এত ঋণ রয়েছে তা যেন পরিশোধ করা হয় এবং আমার গোলামদের মধ্যে থেকে অমুক অমুক স্বাধীন। স্বপ্নে আদিষ্ট ব্যক্তি হযরত খালিদের দরবারে হাযির হলেন এবং হযরত সাবিতের পয়গাম শুনালেন। হযরত খালিদ লোক পাঠিয়ে বর্ম উসূল করলেন এবং হযরত সিদ্দীক আকবরের দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর আবেদন পেশ করলেন। তখন তিনি তাঁর ওয়াসীয়ত পূর্ণ করলেন।^১

এ বর্ণনা থেকেও প্রমাণিত হয় যে, হযরত সাবিত তাঁর বর্ম খুলতে দেখেছেন সে কে? অতঃপর হযরত খালিদ তাঁর স্বপ্নের উপর ভরসা করে বর্ম ফেরত নেওয়া এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর ওয়াসীয়ত বাস্ত বায়ন করা শহীদদের জ্ঞান ও অনুভূতি থাকাকে প্রমাণ করে এবং শহীদদের জীবনের উপর তাঁদের বিশ্বাসও প্রমাণিত হয়।

জীবিতদের আমলসমূহ মৃতদের নিকট পেশ করা হয়
হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

إِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعَرَّضُ عَلَى أَقْارِبِكُمْ وَعَشَائِرِكُمْ مِنَ الْأَمْوَاتِ، فَإِنْ كَانَ حَيًّا
إِسْتَبَشَرُوا بِهِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، قَالُوا: اللَّهُمَّ لَا تَمْنَعْنَا، حَتَّىٰ تَهْدِنَا
كَمَا هَدَيْنَا،

^১. ইবনুল কাইয়ুম যাওজী : আর রহ, পৃ. ২৩-২৪;

হায়াতুন্নবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(৬৫)

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, নিচয় তোমাদের আমলসমূহ তোমাদের মৃত আতীয়স্বজন ও পরিবারবর্গের নিকট পেশ করা হয়, যদি তা ভাল-আমল হয় তবে তাতে মৃতরা খুশি হয়, যদি ভাল-আমল না হয় তবে তারা বলে, হে আল্লাহ, তুমি তাদেরকে হেদায়াত করা ব্যক্তিত মৃত্যু দিয়ে না, যেভাবে তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দান করেছ।^২

হযরত নু'মান ইবনে বশীর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ فِي إِخْرَاجِكُمْ مِنْ أَهْلِ
الْقُبُورِ فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعَرَّضُ عَلَيْهِمْ،

-আমি নবী আকরাম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি যে, তোমরা কবরবাসী ভাইদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। নিচয় তোমাদের আমলসমূহ তাদের কাছে পেশ করা হয় (অর্থাৎ মন্দ আমল করে তাদেরকে কষ্ট দিয়ে না)।^৩

তাই নবী করিম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,
لَا تُؤْذُوا أَمْوَاتَكُمْ

-তোমরা মৃতদের (খারাপ আমলের মাধ্যমে) কষ্ট দিয়ো না।

ভাল আমলে মৃতদের খুশি হওয়া

হযরত আবু আয়াব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
تُعَرَّضُ أَعْمَالُ الْأَحْيَاءِ عَلَى الْمُوْتَىٰ فَإِذَا رَأَوْا حَسَنَةً فَرِحُوا وَإِنْ شَرَّا
سُوءًٌ قَالُوا اللَّهُمَّ رَاجِعِيهِ،

-জীবিতদের আমল মৃতদের নিকট পেশ করা হয়। যদি তারা ভাল কাজ দেখে তবে খুশি হয় এবং সুসংবাদ প্রদান করে। আর যদি খারাপ দেখে, তবে বলে, হে আল্লাহ! তা দূর করে দিন।^৪

^১. আহমদ ইবনে হায়ল : মুসলিম, ৩/১৬৫, হাদীস : ১২৭১৩; জালাল উদ্দীন সুযুতী : শরহস সুদূর, পৃ. ১১০;

^২. জালালুদ্দীন সুযুতী : শরহস সুদূর, পৃ. ১১০;

^৩. ইবনুল কাইয়ুম যাওজী : আর রহ, পৃ. ১৩;

হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(৬৬)

খারাপ কাজ দ্বারা মৃতদের কষ্ট হওয়া

হ্যরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْفِضُحُوا مَوْتَانِكُمْ يَسِّيَّنَاتٍ أَعْمَلُكُمْ
فَإِنَّهَا تُعَرِّضُ عَلَى أَوْلَيَاءِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ،

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,
নিজেদের মৃতদেরকে খারাপ কাজের মাধ্যমে লজ্জিত করো না। নিশ্চয়
তোমাদের আমলসমূহ তোমাদের কবরবাসী বঙ্গুদের কাছে পেশ করা
হয়।^১

উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা মৃতদের নিকট জীবিতদের আমল পেশ করা বুদ্ধা যায়।
মৃতরা জীবিতদের ভালকাজে খুশি হয় এবং খারাপকাজে কষ্ট অনুভব করে। তাই
বলা হয়েছে মৃতদেরকে খারাপকাজ করে কষ্ট দিয়োনা। আমল পেশ হওয়া ও তা
দেখে খুশি হওয়া বা পেরেশান হওয়া মৃতের জীবনকে প্রমাণ করে।

ভাল কাফনে মৃতদের গৌরব

হ্যরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسِّنُوا أَكْفَانَ مَوْتَانِكُمْ فَإِنَّهُمْ يَنْزَأُونَ
فِي قُبُورِهِمْ،

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,
নিজেদের মৃতদেরকে ভাল কাফন দাও। কেননা তারা কবরে পরম্পর
গৌরব করে এবং একে অপরের সাথে সাক্ষাত লাভ করে।^২

আল্লামা শামী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন,

وَالزِّيَارَةُ وَإِنْ كَانَتْ لِلرُّفُوحِ وَلَكِنَّ الرُّوفُونَ تَعْلَقُ بِالْجَسِدِ،

-যিয়ারত যদিও রহের জন্য হয়; কিন্তু রহের সাথে শরীরের সম্পর্ক
বিদ্যমান।^৩

^১. জালালুদ্দীন সুয়তী : শরহস সুদূর, পৃ. ১১০;

^২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০;

^৩. রদ্দুল মুহতার, ১:৬৩;

হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(৬৭)

হ্যরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَلَيْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلَا يَخِسِّنْ كَفَنَهُ فَإِنَّهُمْ
يَنْزَأُونَ فِي أَكْفَانِهِمْ

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,
যখন তোমাদের কেউ নিজের ভাইয়ের জিম্মাদের হও তার উচিত তার
ভাল কাফনের ব্যবস্থা করা। নিশ্চয় তারা নিজেদের কাফন নিয়ে
সাথীদের সাথে সাক্ষাৎ লাভ করে।^১

দলীল পঞ্জি

উল্লিখিত বর্ণনায় গৌরব ও যিয়ারতের আলোচনা রয়েছে। যিয়ারত ও গৌরবে
শরীর ও রহের সম্বন্ধে হয়। যা মৃতের অনুভূতি ও জীবনকে প্রমাণ করে।

মৃত করে তিলাওয়াত করা

হ্যরত ইবনে আবাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
صَرَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِبَاءً عَلَى قَبْرٍ وَهُوَ لَا
يَخِسِّنُ أَنَّهُ قَبْرٌ فَإِذَا فَيْدَهُ إِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُورَةً (تَبَارَكَ الَّذِي يَبْدِئُ الْمُلْكَ) حَتَّى
خَتَمَهَا فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «هِيَ الْمَائِنَةُ هِيَ الْمُتْجِيَةُ تُنْجِي مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» ..

-নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কিছু সাহাবা
করে তারু টানলেন, তাঁদের জানা ছিলনা সেখানে কবর ছিল। তখন
তাদের (কবরস্থ) এক ব্যক্তি সুরায়ে মূলক পড়ছে, এমনকি তা শেষ
করল। যখন নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ
নিলেন তখন এ ঘটনা সম্পর্কে তাঁকে জানানো হল, তখন নবী আকরাম
সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটি (সুরা মূলক)
করের আয়াকে বাঁধানকারী ও করের শাস্তি থেকে পরিআণকারী।^২

¹. জালালুদ্দীন সুয়তী : শরহস সুদূর, পৃ. ৮০;

². তা'বরিয়া : মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ. ৬৬৩; আল্লামা আবদুল গনী নাবজুসী : কাশফুল সূর, পৃ. ৯;

হায়াতুন্নবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(৬৮)

আবুল কাসেম সা'দী 'ইফসাহ' কিতাবে লিখেন,

هَذَا تَصْدِيقٌ مِّنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ الْمَيْتَ يَقْرُأُ فِي قَبْرِهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ وَصَدَقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

-এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে সমর্থন যে, কবরবাসী কবরে কুরআন তিলাওয়াত করে। কেননা আবুল্লাহ ওই ঘটনার সংবাদ যখন দিলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তা সত্যায়িত করলেন।^১

হযরত তালহা, ইবনে মাক'আদাহ ইবনে ওবায়দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

أَرَدْتُ مَالِي بِالْغَایَةِ فَادْرَكْنِي اللَّلَّى فَأَوْبَتُ إِلَى قَبْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَزَّامٍ فَسَعَيْتُ قِرَاءَةً مِّنَ الْقُرْآنِ مَا سَعَيْتُ أَحْسَنَ مِنْهَا،

-আমি গবা নামক স্থানে আমার সম্পদের ইচ্ছা পোষণ করলাম তখন আমার রাত হয়ে গেলে। আমি হযরত আবুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনে হেয়ামের কবরে আসলাম। তখন আমি তাঁর কবর থেকে কুরআন তিলাওয়াতের এমন ধ্বনি শুনলাম যার চেয়ে উভয় আর কথনে শুনেনি।^২

মৃত্রা আযানের উত্তর দেয়

ইমাম লালকাঞ্জি 'আস সুন্নাহ' কিতাবে ইয়াহইয়া ইবনে মঙ্গন থেকে বর্ণনা করেন যে,

قَالَ لِي حُفَارٌ أَعْجَبُ مَا رَأَيْتُ مِنْ هَذِهِ الْمُقَابِرِ أَنِّي سَعَيْتُ مِنْ قَبْرِ أَنْيَا كَانِيْنَ الْمِرِيضِ وَسَعَيْتُ مِنْ قَبْرِ الْمُؤْذِنِ يُؤْذِنَ وَهُوَ بِجِبِيلٍ مِّنَ الْقُرْآنِ،

-তিনি বলেন, আমাকে এক কবরখনকারী বলেছে, আমি কবরস্থানে আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখেছি এবং স্বয়ং আমি নিজে শুনেছি মুয়াজিন আযান দিচ্ছেন এবং কবরবাসী কবর থেকে তার উত্তর দিচ্ছে।^৩

^১. জালালুদ্দীন সুয়তী : শরহস সুদূর, পৃ. ১/৮৮; ইবনুল কাইয়ুম : আর কুহ, পৃ. ১১১;

^২. জাওয়ী : আর কুহ, পৃ. ১০১; আল্লামা আবদুল গনী নাববুসী : কাশফুন নূর, পৃ. ৯;

^৩. জালালুদ্দীন সুয়তী : শরহস সুদূর, পৃ. ২০৯; কাশফুন নূর, পৃ. ৯;

হায়াতুন্নবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(৬৯)

আল্লামা সুহায়লী 'দালাইলুন নবুয়াহ' কিতাবে কতেক সাহাবা থেকে বর্ণনা করেন,

أَنَّهُ حَفَرَ فِي مَكَانٍ فَأَنْفَتَهُ طَاقَةً فَإِذَا شَخْصٌ عَلَى سَرِيرِ وَيْئَنِ يَدِيهِ مُضَحَّفٌ

يَكْرِأُ فِيهِ وَأَمَامَهُ رَوْضَةُ حَضْرَاءَ وَذَلِكَ بِأُحْدِي وَعُلَمَاءُ اللَّهِ مِنَ الشُّهَدَاءِ لِأَنَّهُ رَأَى

فِي صَفْحَةٍ وَجْهَهُ جَرَحًا،

-তিনি একটি কবর খনন করলে, সেখানে একটি ফটক খুলে যায়। তখন একটি খাটে একটি ব্যক্তি বাসা ছিল, তাঁর সামনে কুরআন শরীফ ছিল, তিনি তা পড়ছেন এবং তাঁর সামনে সবুজ বাগান ছিল। এ ঘটনা উভয়ে ঘটেছে। জানা গেল যে, তিনি শহীদ ছিলেন। কেননা সে তাঁর চেহারার একপার্শে জখমের চিহ্ন দেখেছে।^১

উল্লিখিত বর্ণনাসমূহে মৃত কবরে কুরআন পড়া, মুয়ায়্যিনের আযানের উত্তর দেওয়া ও মৃতের নড়াচড়ার বর্ণনা মিলে। যা মানুষের কবরের জীবনকে প্রমাণ করে এবং শহীদদের শরীর অক্ষত থাকার প্রমাণও মিলে।

'যিয়ারত' শব্দ দ্বারা মৃতের জ্ঞানের উপর দলীল
হযরত বুরায়দ নিজ পিতা থেকে বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُنْتُ تَبَيَّنُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُوزُوهَا،

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করা থেকে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা কবর যিয়ারত কর।^২

এ হাদীসে ফরুরুহা (এখন তোমারা যিয়ারত করা) শব্দ দ্বারা কবরে গমনকারীকে 'যিয়ারতকারী' বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন তা অন্যান্য হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত।

^১. পুরোজ্ব, পৃ. ২০৪; কাশফুন নূর, পৃ. ৭৯;

^২. মসলিম : আল-সাহীত, জামায়া পর্ব, কবর যিয়ারতে যাওয়া অধ্যায়, ১:৩৫৪;

হায়াতুন্নবী সাল্লাহুার্হ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(৭০)

আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম এ প্রসঙ্গে বলেন,

وَيَكْفِي فِي هَذَا تَسْمِيَةُ الْمُسْلِمِ عَلَيْهِ رَأْيًا وَتُوْلَا أَنْهُمْ يَشْعُرُونَ بِهِ مَا صَحَّ
تَسْمِيَةُ رَأْيًا فَإِنَّ الْمُزَوَّرَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِرِّيَارَةِ مَنْ زَارَهُ لَمْ يَصْحُّ أَنْ يُقَالُ زَارَهُ هَذَا
هُوَ الْمَعْقُولُ مِنَ الرِّيَارَةِ عِنْدَ جَمِيعِ الْأُمُّمِ ،

-এ ব্যাপারে তাদেরকে যিয়ারতকারী বলাই যথেষ্ট। কেননা যদি মৃতরা অনুভূতি শক্তি না রাখত তবে যিয়ারতকারীকে যিয়ারতকারী বলা কিভাবে বিশুद্ধ হত এবং যিয়ারতকৃত যদি যিয়ারতের অনুভূতি না রাখে তবে তাকে যিয়ারতকারী বল হত না। আর এ বিষয়টি সকল উম্মতের কাছে যিয়ারতস্ত্রে যুক্তিসংগত ও বিবেকগ্রাহ্য।^১

দাফনের পরে মৃতের জন্য দৃঢ়তার দোয়া

হ্যরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا قَرَعَ مِنْ دَفْنِ الْمُبْتَدِئِ وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ:
»اسْتَغْفِرُوا لِأَخْيَرِكُمْ، وَسَلُوْلُهُ بِالثَّسْبِيْتِ، فَإِنَّهُ الْأَنْ يُسْنَالُ«

-নবী আকরাম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মৃতকে দাফন করে যখন অবসর হতেন তখন সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন এবং বলতেন, নিজের ভাইয়ের জন্য ক্ষমার দোয়া কর এবং তার জন্য দৃঢ়তার দোয়া কর। কেননা এখন তার থেকে প্রশ্ন করা হবে।^২

তালকীন বা শিক্ষাদান করার বর্ণনা

হ্যরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

إِذَا ماتَ أَحَدٌ مِّنْ إِخْرَاجِكُمْ فَسَوْيُتُمْ عَلَيْهِ الرِّزَابَ فَلِيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ
قَبْرِهِ ثُمَّ لِيَقُلْ يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةِ فَإِنَّهُ يَسْمَعُ وَلَا يُجِيبُ ،

-যখন তোমাদের কোন মুসলিম ভাই মারা যায় এবং তোমরা তাকে দাফন করে মাটি সমান করে দাও তখন তোমাদের এক ব্যক্তি যেন তার

^১. ইবনুল কাইয়ুম: আর রহ, পৃ. ১৪;

^২. আবু দাউদ : আস সুনান, জানায়া পর্ব, কবরে মৃতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা পর্ব, ২:১০৩;

(৭১)

হায়াতুন্নবী সাল্লাহুার্হ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

মাথার পাশে দাঁড়ায় এবং সে বলে, হে অমুকের সন্তান..., সে নিশ্চয় ওই আওয়াজ শুনে কিন্তু উন্নত দিতে পারে না।^১

এ হাদীসে শ্রবণ করার কথা উল্লেখ রয়েছে। তালকীনকারীর ধ্বনি কবরবাসী শুনে।

এ হাদীসকে বর্ণনা করার পর আল্লামা ইবনে কাইয়ুম বলেন,
فَهَذَا الْحَدِيْثُ وَإِنْ لَمْ يَبْثِتْ فَلِإِتْصَالِ الْعَمَلِ بِهِ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ وَالْأَغْصَارِ مِنْ
غَيْرِ إِنْكَارٍ كَافِ فِي الْعَمَلِ بِهِ ،

-এ হাদীস যদিও প্রমাণিত নয় কিন্তু সব যুগে এবং সকল শহরে নির্দিষ্টায় এটার উপর আমল চালু থাকা আমল করার জন্য যথেষ্ট।^২

অন্য এক বর্ণনায় এভাবে এসেছে যে,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَنُوا مُؤْمِنَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ».^৩

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমাদের মৃতদেরকে লা ইলাহা ইল্লাহুার্হ শিক্ষা দাও।^৪

এ হাদীসে যে শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে তার দু'টি অর্থ হতে পারে

১. বাস্তব অর্থ – বাস্তব অর্থ হল দাফনের পরে শিক্ষা দেওয়া।

২. রূপকাথ – মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়ে শিক্ষা দেওয়া।

উল্লিখিত হাদীস বাস্তব অর্থ সমর্থন করে। এটিই ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাদ্বাল ও কিছু আহনাফ তথা ইমাম ইবনে হুমাম, আল্লামা শামী, মোল্লা আলী কারী, ইমাম তাহতাবী, শায়খ মুহাদ্দিস আব্দুল হক দেহলভী প্রযুক্তের মত।

তাঁদের মতামত নিম্নরূপ-

১. আল্লামা ইবনে কাইয়ুম ও শিক্ষিতের আহমদ ওসমানী লিখেন,

الإِمَامُ أَخْمَدَ رَحْمَةُ اللهُ فَاسْتَخْسَسَهُ وَاحْتَجَ عَلَيْهِ بِالْعَمَلِ ،

^১. জালালুন্দীন সুযুতী : শরহস সদূর, পৃ. ১১০; তাহতাবী : পৃ. ৪০৮;

^২. ইবনুল কাইয়ুম : আর রহ, পৃ. ২১;

^৩. মুসলিম : আস সহীহ, জানায়া পর্ব, মৃত্যুর নিকটবর্তীকে তোমরা লা ইলাহা শিক্ষা দাও পরিচ্ছেদ, ১:৩০০;

হায়াতুল্লবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(৭২)

-ইমাম আহমদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দাফনের পরে তালকীন
করাকে উত্তম বলেছেন।^১

২. ইমাম তাহতাবী রাহমাতুল্লাহু আলায়হি বলেন,

وَتَلْقِيْنَهُ بَعْدَ الدَّفْنِ حَسَنٌ وَأَشْتَخِبَةُ الشَّافِعِيَّةُ ،

-মৃতকে দাফন করার পর তালকীন করা উত্তম এবং শাফেয়ীগণ এটাকে
মুস্তাহব বলেছেন।^২

৩ শায়খ মুহাম্মদ আব্দুল হক মুহাম্মদ দেহলভী রাহমাতুল্লাহু আলায়হি বলেন,
وَالْتَّلْقِيْنُ بَعْدَ الدَّفْنِ شَيْءٌ أَخْرَى غَيْرَ الدُّعَاءِ وَهُوَ مُسْتَحْبٌ عِنْدَ كَثِيرٍ مِّنَ
الشَّافِعِيَّةِ وَقَدْ نَقَلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهَا ،

-এবং দাফনের পর তালকীন দু'আ ব্যতীত অন্য কিছু আর তা অধিকাংশ
শাফীর মতে মুস্তাহব এবং আমাদের কতেক ইমাম থেকেও তা বর্ণিত।^৩

৪. আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম বলেন,

وَيَكُدُّلُ عَلَى هَذَا أَيْضًا مَا جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ قَدِيمًا وَإِلَى آنَّ مِنْ تَلْقِيْنِ
الْمُسْتَبَّتِ فِي قَبْرِهِ وَلَوْلَا أَنَّهُ يَسْمَعُ ذَلِكَ وَيَتَنَقَّبُ بِهِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَائِدَةٌ وَكَانَ عَبْتًا ،

-যুগে যুগে মানুষের আমল এবং বর্তমানেও মৃতকে কবরে তালকীনের
প্রচলনের দ্বারা এ কথা বুঝায় যে, যদি মৃতরা এটা না শুনত এবং তা
দ্বারা ফায়দা না থাকত তবে তা করার দ্বারা কোন লাভ থাকতো না।^৪

এ থেকে বুঝা যায়। তালকীন দ্বারা মৃতের ফায়দা হয় এবং তার জন্য শ্রবণও
প্রমাণিত। এ সব বিষয় জীবনকে বাধ্য করে নতুন তালকীন করা এবং তার জন্য
দৃঢ়তার দু'আ করা অনর্থক হয়ে যায়।

^১. ইবনুল কাইয়ুম : আর রহ, পৃ. ২০;

^২. তাহতাবী : পৃ. ৪০৮;

^৩. লামা'আত : ১:২০০;

^৪. ইবনুল কাইয়ুম : আর রহ, পৃ. ২১০;

হায়াতুল্লবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(৭৩)

চতুর্থ অধ্যায়

আকাবেরীনদের উক্তির আলোকে কবরের জীবন

পূর্বের অধ্যায়ে আমরা পবিত্র কুরআন-সুন্নাহর আলোকে কবরের জীবনকে প্রমাণ
করেছি। বিষটিকে আরো স্পষ্ট করার জন্য সাহাবায়ে কেরাম, ইমাম, মুহাম্মদ ও
মুফাস্সিরগণের মতামত নিম্নে ব্যক্ত করা হল।

হ্যরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْزُقُ الشَّهَدَاءَ بِأَحَدٍ فَيَقُولُ ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ يَا
صَبَرْتُمْ فَيَقُولُمْ عَقْبَى الدَّارِ﴾ ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُلُّ حَوْلٍ يَفْعَلُ مِثْلَ
ذَلِكَ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثُمَّ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ،

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র অভ্যাস
ছিল প্রতিবছর তিনি ওহদের শহীদদের যিয়ারত করতেন এবং বলতেন,
'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, কারণ তোমরা দৈর্ঘ্য ধারণ করেছ।
পরকালের জীবন কতইনা উত্তম।' অতঃপর আবু বকর সিদ্দিক
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুও প্রতিবছর সে রকম করতেন। অতঃপর
ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা হ্যরত আনহু ও ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা
আনহুরও এ রীতি ছিলো।^৫

আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম বলেন,

هَذَا الْخُطَابُ لِمَنْ يَسْمَعُ وَيَعْقُلُ ،

-এ সম্বোধন এমন ব্যক্তির জন্য যে শুনে ও অনুভূতি রাখে।^৬

এতে জানা গেল যে, মৃতের শ্রবণ ও অনুভূতি রাখার ব্যাপারে তিনি বিশ্বাস
রাখতেন আর মৃতের জন্য এ বৈশিষ্ট্য কবরের জীবন ব্যতীত অসম্ভব।

হ্যরত ওমর ফারক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

أَنَّهُ مَرِيَالْبَقِيْعَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُوْرِ أَخْبَارُ مَا عِنْدَنَا أَنَّ نِسَاءَكُمْ
قَدْ تَرَوْجَنْ وَدِيَارُكُمْ قَدْ سَكَنَتْ وَأَمْوَالُكُمْ قَدْ فَرَقَتْ فَأَجَابَهُ هَاتِفُ يَا عُمَرُ

⁵. জালালুদ্দীন সুযুতী : শরহস সুদুর, পৃ. ৮৭;

⁶. ইবনুল কাইয়ুম : আর রহ, পৃ. ১০;

بِنْ الْخَطَابِ أَخْبَارٌ مَا عِنْدَنَا أَنَّ مَا قَدَّمْنَاهُ فَقَدْ وَجَدْنَاهُ وَمَا أَنْفَقْنَاهُ فَقَدْ رَبَحْنَاهُ
وَمَا خَلَفْنَاهُ فَقَدْ حَسِنْنَاهُ،

-তিনি যখন জান্নাতুল বকীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, তখন তিনি বললেন, হে কবরবাসী তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমাদের কাছে খবর রয়েছে, তোমাদের স্ত্রীরা বিবাহ করেছে এবং তোমাদের ঘরে বসবাস হচ্ছে এবং তোমাদের সম্পদ বন্টন করা হয়েছে। অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো, হে ওমর ইবুন্ল খাতাব! আমাদের কাছেও খবর আছে যে, যা আমরা আগে পাঠিয়েছি তা পেয়েছি, যা আমরা খরচ করেছি তার ফায়দা অর্জন করেছি এবং যা আমরা পেছনে রেখে এসেছি তাতে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি।^১

এখানে সম্মোধনসূচক শব্দ ব্যবহার করা দ্বারা বুঝায় যে, তিনি তাদের জীবনে বিশ্বাসী ছিলেন।

হ্যরত ওসমান গনী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ-

১. পূর্বের বর্ণনায় এসেছে যে, হ্যরত ওসমান গনীর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ-এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি প্রতিবছর ওহদের শহীদদের নিকট উপস্থিত হতেন এবং তাঁদেরকে সালাম ও দু'আ পেশ করতেন। এটা এ কথা প্রমাণ করে যে, তিনি কবরের জীবনে বিশ্বাসী ছিলেন, নতুবা মৃতকে সম্মোধন করার কি অর্থ?

২. মিশ্কাত শরীফের ২৬ পৃষ্ঠায় কবরের শান্তির বর্ণনা শীর্ষক অধ্যায়ে এসেছে যে, কবরের পাশে দাঁড়িয়ে হ্যরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ এমনভাবে কাঁদতেন যে তাঁর দাঁড়ি ভিজে যেত। এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে বলতেন, কবর পরকালের প্রথম স্তর। যে সেখানে সফলকাম হবে সে অবশিষ্ট স্তরেও সফলকাম হবে। এতে বুঝা যায় যে, তিনি কবরের জীবন ও তাঁর শান্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। নতুবা এত বিচ্লিত হওয়ার কি কারণ?

হ্যরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ,

فَنَادَى يَا أَهْلَ الْقُبُورِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تُخْرِجُونَا بِأَخْبَارِكُمْ أَمْ تُرِيدُونَ
أَنْ نُخْرِجَكُمْ قَالَ فَسِمعْنَا صَوْنَا مِنْ دَاخِلِ الْقَبْرِ يَقُولُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ
اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ،

^১. জালালুদ্দীন সুয়তী : শরহস সুদূর, পৃ. ৮৭;

-তিনি কবরবাসীকে (এ বলে) আহবান করলেন, তোমাদের উপর শান্তি এবং আল্লাহর রহমত হোক। তোমরা আমাদেরকে তোমাদের খবর দাও। তোমরা কি চাও আমরা তোমাদের খবর দিই? বর্ণনাকারী বলেন, আমরা কবর থেকে শুনতে পেলাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! তোমাদের উপর শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকত হোক।^২

হ্যরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ মৃতকে সম্মোধন করা কবরবাসীর জীবনের প্রমাণ করে এবং সাথে সাথে তিনি তাদের জীবন প্রমাণ করতে গিয়ে বলেছেন, আমরা তাদের কবর থেকে সালামের উত্তর শুনেছি।

হ্যরত আলুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ

হ্যরত আলুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ থেকে কবর পদদলিত করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

كَمَا أَكْرَهُ أَذَى الْمُؤْمِنِ فِي حَيَاتِهِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَذَاءً بَعْدَ مَوْتِهِ،

-যেমন কোন মু'মিনকে তাঁর জীবদ্ধায় কষ্ট দেওয়া আমি অপছন্দ করি, তেমনি কোন মু'মিনকে তাঁর মৃত্যুর পরে কষ্ট দেওয়া আমি অপছন্দ করি।^৩

হ্যরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ

ইবনে রবী থেকে বর্ণিত,

كُنْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ عُمَرَ فِي جَنَاحَةٍ فَسَمِعْ صَوْتَ إِنْسَانٍ بَصِيَحُ بَعَثَ إِلَيْهِ فَأَسْكَنَهُ
فَقُلْتُ لَهُ لَمْ أَسْكُنَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ إِنَّهُ يَتَأَذَّى بِهِ الْمَيْتُ حَتَّى يَنْدُخْ قَبْرَهُ،

-আমি ইবনে ওমরের সাথে একটি জানায়ায় ছিলাম। তখন তিনি কোন ব্যক্তির ক্রন্দনের আওয়াজ শুনলেন যে ক্রন্দন করছে। তখন তিনি তাঁর কাছে লোক পাঠালেন। সে তাকে নিশ্চূপ করালেন। আমি তাকে বললাম, হে আবু আব্দুর রহমান আপনি তাকে কেন নিশ্চূপ করালেন? তিনি বললেন, তাঁর ক্রন্দনে মৃত কষ্ট পায়, যতক্ষণ না তাকে কবরস্থ করা হয়।^৪

^১. পূর্বোক্ত;

^২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৬;

^৩. পূর্বোক্ত, প. ১২৫;

উল্লিখিত দু'টি বর্ণনায় মৃতের কষ্টের কথা বলা হয়েছে এবং কষ্ট অনুভূতি ব্যক্তিত হতে পারে না এবং অনুভূতি জীবন ব্যক্তিত অসম্ভব।

হ্যরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াকাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ

وَكَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ يُسْلِمُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُقْبَلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فَيَقُولُ أَلَا
تُسَلِّمُونَ عَلَى قَوْمٍ مُرْدُونَ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ،

-সা'দ ইবনে আবী ওয়াকাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ ওহদের শহীদদের প্রতি সালাম করতেন। অতঃপর নিজের সাথীদেরকে লক্ষ্য করতেন, তোমরা এমন জাতির প্রতি সালাম প্রেরণ করছ না কেন যারা সালামের উত্তর দেয়?'

হ্যরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াকাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ নিজ সাথীদের দ্বারা সালাম পাঠানোর কারণ হলো, তারা সালামের উত্তর দেয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি কবরের জীবনে বিশ্বাসী ছিলেন। কেননা সালামের উত্তর অনুভূতি ও জীবন ব্যক্তিত অসম্ভব।

হ্যরত ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ

إِنَّ الرَّائِرَ يَسْتَقْبِلُ الْقَبْرَ وَيَسْتَدِيرُ الْقِبْلَةَ لِرِأْءِ الْمَيْتِ،

-যিয়ারতকারীর উচিত কবরের দিকে মুখ করা এবং কেবলাকে পেছনে রাখা যাতে মৃত তাকে সহজে দেখতে পায়।^১

ইমাম শাফেয়ী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ

যখন ইমাম শাফেয়ী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ বাগদাদ পৌছালেন এবং ইমাম আবু হানিফার কবর যিয়ারতে গেলেন, সেখানে দু' রাকাআত নামায পড়লেন। তখন তিনি রফট ইয়াদাইন (নামাযে হাত উত্তোলন) করেননি। এক বর্ণনায় এসেছে যে, তা ফজরের নামায ছিল। তাতে তিনি দু'আয়ে কুনুত পড়েননি। কেউ এর কারণ জিজেস করলে তিনি বলেনেন, এ ইমামের সম্মানের কারণে আমি তা করেনি এবং তাঁর সামনে তাঁর বিরোধিতা করা বৈধ নয়।

এ থেকে ইমাম শাফেয়ীর দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হল যে, তাঁর বিশ্বাস মতে মৃত যিয়ারতকারীকে দেখতে পায়। তাই তিনি বলেছেন, আমি তাঁর সামনে তাঁর বিরোধিতা পছন্দ করি না।^২

^১. জালালুদ্দীন সুয়তী : শরহস সুদূর, পৃ. ৮৭;

^২. আল ইরফুশ শায়ী : ১:২০২;

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া

بِلِ الْعَذَابِ وَالنَّعِيمِ عَلَى النَّفْسِ وَالْبَدْنِ جَيْئِنَا بِإِنْقَاقِ أَهْلِ السُّنْنَةِ،

-বরং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে শান্তি ও নিয়ামত আজ্ঞা ও শরীর উভয়ের উপর হয়।^৩

فَآمَّا اسْتِمْنَاعُ الْمَيْتِ لِلأَصْحَوَاتِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَغَيْرِهَا فَحَقٌّ،

-মৃত ব্যক্তি কুরআন পাঠ এবং এ ছাড়া অন্য সব কিছু শ্রবণ করা সত্য।

আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম,

فَهَذَا نَصٌّ فِي أَنَّهُ يَغْرِفُهُ بِعِينِهِ وَيَرْدُ عَلَيْهِ السَّلَامَ،

-এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, সালাম প্রদানকারীকে মৃত বাস্তবে চিনে এবং তার সালামের উত্তর দেয়।^৪

সায়িদ মাহমুদ আহমদ আলুসী

فَدَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ إِلَى أَنَّهَا حَقِيقَةٌ بِالرُّوحِ وَابْخَسَدَ وَلَكِنَّ لَا تَنْدِرُهُ كَيْفًا في

هَذِهِ النَّشَأَةِ، وَاسْتَدَلُوا بِسَبِيقِ قَوْلِهِ تَعَالَى: عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿آل عمران: ١٦٩﴾ وَبِأَنَّ الْحَيَاةَ الرُّوحَانِيَّةَ الَّتِي لَيْسَتْ بِالْجَسَدِ لَيْسَتْ مِنْ خَوَاصِهِمْ فَلَا

يَكُونُ لَهُمْ إِمْبَارٌ بِذَلِكَ عَلَى مَنْ عَدَاهُمْ، عِنْدِي أَنَّ الْحَيَاةَ فِي الْبَرْزَخِ ثَابِتَةً لِكُلِّ
مَنْ يَمُوتُ مِنْ شَهِيدٍ وَغَيْرِهِ،

-অধিকাংশ সলফের মাযহাব হল, জীবন রুহ ও শরীর উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত; কিন্তু এ জীবনে তা আমরা অনুধাবন করতে পারিনা। কেননা ওই আধ্যাত্মিক জীবন যা শরীরের সাথে সম্পর্কিত নয় তা শহীদদের বৈশিষ্ট্য নয়। সুতরাং অন্যের মোকাবেলায় তাদের জন্য স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য কর না।^৫ ... আর আমার মতে, কবরজীবন প্রত্যেক মৃতের জন্য প্রমাণিত সত্য- চাই সে শহীদ হোক বা অন্য কেউ।

^১. আল খায়রাতুল হিসান অনুদিত : ১৫-১৬;

^২. ইবনুল কাইয়ুম : আর রুহ, পৃ. ১০;

^৩. ইকত্তিয়াউ সিরাতিল মুসতাকিম : ৩৭৯;

^৪. আলুসী : তাফসীর-এ রুহুল মা'আনী, পৃ. ২০২;

হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

﴿٧٨﴾

আল্লামা তাকীউদ্দীন সুবকী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

وَقَدْ عُرِفَ بِهَا أَنَّ حَيَّةً جَيْنَعَ الْمَوْتِ يَأْرُوا حِجَّهُمْ وَاجْسَادَهُمْ فِي قُبُورِهِمْ لَا تَكُونُ فِيهَا ،

-এ দ্বারা বুঝা যায় যে, সকল মৃত্যুর জীবন রহ ও শরীরের সাথে কবরে নিশ্চিত বিদ্যমান থাকে।^১

শায়খ আব্দুল হক দেহলভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিশ্বাস হল, সকল মৃত্যুর জন্য, বিশেষ করে নবীগণের জন্য অনুভূতি তথা জ্ঞান, শুনা ইত্যাদি প্রমাণিত এবং নিশ্চিত যে, কবরে প্রত্যেক মৃত্যুর প্রাণ ফিরে আসে।^২

কার্য সানাউল্লাহ পানিপতী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

يَصُحُّ أَنْ يُتَرَضَّ عَلَى الْإِنْسَانِ الْمَجْمُونُ الرَّكَبُ مِنَ الْجَسِيدِ وَالرُّوحُ مَقْعُدُهُ مِنَ
الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ وَيَحِسُّ اللَّهَ أَوِ الْأَمّْ وَيَسْمَعُ سَلَامَ الرَّاهِيرِ وَيَجِدُ الْمُنْكَرَ وَالنَّكِيرَ
وَنَحْوُ ذَلِكَ بِمَا بَيْتَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنْنَةِ ،

-এ কথা সত্য যে, আত্মা ও শরীরের সমষ্টিয়ে গঠিত মানুষের কাছে কবরে তার ঠিকানা পেশ করা হয়। (সে জান্নাতী হোক বা জাহানামী) এবং সে স্বাদ ও ব্যথা অনুভব করে, যিয়ারতকারীদের কথা শুনে, মুন্কার ও নকীরের উত্তর দেয়, এবং এরকম আরো অনেক ঘটনা সংঘটিত হয়, যা কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।^৩

ইমাম জালালুদ্দীন সুযুতী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

هُلْ يَعْلَمُ الْأَمْوَاتُ بِزِيَارَةِ الْأَخْيَاءِ فَنَعَمْ يَعْلَمُونَ بِذَلِكَ ،

-মৃত্যু কি জীবিতদের যিয়ারত ও তাদের অবস্থা জানে? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তারা তা জানে।^৪

এ 'জানা' থেকে বুঝা যায়, তারা জীবিত।

^১. শিফাউস সিকাম, পৃ. ১৫৩;

^২. জয়বুল কুলুব : অনুবাদ : ২১৪;

^৩. মায়হারী : তাফসীর-এ মায়হারী, ১০:১২৪-১২৫;

^৪. জালালুদ্দীন সুযুতী : আল হাতী লি ফাতওয়া, ২:৩০২;

হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

﴿٧٩﴾

আল্লামা আব্দুল গনী নাবলুসী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

هَذِهِ صَرِيفَةٌ فِي أَنَّ رُوْحَنِيَّاتِ الْمَوْتِ بَاجْسَامِهِنَّ الَّتِي فِي قُبُورِهِمْ وَإِنْ بَلِّيَتْ
أَجْسَامُهُمْ وَصَارَتْ تُرَابًا ،

-এটা সুস্পষ্ট যে, মৃত্যুর রহ তাদের শরীরের সাথে মিলিত হয় যদিও তাদের শরীর চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে মাটি হয়ে যায়।^৫

এ থেকে বুঝা যায় যে, শরীর অঙ্গত না-ও থাকলে আত্মার সাথে শরীরের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে এবং শান্তি বা নিয়ামত ভোগ করে। আর এটা জীবনকে বাধ্য করে।

মোল্লা আলী কারী হানাফী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

وَاعْلَمَ أَنَّ أَهْلَ الْحَقِّ إِنْفَقُوا عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَخْلُقُ فِي الْمَيْتِ نُوعَ حَيَّةٍ فِي الْقَرْبَ
فَدَرَ مَا يَتَأْمَمُ أَوْ يَكَلَّدُ ،

-জেনে রাখুন, সকল হকপছী এ কথার উপর একমত যে, মহান আল্লাহ কবরে মৃতকে এক প্রকার জীবন দান করেন, যার কারণে সে কষ্ট বা স্বাদ গ্রহণ করে।^৬

আল্লাম শামী হানাফী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

وَلَا يُرِدُ تَعْذِيبُ الْمَيْتِ فِي قَرْبِهِ لَأَنَّهُ تُوضَعُ فِي الْحَيَاةِ عِنْدَ الْعَائِمَةِ يُقْدِرُ مَا يَحِسُّ
بِالْأَلْمِ وَالْبَلْيَةِ لَيَسْتَ بِشَرْطٍ عِنْدَ أَهْلِ السُّنْنَةِ بَلْ تُجْعَلُ الْحَيَاةُ فِي تِلْكَ الْأَجْزَاءِ
الْمُنْفَرَقَةِ الَّتِي لَا يُدْرِكُهَا الْبَصَرُ ،

-কবরের শান্তিকে অশ্বিকার করা যাবে না; কেননা আলিমদের মতে কবরে মৃতকে কষ্ট অনুভব করার মত জীবন দান করা হয়। আহলে সুন্নাতের মতে শারীরিক কাঠামো বাকী থাকা জরুরী নয়; বরং শরীরের বিশিষ্ট অঙ্গের ভিতর রহ দেওয়া হয়, যা দৃষ্টিতে আসে না।^৭

^৫. আল্লামা আব্দুল গনী নাবলুসী : কাশফুন নূর, পৃ. ১২;

^৬. শরহে ফিলকহে আকবর : পৃ. ১২১;

^৭. শামী : ফাতওয়া-এ শামী, ৩:৮৩৫;

হায়াতুনবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(৮০)

আল্লামা আব্দুল হাকীম সিয়ালকোটি রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

لَا يَنْفَيْ عَلَيْكَ أَنَّ لِيَسَ الْمُرْدُ بِالْحَيٍّ هُنَّا مَا يُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ وَيَصُدُّ عَنْهُ
الْأَقْعَالُ الْإِخْتِيَارِيَّةُ بَلْ مَا يَدْرِكُ الْأَمْ وَاللَّذَّةُ فَإِذَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ إِذْرَاكًا يَكُونُ
سَبَبًا لِإِذْرَاكِ الْأَمْ وَاللَّذَّةِ يَكُونُ حَيًّا ،

-তোমার নিকট এ কথা গোপন নয় যে, জীবিত দ্বারা এমন জীবিত উদ্দেশ্য নয় যার ভেতর পুরোপুরি রহ দেওয়া হয়েছে এবং তার থেকে দুনিয়ার জীবনের মত ইচ্ছামাফিক কাজ নেয়া হয় বরং এতটুকু জীবন উদ্দেশ্য যা দ্বারা কষ্ট ও আরাম অনুভব হয়। যখন আল্লাহ তার ভেতর অনুভূতি শক্তি সৃষ্টি করে দেন তখন সে আরাম ও কষ্ট অনুভব করে। ফলে তাকে জীবিত বলা হয়, (জড় পদার্থ বলা হয় না)।^১

আল্লামা আন্�ওয়ার শাহ কাশ্মীরী

أَقُولُ: وَالْأَحَادِيثُ فِي سَيَاعِ الْأَمْوَاتِ قَدْ بَأَغَتَ مَبْلَغَ التَّوَافِرِ .

-আমার মতে, মৃত শুনার ব্যাপারে হাদীসসমূহ মুতাওয়াতির স্তরে পৌছেছে।^২

মাওলানা খলীল আহমদ

كَمَا هِيَ حَاصِلَةٌ لِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بِجُمِيعِ النَّاسِ ،

-(নবীগণ ও শহীদগণের পার্থিব জীবন অর্জিত, কবরের জীবন নয়) যে রকম কবরের জীবন সকল মুসলমানের বরং সকল মানুষের অর্জিত হয়।^৩

আল্লামা শিক্ষিক আহমদ ওসমানী

إِنَّ سَيَاعَ الْمَوْتِ ثَابِتٌ فِي الْجُمْلَةِ بِالْأَحَادِيثِ الْكَثِيرَةِ الصَّحِيفَةِ ،

-নিশ্চয় মৃতলোক শুনে বিষয়ক হাদীসসমূহের গণনা অনেক বেশী ও বিশুদ্ধ।^৪

^১. হানিফায়ে খেয়ালী : পৃ. ১১৮;

^২. আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী : ফয়ফুল বারী ফি শরহে বুখারী, ২:৪৯৭;

^৩. ইবনে মুন্দাহ : আল মুহাম্মদ, পৃ. ১৩;

^৪. ফতুল্লাহ মুলহিম, ২:৪৭৯;

হায়াতুনবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(৮১)

মাওলানা আব্দুল হাই

بِالْجُمْلَةِ لَمْ يَدْلِ دَلِيلٍ قَوِيٍّ عَلَى نَفْيِ سَيَاعِ الْمَيْتِ وَإِذْرَاكِهِ وَفَهْمِهِ وَتَأْمِلِهِ لِأَمْنِ
الْكِتَابِ وَلَا مِنَ السُّنْنَ بَلْ سُنْنَ الصَّحِيفَةِ الصَّرِيمَةِ دَالَّةٌ عَلَى تُبُوْبَهَا لَهُ
الْأَحَادِيثُ الدَّالَّةُ عَلَى أَنَّ الْمَيْتَ يَتَأْذِي مِنْهُ الْحَيُّ ،

-সারমর্ম হল, কুরআন ও সুন্নাতের কোন শক্তিশালী দলীল মৃতলোকের শুনা, জানা, বুঝা ও চিন্তা করার ব্যাপারে অস্বীকৃতি করে না। বরং সহীহ হাদীস দ্বারা এ সব বিষয় প্রমাণিত। হাদীসসমূহ এ কথা প্রমাণ করে যে, জীবিতরা যা দ্বারা কষ্ট পায় মৃতরাও তা দ্বারা কষ্ট পায়।

الْأَحَادِيثُ الصَّحِيفَةُ الدَّالَّةُ عَلَى أَنَّ الْمَيْتَ يَمْسَعُ السَّلَامَ مَنْ يُسْلِمُ عَلَيْهِ
وَيَجِئُبُ السَّلَامَ وَيَفْهَمُ كَلَامَ الْأَخْيَاءِ أَقْوَالُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّالَّةُ عَلَى أَنَّ
الْمَيْتَ يَسْتَأْسِسُ بِزَائِرِهِ وَيَجِئُبُ سَلَامُهُ ،

-বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, মৃত সালাম প্রদানকারীর সালাম শুনে, তার উত্তর দেয় এবং জীবিতদের কথা শুনে। নবী করীম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পরিত্র বাণী দ্বারা বুঝা যায় যে, মৃতলোক যিয়ারতকারী দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে এবং তার সালমের উত্তর দেয়।^৫

মাওলানা ওয়াহাবীদুজ্জামান

وَلِذَلِكَ تَسْمَعُ الْمَوْتِي فِي الْقُبُوْرِ سَلَامَ الرَّازِيرِينَ وَكَلَامَهُمْ وَتَعْرِفُونَ مَنْ يُسْلِمُ
عَلَيْهِمْ ،

মৃতরা যিয়ারতকারীদের সালাম ও তাদের কথা শুনে এবং তারা সালাম প্রদানকারীকে চিনে।^৬

শায়খ মুহাম্মদ আলাবী মালেকী

إِنَّ الْحَيَاةَ الْبَرْزَخِيَّةَ حَيَاةٌ حَقِيقَةٌ وَلَمْ يَسْمَعْ وَيَجِئُبُ سَوَاءً كَانَ
مُؤْمِنًا أَمْ كَافِرًا ،

^৫. আব্দুল হাই লাখনৌজী : উমদাতুর রে'আয়া শরহে বেকায়া, সৈমান পর্ব, ২:২৫৪;

^৬. হাদিয়াতুল মুবতাদী : পৃ. ৫৯;

হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(৮২)

-নিচয় কবরের জীবন বাস্তব জীবন। নিশ্চয় মৃত শুনে, অনুভব করে এবং চিনে,- মৃত মু'মিন হোক বা কাফির।^১

হায়াতুন্নবীর উপর সাধারণ দঙ্গীল

পূর্বের আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে, মু'মিন নয় বরং কাফিরের জন্যও কবরের জীবন প্রমাণিত। হ্যাঁ কাফির ও মু'মিনের জীবনের মাঝে তারতম্য রয়েছে। তেমনি নবীগণ আলায়হিমুস সালাম-এর জীবন মর্যাদা হিসাবে নবী নয় এমন লোকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হিহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জীবন সকল নবীগণের জীবনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হিওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে,

إِنَّكَ مَيْتٌ وَلَئِمُّ مَيْتُونَ

-হে মাহবুব আপনিও ইন্তেকাল করবেন এবং তারাও ইন্তেকাল করবে।^২

দঙ্গীল পঞ্জীতি

এ পবিত্র আয়াতে সংযোগ অব্যয় 'الواو' উল্লেখ করা হয়েছে এবং সংযোগ অব্যয় শব্দ ও অর্থের মাঝে ভিন্নতার দাবী রাখে। নিম্নে এব্যাপারে কিছু আলোচনা তুলে ধরা হল।

আল্লামা আব্দুর রহমান জামী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন,
أَلْوَأْ أَيْ أَصْلُهَا الْعَطْفُ وَهِيَ ذَلِيلُ الْأَنْفَصَالِ،
‘ওয়াও’ যা মূলতঃ আত্ম এবং তা ভিন্নতা বুঝায়।^৩
আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম (ইবনে তাইয়মিয়ার শিষ্য) এভাবে বর্ণনা করেন,
وَحَقِيقَةُ الْعَطْفِ الْمُغَابِرَةُ،

-সংযোজনের আসল হলো ভিন্নতা।^৪

তিনি অন্য স্থানে এভাবে উল্লেখ করেন,

فَعَطْفُ الرَّحْمَةِ عَلَى الصَّلَاةِ فَاقْتَضَى ذَلِكَ تَعَابِرُهُمَا هَذَا أَصْلُ الْعَطْفِ،

^১. মাফাহীম : পৃ. ২৪৪;

^২. আল কুরআন : সুরা জুমার, ৩৯/৩০;

^৩. জামী : শরহে জামী : পৃ. ৯৬;

^৪. মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর জাওয়ী : জালাউল আফহাম, পৃ. ১১২;

হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(৮৩)

-রহমতকে সালাতের উপর সংযোগ করা হয়েছে, তাই এই সংযোগ উভয়ের মাঝে ভিন্নতা বুঝায় এবং এ ভিন্নতাই সংযোগের মূলনীতি।^১

এসকল উক্তির আলোকে বলা যায়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পরের জীবন অন্যদের জীবনের সাথে তুলনা হতে পারে না; বরং পার্থক্য রয়েছে এবং তাঁর জীবন অবস্থা, প্রকার ও মর্যাদা হিসাবে অনেক উচ্চমানের। তাই এ আয়াতে বিশেষভাবে তাঁর ওফাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

জীবন দিয়েছেন অর্থ জীবিত না...!

ইসলামের প্রাথমিক যুগে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম খেজুরগাছের একটি শুক্র কাঠের সাথে টেস লাগিয়ে খুতবা দিতেন। তাই তাঁকে অনেকশং দাঁড়িয়ে থাকতে হত। সাহাবায়ে কেরাম তাতে কষ্ট অনুভব করতেন আর তাঁরা অবেদন করলেন, আপনার জন্য একটি মিস্বার তৈরি করা হোক যার উপর বসে আপনি খুতবা দিবেন। এক বর্ণনা মতে, ওই আবেদনকারী ছিল একজন রমণী। তিনি বললেন আমার সন্তান কাঠমিস্ত্রি। লাকড়ির কাজ-কারবার করে, যদি আপনার অনুমতি হয় আমি মিস্বার তৈরি করে আপনার দরাবারে পেশ করব। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওই আবেদন গ্রহণ করলেন। মিস্বার তৈরি করে মসজিদে নববীতে আনা হল। যখন পরবর্তী জুমায় নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মিস্বারে বসে খুতবা দেওয়া আরম্ভ করলেন, তখন সেই খেজুর খণ্ড বুঁকে গেল যে, আজ আমার প্রিয় আকা আমাকে ছেড়ে মিস্বারকে তার সৌন্দর্য দিয়ে যাচ্ছেন তখন সে বিলাপ করা আরম্ভ করল। যখন তিনি এ অবস্থা দেখলেন তখন তিনি মিস্বার থেকে নেমে খেজুরখণ্ডের কাছে গেলেন এবং তার উপর দয়ার হাত রাখলেন। তখন সে ফুঁপিয়ে কেঁদে বাচ্চার মত নিশ্চৃপ হয়ে যায়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত,
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِلَى جَمْعٍ، فَلَمَّا أَخْدَى الْمِنْبَرَ تَحَوَّلَ إِلَيْهِ
فَحَنَّ الْجِنْدُ فَأَتَاهُمْ قَمْسَحٌ يَدَهُ عَلَيْهِ،

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একটি খেজুরের খুঁটিতে ভর দিয়ে খুতবা দিতেন, যখন মিস্বার তৈরী হল তখন তার দিকে

^১. পৰ্বোজ, পৃ. ৮৩;

হায়াতুনবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(৮৪)

প্রত্যাবর্তন করলে সেই শাখা ক্রন্দন করা আরম্ভ করলো। নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাশরীফ নিয়ে যান এবং তার উপর অনুকম্পার হাত রাখলেন।^১

হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ থেকে বর্ণিত,

فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ صِبَاحَ الصَّبِيِّ، ثُمَّ نَزَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَّمَهُ إِلَيْهِ، تَثِنُ أَئِنَّ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسْكَنُ.

—খেজুরের শাখা বাচ্চার মত কাঁদতে আরম্ভ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মিম্বার থেকে নেমে তাকে বগলে নিয়ে নিলেন, যেভাবে ক্রন্দনরত বাচ্চাকে কান্না থামানো হয়।^২

হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ ওই শাখার অবস্থা এভাবে বর্ণনা দেন যে,

فَسَمِعْنَا لِذَلِكَ الْجِدْعَ صَوْنًا كَصَوْنِيَّتِ الْعِشَارِ، حَتَّى جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَسَكَنَتْ،

—আমরা ওই কাঁওের ধৰনি শুনেছি। সে ওইভাবে কাঁদছিলে যেভাবে কোন উটনি তার হারানো বাচ্চার জন্য ক্রন্দন করে। এমনকি নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিচে তাশরীফ নিয়ে গিয়ে নিজের দয়ার হাত তার উপর রাখলেন এবং তখন সে নিশ্চৃপ হয়ে যায়।^৩

এ সকল বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, শুকনা লাকড়ি- যার কোন অনুভূতি নেই, যে জ্ঞান ও অনুধাবন থেকে বঞ্চিত রাসূলের সংস্পর্শের দরুণ যদি তার ভেতর জীবন এসে যায়, তবে আপনি ধারণা করুন, যার সংস্পর্শে জড় পদার্থ জীবন লাভে ধন্য হয় ওই মহানবীর কি পরিমাণ জীবন নসীব হবে!

হায়াতুনবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(৮৫)

দ্বিতীয় ভাগ

হায়াতুনবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

১. পবিত্র কুরআনের আয়াতের আলোকে হায়াতুনবী
২. পবিত্র হাদীসের আলোকে হায়াতুনবী
৩. আকাবেরীনদের উক্তির আলোকে হায়াতুনবী

^১. বুখারী : আসু সহীহ, মানাকিব পর্ব, ইসলামে নবৃত্তের আলামত অধ্যায়, ১:৫০৬-৫০৭; হাদীস : ৩৫৮৩;

^২. বুখারী : আসু সহীহ, মানাকিব পর্ব, ইসলামে নবৃত্তের আলামত অধ্যায়, ১:৫০৬-৫০৭, হাদীস : ৩৫৮৪;

^৩. বুখারী : আসু সহীহ, মানাকিব পর্ব, ইসলামে নবৃত্তের আলামত অধ্যায়, ১:৫০৬-৫০৭, হাদীস : ৩৫৮৫;

হায়াতুন্নবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(৮৬)

হায়াতুন্নবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(৮৭)

প্রথম অধ্যায়

পবিত্র কুরআনের আয়াতের আলোকে হায়াতুন্নবী
সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

এ পুস্তকের মূল উদ্দেশ্য হল হায়াতুন্নবী (প্রিয় নবীর ওফাত পরবর্তী জীবন)কে তুলে ধরা। এ বিষয়টি সহজভাবে বুঝার জন্য আমরা কবরের জীবন নিয়ে আলোকপাত করেছি, যাতে সাধারণ লোকের জীবন ও নবীর জীবনের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়। আমি কবরের জীবন আলোচনা করতে গিয়ে নবী করীম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনের উপর সাধারণভাবে দলীল তুলে ধরেছি। এখন আমি পবিত্র কুরআনের আয়াতের আলোকে সম্মানিত নবীগণ আলায়হিমুস সালাম-এর জীবনকে প্রমাণ করব এবং তা দ্বারা মহানবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন উত্তমরূপে প্রমাণিত হবে। সবশেষে নবী আকরাম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন নিয়ে আলোচিত বিশেষ আয়াতসমূহ তুলে ধরব।

উভয় প্রকার আয়াত থেকে দু'একটি নিম্নে তুলে ধরা হল

১. মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلِكِنْ

لَا تَشْعُرُونَ ﴿١﴾

-আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত বলে না; বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা তা অনুধাবন করো না।^১

২. মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَلَا تَحْسِنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًاۚ بَلْ أَحْيَاهُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿٢﴾ فَرِحِينَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔

^১. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২/১৫৪;

وَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ حَلْفِهِمْ أَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ

-যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে মৃত ধারণা করো না; বরং তারা জীবিত, তারা তাদের রব হতে জীবিকা প্রাণ হয়। আল্লাহ সীয় অনুগ্রহে তাদেরকে যা দান করেছেন, তাতেই তারা পরিতৃষ্ঠ। আর যারা পশ্চাতে থেকে তাদের সাথে সম্মিলিত হয়নি, তাদের এ অবস্থার প্রতিও তারা সম্মত, এ জন্য যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দৃঢ়খিত হবে না।^১

দলীল

এ দুটি আয়াত শহীদদের জীবনকে স্পষ্ট করে। সমানিত নবীগণের মর্যাদা যেহেতু শহীদদের অনেক উপরে সেহেতু তাঁদের জন্য অবশ্যই জীবন প্রমাণিত। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদা তো আরো অনেক উপরে। তাই তাঁর কবরের পবিত্র জীবনও প্রমাণিত হয়।

হ্যার সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শাহাদাতের মর্যাদা কিভাবে লাভ করেছেন?

ইযাম তকীউন্দীন সুবকী এসব আয়াতের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, এ আয়াত কয়েক পদ্ধতিতে নবী করীম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অঙ্গৰ্জ করে।

أَخْدُمُهُمَا أَنَّ هَذِهِ رُبْتَهُ شَرِيفَةُ أَغْطِيَتْ لِلشَّهِيدِ كَرَامَتِهِ لَهُ وَلَا رَبِّهِ أَغْلِيَ مِنْ رُبْتَهُ
الْأَنْبِيَاءِ وَلَا شَكَ أَنَّ حَالَ الْأَنْبِيَاءِ أَغْلَى وَأَكْمَلَ مِنْ حَالِ جَمِيعِ الشَّهَدَاءِ
فَيَسْتَخْلِفُ أَنْ يُخْصِلَ كَمَأْلِ لِلشَّهَدَاءِ وَلَا يُخْصِلَ لِلْأَنْبِيَاءِ لَا سِيَّماً هَذَا الْكَمَأْلُ
الَّذِي يُوجَبُ ذِيَادَةَ الْقُرْبِ وَالْوُلُوفِيَّ وَالْعَيْنِ وَالْإِنْسِ بِالْعُلَى الْأَعْلَى وَالثَّانِيُّ أَنَّ
هَذِهِ الرُّبْتَهُ حَصَّلَتْ لِلشَّهَدَاءِ أَجْرًا عَلَى جَهَادِهِمْ وَيُؤْلَمُ أَنْفُسَهُمْ لَهُ تَعَالَى
وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الَّذِي سَنَّ لَنَا ذَالِكَ وَدَعَانَا إِلَيْهِ وَهَذَا نَاهَلُهُ

يَإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَوْفِيقِهِ وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَنْ سَنَّ حَسَنَةٍ فَلَمْ
أَجْرَهَا وَاجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَنَ سَنَّةَ سَيِّنَةً فَعَلَيْهِ وَزَرَهَا
وَوَزَرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَعَا إِلَى
هَذِي كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ أَجْرُهُ مَنْ يَتَبَعَّهُ لَا يَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ أَجْرُهِمْ شَيْئاً
وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَنْثِيَّ مِثْلَ إِثْمِ مَنْ يَتَبَعَّهُ لَا يَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ
إِثْمِهِمْ شَيْئاً وَالْأَخْادِيْنَ الصَّحِيْحُونَ فِي ذَالِكَ كَثِيرٌ مَمْشُوْرٌ فَكُلُّ أَجْرٍ
حَصَّلَ لِلشَّهِيدِ حَصَّلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكُذا أَقُولُ أَنَّ جَمِيعَ
حَسَنَاتِنَا وَأَعْمَلَنَا الصَّالِحَةَ وَعِبَادَاتِ كُلُّ مُسْلِمٍ مُسْتَرٍ فِي صَحَافَتِنِي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِيَادَةً عَلَى مَا لَيْلَهُ مِنَ الْأَجْرِ وَيَحْصُلُ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنَ الْأَجْرِوْرِ بَعْدِ أَمْرِهِ أَصْعَافًا لَا يَنْقُصُهَا أَلَا اللَّهُ تَعَالَى وَيَقْصُرُ الْعَقْلُ
عَنْ إِذْرَاكِهَا التَّالِيَّتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَهِيدُ فَإِنَّ اللَّهَ
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سَمِعَ بِخَيْرٍ وَأَكَلَ مِنَ الشَّاةِ الْمَسْمُومَةِ وَكَانَ ذَلِكَ سَمَاقِ تَلَأْ
مِنْ سَاعِيَهِ مَاتَ مِنْهُ بَشِيرُ بْنُ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَيَقْنَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَذَالِكَ مُغَرَّزَةً فِي حَقْقِهِ صَارَ أَمَّ السَّمَمِ يَتَعَاهِدُهُ إِلَى أَنَّ مَاتَ بِهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي مُرْضِوِ الْذِي مَاتَ فِيهِ مَا زَالَتْ أَكْلُهُ خَيْرٌ تَعَادِيَ حَتَّى
كَانَ أَلَآنَ أَوَانِ قَطْعَتِ آبَهِرِيَّ قَالَ الْعَلَمَاءُ فَجَمِيعُ اللَّهُ لَهُ بِذَالِكَ بَيْنَ النَّبَوَةِ
وَالشَّهَادَةِ.

-প্রথমত এ মহান মর্যাদা শহীদকে সম্মানার্থে দেওয়া হয়। আর নবীগণের চেয়ে উচু কারো মর্যাদা থাকতে পারে না। একথায় কোন সন্দেহ নেই যে, নবীদের অবস্থা শহীদদের অবস্থার চেয়ে উচু ও পরিপূর্ণ। এটা অসম্ভব যে, শহীদগণ পরিপূর্ণতা লাভ করবে আর নবীগণ

^১. আল কুরআন : সুরা আলে ইমরান, ৩/১৬৯-১৭০;

হায়াতুনবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(৯০)

তা থেকে বধিত থাকবেন। বিশেষ করে যে গুণ মহান সত্তার নৈকট্য, নিয়ামত ও মুহাব্বাত বেশী হওয়াকে অপরিহার্য করে দেয়।

দ্বিতীয়ত আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ও নিজ প্রাণ আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করার কারণে প্রতিদান হিসাবে শহীদগণের মহৎ মর্যাদা অর্জিত হয়। আর নবী আকরাম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তো এই মহান ব্যক্তি যিনি আল্লাহর নির্দেশক্রমে আমাদেরকে সেদিকে ডেকেছেন এবং আমাদেরকে সেদিকে পথ দেখিয়েছেন। নবী করীম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি ভাল কাজ চালু করল সে তার পুণ্য তো পাবেই এবং কিয়ামত পর্যন্ত তার উপর আমলকারীর পুণ্যও সে পাবে আর যে খারাপ কাজ আবিষ্কার করল তার পাপ তো সে পাবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আমলকারীর পাপও সে লাভ করবে।' নবী আকরাম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি কাউকে ভাল পথে ডেকেছে তখন সে এত পরিমাণ পুণ্য পাবে, যে পরিমাণ ওই ভাল পথে আমলকারী পাবে। তাদের পুণ্যে কোন ধরনের কমতি হবে না। আর যে ব্যক্তি কাউকে পথঅঙ্গতার দিকে আহবান করল তখন তার ডাকে সাড়াদানকারী সম্পরিমাণ পাপ সে পাবে; তাদের পাপে কোন কমতি হবে না।'

এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ হাদীসে অনেক বর্ণনা রয়েছে। তাই প্রত্যেক পুণ্য যা শহীদগণের অর্জিত হবে তা নবী করীম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এরও অর্জিত হবে। কেননা তিনি মাথা থেকে আপাদমস্তক কল্পাণের কেন্দ্র। তেমনি আমাদের ভাল আমল ও পুণ্যসমূহও আর প্রত্যেক মুসলমানদের ইবাদতসমূহ আমাদের সম্মানিত নবীর আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয়। তাই তাঁর আমলনামায় নিজের পুণ্যের সাথে সাথে সকল উচ্চতরের আমলের পুণ্যও সংযোজন করা হচ্ছে। যা মহান আল্লাহ ব্যক্তিত আর কেউ অনুমান করতে পারবে না। মানুষের বিবেক তা বুঝতে অক্ষম।

তৃতীয়ত নবী আকরাম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বাস্তবে শহীদ। কেননা নবী আকরাম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে খায়বার যুদ্ধের সময় বিষপান করানো হয়েছিল এবং তিনি বিষ মিশ্রিত ছাগলের গোস্ত ভক্ষণ করেছিলেন। যা ছিল প্রাণবিনাশক বিষ। বিষের ইবনে বারা^১ তা ভক্ষণ করাতে তিনি সেখানেই ইন্তেকাল

হায়াতুনবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(৯১)

করেন এবং নবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জীবিত ছিলেন। তা তাঁর মু'জিয়ার অস্তর্ভুক্ত ছিল। বিষের প্রভাব রাসূলের ইন্তে কাল পূর্ব পর্যন্ত ছিল আর এভাবে মহান আল্লাহ তাঁর জন্য নবৃত্যত ও শাহাদতকে একত্র করলেন।^২

প্রথম কারণে একথা স্পষ্ট যে, নবী করীম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সকল নবীর উপর মর্যাদা রাখেন, যার উপর কুরআন-হাদীসের অনেক দলীল বিদ্যমান।

যেমন প্রিয় রাসূল সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ أَكْمَ بَوْمَ الْفِيَامَةِ وَلَا فَخْرٌ

-আমি কিয়ামতের দিন সকল মানবের সরদার হব এবং তাতে আমার কোন গর্ব নেই।^৩

দ্বিতীয় কারণের দৃঢ়তায় অনেক হাদীসের আলোচনা দলীল হিসাবে এসেছে। কিন্তু হ্যরত হাসনায়ন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা-এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করলে তা আরো স্পষ্ট হবে। নবী আকরাম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে দুনিয়ায় পুল্প হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁদের মধ্যে হ্যরত ইমাম হুসায়ন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর শাহাদত হয়েছে আর ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর শাহাদত হয়েছে অপ্রকাশ্যভাবে। যেরকম বাহ্যিকদৃষ্টিতে গাছের ডালে লাগানো ফল দেখে মনে হয় তা সেই ডালের ফল কিন্তু বাস্তবের চোখে দেখলে মনে হবে তা আসলে শিকড়ের ফল। কেননা যদি শিকড় না থাকত তাহলে সে ফল কোথেকে আসত। তেমনি প্রকাশ্য শাহাদত ও অপ্রকাশ্য শাহাদত রাসূল সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উভয় ফুল হাসান-হুসায়নের মাঝে পাওয়া গেছে। বাহ্যিকদৃষ্টিতে দেখলে সেই শাহাদাত নবৃত্যতের বাগানের এ ফুলদ্বয়ের মধ্যে বিদ্যমান, কিন্তু বাস্তবতার আলোকে দেখলে দেখা যায় যে, তা নবৃত্যতের ফয়েয়ের অস্তর্ভুক্ত ছিল। কেননা ওই ফয়েয় না হলে তাঁদের মাঝে শাহাদত প্রকাশ পেত না।

তৃতীয়ত, নবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিষপানের কারণে শাহাদাত লাভ করেছেন। কিন্তু মাঠে-ময়দানে প্রকাশ্যে শহীদ না হওয়ার কারণ

^১. শিকাউস সিকাম, পৃ. ১৪০-১৪১;

^২. তাৰিখী : মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ. ৫১৩;

হায়াতুন্মুবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(৯২)

ছিল মহান আল্লাহ ওরাদা রক্ষা করা, (আল্লাহ আপনাকে লোকদের থেকে হেফায়ত করবেন।)^১ কেননা তাঁকে শাহাদাত দান করলে মহান আল্লাহর অঙ্গীকারের বিপরীত হবে। নতুবা হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এটা বলতেন না যে, আমি নয়বার কসম করে একথা বলা পছন্দ করি যে, নবী করীম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শহীদ হয়েছেন, তিনি শহীদ হন নি তা একবার কসম করে বলা থেকে।
এ তিনি কারণ ব্যতীত আরেকটি কারণ দেখুন, যা হ্যরত জুনায়দ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছেন,

مَنْ كَانَتْ حَيَاةُ بِنَفْسِهِ يَكُونُ مَمْأُوتُ بِذَهَابِ رُوْحِهِ وَمَنْ كَانَتْ حَيَاةُ بِرَبِّهِ فَإِنَّهُ يَسْتَقْدِمُ مِنْ حَيَاةِ الطَّبَعِ إِلَى حَيَاةِ الْأَصْلِ وَهِيَ الْحَيَاةُ الْحَقِيقَةُ وَإِذَا كَانَ الْقَيْنِيلُ يَسْيِفُ الشَّرِيعَةَ حَيَا مَرْزُوقًا فَكَيْفَ مَنْ قُتِلَ يَسْيِفُ الصَّدْقَ وَالْحَقِيقَةَ ،

-যে নিজের আত্মার সাথে জীবিত সে রূহ বের হয়ে যাওয়ার পর মৃত হয়ে যায়। যে নিজের রবের সাথে জীবিত সে মরে না বরং সে স্বাভাবিক জীবন থেকে প্রকৃত জীবনের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। যখন শরীয়তের তলোয়ার দ্বারা নিহত ব্যক্তি জীবিত এবং রিয়িকপ্রাণ হয় তখন সত্য ও বাস্তবতার তলোয়ার দ্বারা নিহত ব্যক্তি কতইনা মহান জীবনের অধিকারী হবে।^২

একথা সত্য যে, ওই রাস্তায় মহানবীর চেয়ে বড় পথিক আর কেউ নেই। উল্লিখিত বিষয় গুলি সামনে রাখলে একথা স্পষ্ট হয় যে, নবী আকরাম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করা হয়েছে বরং তিনি মহান শাহাদাতের মর্যাদা জাল করেছেন। কেননা নবী আকরাম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দানকৃত জীবন শহীদদের জীবনের তুলনায় অনেক মহান।

৩. মহান আল্লাহ বলেন,

وَسْأَلْنَاهُ مِنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ

الرَّحْمَنِ إِلَهَهُ يُعْبُدُونَ ﴿٤﴾

^১. আল কুরআন : সূরা মায়দা, ৫/৬৭;

^২. ইসমাঈল হকী : তাফসীর-এ রহস্য বয়ান, ২:১২৫-১২৬;

হায়াতুন্মুবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(৯৩)

-আপনার পূর্বে আমি যেসব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, আমি কি দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ স্থির করেছিলাম, যাদের ইবাদত করা যায়।^১

দলীল পদ্ধতি

হ্যরত ইবনে আবুস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

لَمَّا أُشْرِيَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بَعْثَتِ اللَّهُ لَهُ آدَمَ وَجَمِيعَ الْمُرْسَلِينَ مِنْ وَلَدِهِ، فَأَدَنَ جِبْرِيلُ ثُمَّ أَقَامَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ تَقْدَمْ فَصَلِّ يَهْبِمْ فَلَمَّا قَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاسْأَلْ يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَلْيَةً، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَسْأَلُ لِأَنِّي لَسْتُ شَاكِنَ فِيهِ،

-মি'রাজ রাতে ছয়ুর সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে যখন মসজিদে আকসায় পৌছানো হলো, তখন মহান আল্লাহ হ্যরত আদম ও তাঁর সন্তানদের থেকে সকল নবী-রাসূলকে মসজিদে একত্রিত করলেন। জিব্রাইল আলায়হিস সালাম আযান দিলেন এবং ইকামত বললেন আর আবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আগে বাডুন, তাঁদেরকে নিয়ে নামায আদায় করুন। যখন তিনি নামায থেকে অবসর হলেন, তখন হ্যরত জিব্রাইল আলায়হিস সালাম আরয করলেন, এসকল রাসূল যাঁদেরকে আপনার পূর্বে প্রেরণ করা হয়েছে জিজ্ঞেস করুন, তখন তিনি বললেন, আমি জিজ্ঞেস করব না, কেননা তাতে আমার সন্দেহ নেই।^২

এ পবিত্র আয়াত দ্বারা বিভিন্ন পদ্ধতিতে সম্মান নবীগণের ওফাত পরবর্তী জীবন প্রমাণিত হয়, যার বিবরণ নিম্নরূপ-

১. সম্মানিত নবীগণের প্রতি জিজ্ঞেস করার আদেশ দেওয়ার অর্থ দ্বারা বুঝা যায় তাঁদের জীবন বিদ্যমান।

আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম বলেন,

وَهَذَا السَّلَامُ وَالْخُطَابُ وَالنَّدَاءُ لِمَوْجُودٍ يَسْمَعُ ،

^১. আল কুরআন : সূরা মুথরক, ৪৩/৪৫;

^২. রায়ি : তাফসীর-এ কবীর, ২৭:২১৬;

হায়াতুনবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১৪)

-এই সালাম, সম্বোধন ও আহবান করা এমন ব্যক্তির জন্য সঠিক যে
শ্রবণের যোগ্যতা রাখে।^১

আর শ্রবণ জীবন ব্যতীত অসম্ভব।

২. মহান আল্লাহ নবী করীম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে রাসূলগণ
থেকে জিজেস করার আদেশ দিয়েছেন। যদি তা সম্ভব না হত এবং তাঁদের জবাব
দেওয়ার মত জীবন না থাকত তখন তো তা অসাধ্যের আদশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে
যায়, যা বাতিল এবং মহান আল্লাহ সেরকম আদেশ দিতে পারেন না। মহান
আল্লাহ সেদিকে ইঙ্গিত করে বলেন, নবী করীম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম
আল্লাহ তার সাধ্যের অতিরিক্ত কর্তব্য পালনে বাধ্য করেন না।^২

৩. তখন তো নবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামও সে কাজ করতে
সক্ষম হতেন না। রাসূল সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষে
আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করা অসম্ভব। কেননা কুরআন মজীদে নবী করীম
সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্দর চরিত্রের বিবরণ এভাবে বর্ণনা
করা হয়েছে যে,

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿١﴾

-আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।^৩

যার তাফসিলে হ্যরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন,
كَانَ خُلُقُهُ الْفُرْqَانُ،

-তাঁর চরিত্র ছিল জীবন্ত কুরআন।^৪

আর তাফসিরে হ্যরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন -
مَلَكَةٌ يَصْنَعُ الْأَفْعَالَ بِسَهْوَتَهُ مِنْ غَيْرِ تَكْلِفٍ (চরিত্র) মানে
যার কারণে সকল কাজ সহজের সাথে কষ্ট ব্যতীত আদায় করা যায়। এখনে
সহজ তো দূরের কথা আমলও সম্ভব না। তাই সে আদেশকে আদায় করা মেনে
নিতে হবে এবং সে আদেশের উপর আমল ঐ সময় সম্ভব যখন সকল নবীর
জন্য জীবন মেনে নেওয়া হয়।

^{১.} ইবনুল কাইয়ুম : আর জহ, পৃ. ১৪;

^{২.} আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২/২৮৬;

^{৩.} আল কুরআন : সূরা আল কুলম, ৬৮/৮;

^{৪.} রায়ি : তাফসীর-এ কবীর, পৃ. ৬০২;

হায়াতুনবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১৫)

উল্লিখিত বর্ণনায় এসেছে প্রিয় নবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম
সম্মানিত নবীগণ থেকে জিজেস করেননি। কিন্তু ইমাম তকীউদ্দীন সুবকী
রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, নবী করীম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম
নবীগণ থেকে জিজেস করেছেন। তিনি বলেন,

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاهُمْ لِيَلَّةَ الْأَشْرَاءِ ،

-নিশ্চয়ই নবী করীম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মি'রাজ
রজনীতে নবীগণকে জিজেস করেছেন।^১

৪. মহান আল্লাহ বলেন,

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى الْأَنْاسِ

وَيَكُونَ أَرْرَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴿٢﴾

-এভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী জাতির পে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে
তোমরা মানবগণের জন্যে সাক্ষী হও এবং রাসূলও তোমাদের জন্যে
সাক্ষী ও রক্ষাকারী হয়।^২

৫. মহান আল্লাহ বলেন,

فَكَيْفَ إِذَا جَفَنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ

شَهِيدًا ﴿٣﴾

-অন্তর তখন কী দশা হবে, যখন আমি প্রত্যেক জাতী হতে সাক্ষী
আনয়ন করবো আর হে মাহবুব! আপনাকে তাদের সকলের জন্য সাক্ষী
ও রক্ষাকারী করবো?^৩

৬. মহান আল্লাহ বলেন,

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا

بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ ﴿٤﴾

^{১.} তকীউদ্দীন সুবকী : শিফাউস সিকাম, পৃ. ১৩৯;

^{২.} আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২/১৪৩;

^{৩.} আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪/৮১;

-সেদিন উঠিত করবো প্রত্যেক সম্প্রদায়ে তাদেরই মধ্য হতে তাদের বিষয়ে এক একজন সাক্ষী আর হে মাহবুব! আমি আপনাকে তাদের ব্যাপারে সাক্ষী বানাব।^১

দলীল পদ্ধতি

উল্লিখিত আয়াতে হ্যুর সাল্লাহুজ্জাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শাহাদতের কথা আলোচিত হয়েছে। শাহাদত ও শুভদের অর্থ হচ্ছে এ যে,

الشُّهُودُ وَالشَّهَادَةُ: الْحُضُورُ مَعَ الْمَسَاخَدَةِ، إِمَّا بِالْبَصَرِ

-দেখার সাথে উপস্থিত হওয়া চায় তা চক্ষু দিয়ে হোক বা অন্তরের চক্ষু দিয়ে হোক।^২ দেখার সাথে জানারও দরকার আর জানা জীবন আবশ্যক করে।

শাহ আব্দুল আয়ীয় রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এর আলোচনায় বলেন,

কেননা তিনি নূরে নবুয়ত দ্বারা তাঁর দ্বিনে প্রবেশকারী সকল ব্যক্তির ব্যাপারে অবগত যে, সে তাঁর ধর্মে কোন শুরে আছে এবং তার ঈমানের কী বাস্তবতা আর কোন পর্দার কারণে সে উন্নতি থেকে বঞ্চিত। তাই নবী করীম সাল্লাহুজ্জাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সকল পাপকে জানেন। তোমাদের আমলের শুর সম্পর্কে অবগত। তোমাদের ভাল আমল, অন্তরের নিষ্ঠা ও কপটতা সম্পর্কেও অবগত।^৩

তাঁর সে দেখা এখনও বিদ্যমান যেরকম জাহেরী জীবদ্ধায় ছিল এবং এখনও তিনি উম্মতের অবস্থা ও আমল সম্পর্কে অবগত। উম্মতের আমল তাঁর খিদমতে পেশ করা হয়।

প্রথ্যাত তাবেয়ী হয়রত সা'ঈদ ইবনে মুসায়িব বলেন,

**لَيْسَ مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَيُعَرَّضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْنَمُ أُمَّتِهِ غَذَوَةً
وَعَشِيَّةً، فَيَغْرِفُهُمْ بِسِيَاهِمْ وَأَعْنَاهِمْ، فَلِلَّهِ لِكَ يَشْهُدُ عَلَيْهِمْ،**

^১. আল কুরআন : সূরা নাহল, ১৬/৮৯;

^২. রাগেব ইসবাহানী : আল মুফরাদাত, পৃ. ২৬৭;

^৩. আয়ীয় : তাফসির-এ আয়ীয়ি, পৃ. ৫১৮;

-এমন কোন দিন নেই যেদিন সকল-বিকাল তাঁর সামনে উম্মতের আমল পেশ করা হয় না। তিনি নিজ উম্মতেরকে আকৃতি এবং আমলের মাধ্যমে জানেন। তাই কিয়ামতের দিন তাদের ব্যাপারে সাক্ষী দেবেন।^৪

নবী করীম সাল্লাহুজ্জাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আমল পেশ হওয়া এবং তিনি তাদের চেহারা ও আমলের সাথে চেনা তাঁর জীবনের উপর অকাট্য দলীল। তাই তিনি উম্মতের জন্য সাক্ষী হবেন। এতে একথা প্রমাণিত হল যে, নবী করীম সাল্লাহুজ্জাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাক্ষী দেওয়া তাঁর জীবনের উপর দলীল।

৭. মহান আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ

◎ **حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ**

-তোমাদের নিকট আগমন করেছে তোমাদেরই মধ্য থেকে এমন একজন রাসূল যার কাছে তোমাদের ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া অতিকঢ়ায়ক। তিনি তোমাদের খুবই হিতাকাঙ্গী, মু'মিনদের প্রতি বড়ই স্নেহীল, করুণাময়।^৫

দলীল পদ্ধতি

১. এ আয়াতে নবীর সাথে উম্মতের গভীর সম্পর্কের কথা আলোকপাত করা হয়েছে। যদি উম্মত পাপে লিঙ্গ হয়, মহান আল্লাহর আদেশ লজ্জন করে তখন তাঁর ভীষণ কষ্ট হয়। যেরকম মানুষের মেধা পুরো শরীরের কষ্টকে অনুভব করে তেমনি নবী করীম সাল্লাহুজ্জাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সন্তা উম্মতের সকল কষ্টকে অনুভব করে। কেননা 'মা' শব্দ ব্যাপকতার অর্থ দাবী করে। তাই তাকে শুধুমাত্র বাহ্যিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে না।

২. কষ্ট অনুভব করতে হলে কষ্ট সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার। এতে প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম সাল্লাহুজ্জাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উম্মতের কষ্ট সম্পর্কে অবগত আর অবগত হওয়া জীবনকে আবশ্যক করে।

^৪. কুত্তালানী : আল মওয়াহিদুল সুনুনিয়া, ২:৩৮৭;

^৫. আল কুরআন : সূরা তাওয়া, ৯/১২৮;

হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১৮)

৮. মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١﴾

-আমি তো আপনাকে বিশ্বজগতের রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি।^১

রহুল মা'আনী প্রণেতা এ আয়াত সম্পর্কে বলেন,

وَالَّذِي أَخْتَارُهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بَعَثَ رَحْمَةً لِكُلِّ فَرْدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ
مَلَائِكَتِهِمْ وَإِنْسَنَهُمْ وَلَا فَرَقَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ مِنَ الْأَنْسِ وَالْجِنْ فِي
ذَلِكَ، وَالرَّحْمَةُ مُمْفَأَوَةٌ،

-এবং আমার পছন্দনীয় অভিমত হল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সারা বিশ্বের সকলের জন্য রহমত স্বরূপ। ফেরেশতা, মানব-দানব সকলের জন্য তিনি রহমত এবং এতে মানব-দানব, মুমিন-কাফিরের কোন পার্থক্য নেই। আর রহমত প্রত্যেকের হকে পৃথক পৃথক।^২

এ ভাষ্য দ্বারা বুঝা যায়, মহান আল্লাহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে পুরো দুনিয়ার জন্য রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছেন। তাই তিনি তাঁর জীবদ্ধশায় যেমন রহমত তেমনি ওফাতের পরেও রহমত। যদি তিনি ওফাতের পরে রহমত না হল তবে তেমনি ওর্দ এর অর্থ সঠিক হবে না। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বাহ্যিক দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হওয়ার পরও তো জগৎ বিদ্যমান এবং তিনি সারা বিশ্বের জন্য রহমত হওয়া মানে তিনি প্রত্যেকের জন্য রহমত হতে হবে।

তাই শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন,

إِنَّ لَهُ خَاصِيَّةً مِنْ تَقْوِيمٍ رُوْجَهُ بِصُورَةٍ جَسَدِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَنَّ
الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يَمُوتُنَّ وَأَنَّهُمْ

হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১৯)

يُصْلُونَ وَيَجْعُونَ فِي قُبُورِهِمْ وَأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَلَمْ أَسْلِمْ عَلَيْهِ قَطُّ إِلَّا
وَقَدْ ابْنَسْطَ إِلَى وَانْشَحَ وَتَبَدَّى وَظَهَرَ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ.

-অতঃপর আমি অবগত হলাম যে, তাঁর রূহকে তাঁর শরীরে প্রতিষ্ঠিত করা তাঁর বৈশিষ্ট্য। তিনি তা এভাবে ব্যক্ত করেছেন, নবীগণ মৃত্যুবরণ করে না বরং তাঁরা তাঁদের কবরে নামায আদায় করেন ও হজ্ঞ করেন এবং তাঁরা জীবিত। আমি তাঁর প্রতি যখনই সালাম প্রেরণ করি তিনি আমার প্রতি খুশি হন এবং তা প্রকাশ করেন। কেননা তিনি সারা বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ।^৩

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সমগ্র বিশ্বে ফয়েজ পৌছানো তা জীবন ব্যতীত কখনো সম্ভব না। এটা তাঁর ওফাত পরবর্তী জীবনের উপর অকাট্য দলীল।

৯. মহান আল্লাহ বলেন,

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْqَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ

نَذِيرًا

-কত মহান তিনি, যিনি তাঁর প্রিয় বান্দার প্রতি 'ফুরকান' (কুরআন) অবঙ্গীর্ণ করেছেন, যাতে তিনি বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারেন।^৪

এ আয়াত দ্বারাও প্রয়াণিত হয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সারা বিশ্বের জন্য রহমত হওয়া তাঁর জীবনকে আবশ্যিক করে। রেসালাত, রাসূল ও যাদের দিকে প্রেরিত হয়েছে তাদের মাঝখানে ইলম ও আমলের সামঞ্জস্য থাকা জরুরী, যা ব্যতীত রেসালাতের ভাবনা করা যায় না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সারা বিশ্বের জন্য ঐ সময় রাসূল হতে পারেন যখন তাঁর সাথে জ্ঞানের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে আর জীবন ব্যতীত তা কখনো সম্ভব নয়।

^১. আল কুরআন : সূরা আম্বিয়া, ২১/১০৭;

^২. আলুসী : তাফসীর-এ রাহুল মা'আনী, পৃ. ১৭;

^৩. ফুয়ুহুল হারামাইন : ৮৪-৮৫;

^৪. আল কুরআন : সূরা ফুরকান, ২৫/১;

হায়াতুল্লাহী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১০০)

১০. মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا كَاتَ اللَّهُ لِيُعَذِّبْهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ[ؑ]

-আপনি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় তাদেরকে শান্তি দেওয়া আল্লাহর অভিপ্রায় নয়।^১

দলীল পদ্ধতি

কাফির ও মুশরিকদের আয়াব নাযিলের আবেদন সন্ত্রেও মহান আল্লাহ বলেন, আমি তাদেরকে শান্তি দেব না। তার কী কারণ? তার কারণ হল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদের মাঝে রয়েছেন। একথা সত্য যে, পূর্বের উম্মতকে পাথরের বৃষ্টি, গ্রাম উল্টানো ও আকৃতি পরিবর্তনের যে শান্তি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এ উম্মত সেরকম শান্তি থেকে পরিব্রাণ পাবে। তা থেকে বুঝা যায় তিনি জীবিত।

وَأَنْتَ فِيهِمْ[ؑ] এই বাক্তি অবস্থাজ্ঞাপক বাক্য। যা শর্তস্বরূপ। যেমন নূরুল আনওয়ার কিতাবে রয়েছে, وَالْحَالُ يَكُونُ شَرْطًا وَقِدًا لِّلْعَامِلِ -হাল তার 'আমেলের' জন্য শর্তস্বরূপ।^২

এ আয়াতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনা শর্ত। যখনই সে শর্ত পাওয়া যাবে উম্মতে মুহাম্মদীর উপর শান্তি আসবে না আর যখনই এ উম্মত শান্তি থেকে পরিব্রাণ পাবে তখন তিনি বিদ্যমান থাকবেন। এ তা' (তুমি/আপনি) দ্বারা শুধু আত্মা নয় বরং শরীরসহ বুঝায়। তাই আমাদের বিশ্বাস হল, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজ পবিত্র শরীরসহ নিজ কবরে জীবিত আছেন। এবং তিনি সেখান থেকে উম্মতের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করেন, যদিও তাঁর রূহানী ফয়েজ সারা বিশ্বে বিরাজমান।

প্রশ্ন হল আয়াত দ্বারা কি শুধু দুনিয়ার জীবন উদ্দেশ্য, না তারপরেও রয়েছে? এ সম্পর্কে মোছ্তা আলী কারী বলেন,

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبْهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ[ؑ] এ আয়াতে দ্বারা দুনিয়ার জীবন ও কবরের জীবন উভয়টি উদ্দেশ্য।^৩

^১. আল কুরআন : সূরা আনফাল, ৮/৩০;

^২. নূরুল আনওয়ার, পৃ ১১৮;

^৩. মোছ্তা আলী কারী : শরহে শেফা, পৃ. ২৬১;

হায়াতুল্লাহী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১০১)

১১. মহান আল্লাহ বলেন,

الَّذِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُمْ أَمْهَاهُمْ[ؑ]

-নবী মু'মিনদের নিকট তাদের প্রাণ অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর এবং তাঁর পঞ্জীগণ তাদের মাতা।^৪

মাওলানা কাসেম নানুতবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে উম্মতের এমন নিকট সম্পর্ক বিদ্যমান, যা তাদের প্রাণের সাথেও অর্জিত নেই। কেননা, এখানে আওয়া অর্থ নিকটবর্তী।^৫

অন্য আরেকটি স্থানে এ আয়াত সম্পর্কে এ মত পোষণ করেন যে, الَّذِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُمْ উভয় বাক্য পৃথক পৃথকভাবে প্রিয় নবীর জীবনকে এমনভাবে প্রমাণ করে যা কুরআন-মান্যকারীদের অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।^৬

মু'মিনের নিকট তাদের প্রাণের চেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠতর হওয়া জীবন ব্যৱtত অসম্ভব। অতঃপর তাঁর বিবিদের সাথে বিবাহ-শাদী করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাদের সাথে শাদী না করা তাঁর জীবনের প্রমাণ। যার প্রমাণ নিম্নের আয়াতে রয়েছে।

১২. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا كَاتَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذِنَا رَسُولُكَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا

أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبْدًا[ؑ]

-তোমাদের কারো পক্ষে আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেওয়া অথবা তাঁর পার্থিব জীবনের পর তাঁর স্ত্রীদেরকে বিয়ে করা কখনও সংগত নয়।^৭

এ আয়াতের শানে নুয়ূল হল,

قَالَ مَغْفِرَةً وَبَلَغَنِيَ أَنَّ طَلْحَةَ قَالَ لَوْ تُقْضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَزَوَّجْتُ عَائِشَةَ،

^৪. আল কুরআন : সূরা আহ্মাব, ৩৩/৬;

^৫. তাহফীজুল নাস : পৃ. ১৪;

^৬. আব হায়াত : পৃ. ৪০-৪১;

^৭. আল কুরআন : সূরা আহ্মাব, ৩৩/৫২;

হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

﴿١٠٢﴾

-ম'মর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমার নিকট খবর আসল
যে, তালহা বলেছেন, যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি
ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেন, তখন আমি আয়েশাকে বিয়ে করব।^১

তখন মহান আল্লাহ এ আয়াত নাফিল করে বলেন, এমন কথা বলে তাঁকে কষ্ট
দিয়োনা।

ইমাম তাকীউদ্দীন সুবকী বলেন,

فَانظُرْ مُحَاكَفَةَ الْقُرْآنِ الْمَرْبِزِ عَلَى حِفْظِهِ وَصَوْبِهِ مَمَّا يُؤْذِيَ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَمَّا يَهِيَّءُ
وَهَذَا مَعْلُومٌ مِّنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ وَإِشْعَارِ الْأَيْةِ الْكَرِيمَةِ بِإِنَّ زَكَاحَهُنَّ بَعْدَ
الْمَوْتِ يُؤْذِيَ فَيَقْتَضِيَ أَنَّهُ يَتَأْذِي بَعْدَ الْمَوْتِ ،

-দেখুন কুরআন আয়ীয তাঁকে কিভাবে হেফায়ত করেছে যে, তাঁর
জীবদ্ধায় ও তাঁর ওফাতের পর ওই সব বিষয় থেকে যা তাঁকে কষ্ট
দেয়। আর এটা দ্বিনের আবশ্যকীয় মান্য বিষয়ের অভ্যন্তর। এ আয়াত
দ্বারা বুরা যায়, তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর বিবিদেরকে শাদী করা তাঁকে
কষ্ট দেয় এবং তা দ্বারা ওফাতের পরও তিনি কষ্ট পাওয়া বুরা যায়।^২

নবীর কষ্ট অনুভব করা তাঁর জীবনের উপর প্রমাণ। কেননা কষ্ট অনুভূতি ব্যক্তীত
অসম্ভব আর অনুভূতি জীবনকে বাধ্য করে। এ পবিত্র আয়াতে পবিত্র বিবিদের
সাথে বিবাহের নিষেধাজ্ঞার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে মাওলানা এজাজ আলী
দেওবন্দী বলেন,

فَمَنْلِهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمِيلٌ شَمِيعٌ فِي حُجْرَةِ أُغْلِقَ بَاهْبَاهْ فَهُوَ مَسْتَوْرٌ
عَمَّنْ هُوَ خَارِجُ الْحُجْرَةِ وَلَكِنْ نُورَةُ كَمَا كَانَ بِلْ أَزِينَدَ وَلَمْ يُوْهِ أَخْرَمَ زِكَاحَ
أَزْوَاجِهِ بَعْدَهُ وَلَمْ يَبْرِرْ أَحْكَامَ الْمَرْبِزِ فِيهَا تَرَكَ لِإِلَهَهِ مِنْ أَحْكَامِ الْمَوْتِ ،

-সুতরাং নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম (ওফাত
বরণ করার) দৃষ্টান্ত হচ্ছে কোন বাতিকে ঘরে রেখে দেওয়া এবং তার
দরজাসমূহ বক্ষ করে দেওয়া। তখন সেই বাতি ওই ব্যক্তি থেকে গোপন
হয়ে গেল যে ঘরের বাইরে কিন্তু বাতি ঠিকই আগের মত রইল; বরং

^১. শিফাউস সিকাম : পৃ. ২০৯;

^২. পূর্বোত্ত. পৃ. ১৫৬;

হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

﴿১০৩﴾

তার চেয়েও বেশী তেজী তেজী। তাই তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর বিবিদের
সাথে বিবাহ-শাদী হারাম এবং তাঁর রেখে যাওয়া সম্পদে উত্তরাধিকার
চলে না। কেননা এই দু'টি মৃত্যুর আহকাম।^৩

মাওলানা কাসেম নানুত্ববী বলেন, 'সেখানে (কবরে) নবীগণ আলায়হিমুস সালাম
থেকে জীবনের সম্পর্ক ছিল হয় না। তাই নবীদের বিবিগণ তাঁর আকদে ও তাঁর
সম্পদসমূহ তাঁর মালিকানাধীন থাকে। তাই অন্যরা তাঁর বিবিদেরকে বিবাহ করা
ও তাঁর সম্পদে উত্তরাধিকার বস্তন করা বৈধ নয়। সুতরাং বলা যায়, নবীদের
ওফাত ও সাধারণ মানুষের মৃত্যুর মধ্যে আসমান-যামীনের পার্থক্য রয়েছে।'^৩

সারকথা হল, এ আয়াতে তাঁর পার্থির জীবনের পর তাঁর বিবিদের সাথে বিবাহ
নিষিদ্ধ হওয়া তাঁর জীবনকে আবশ্যক করে এবং তাঁদের সাথে বিবাহ বৈধ হওয়া
মৃত্যুর আহকামের শামিল আর তিনি তো জীবিত। তাই তাঁর বিবিদের সাথে
বিবাহ বৈধ নয়। কেননা সর্বসাধারণের জীবন এবং নবীদের জীবনের মধ্যে বড়
ব্যবধান রয়েছে।

১৩. মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرَ

لَهُمْ أَرْسُولُ لَوْجَدُوا اللَّهَ تَوَابًا رَّحِيمًا

-আর যদি তারা স্বীয় জীবনের উপর অত্যাচার করে তোমার নিকট
আগমন করত, তারপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত আর রাসূলও
তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতেন, তবে নিশ্চয়ই তারা
আল্লাহকে তাওবা করুনকারী, অত্যঙ্গ করণাময় হিসেবে পেত।^৪

ইমাম ইবনে হাজর মক্কি শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন,

دَلَّتْ عَلَى حِثُّ الْأُمَّةِ عَلَى الْمُرْجِيِّ الْيَتِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْإِسْتَغْفَارِ عِنْدَهُ
وَإِسْتَغْفَارُهُ هُنْ وَهَذَا لَا يَنْقَطِعُ بِمَوْتِهِ وَالْأَيْةِ الْكَرِيمَةِ وَإِنْ وَرَدَتْ فِي قَوْمٍ

^১. হাশিয়ায়ে নূরুল ইয়াহ : পৃ. ২০৫;

^২. আব হায়াত : পৃ. ১৬৬;

^৩. আল বুরআন : সূরা নিসা, ৪/৬৪;

**مُعَيْنَٰتِ فِي حَالِ الْحَيَاةِ تَعْمَلُ بِعُمُومِ الْعِلْمِ كُلُّ مَنْ وُجِدَ فِيهِ ذَلِكُ الْوَضْفُ فِي
الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَهَىٰ وَلِذَلِكَ فَهُمَ الْعُمُومُ مِنْهَا الْعُمُومُ لِحَائِنَٰتِ ،**

-এ পবিত্র আয়াত উম্মতকে নবীর দরবারে উপস্থিতি ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, নবী সাল্লাহুাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার ব্যাপারে উৎসাহিত করে এবং তা তাঁর ওফাতের কারণে শেষ হয় না। এ পবিত্র আয়াত যদিও নির্দিষ্ট জাতি সম্পর্কে অবর্তীর্ণ হয়েছে কিন্তু কারণ ব্যাপক হওয়ার কারণে তার বিধান ব্যাপকতা লাভ করবে। যে কারো মধ্যে সে গুণ পাওয়া যাবে তাঁর জীবিত থাকা অবস্থায় হোক বা ইন্তেকালের পর (তার জন্য তা প্রযোজ্য হবে।) (অর্থাৎ সে যদি নবীর দরবারে এসে তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন করে এবং তিনি তার জন্য সুপারিশ করেন তখন মহান আল্লাহ তার তাওয়া কবৃল করবেন।) তাই আলিমগণ এ আয়াতকে সকল আগত ব্যক্তিদের জন্য ব্যাপক বলেছেন (চাই সে তাঁর জীবদ্ধায় আসুক বা ইন্তেকালের পরে আসুক।)^১

হ্যরত আলী রাদিয়াল্লাহুাহ তা'আলা আনহ বলেন,

قَدِيمٌ عَلَيْنَا أَعْرَابٌ بَعْدَ مَا دَفَنَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَرَمَى
بِنَفْسِهِ عَلَى قَبْرِهِ وَحْدًا عَلَى رَأْسِهِ مِنْ تُرَابِهِ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَجِئْتُكُمْ تَسْتَغْفِرِ لِي فُتُوْدِي مِنَ الْقَبْرِ قَدْ غَفَرَ لَكَ ،

-আমাদের নিকট এক গ্রাম্যলোক রাসূলের ইন্তেকালের তিন দিন পর আসল। সে নিজে রাসূলের পবিত্র কবরের নিকট উপস্থিত হল এবং মাথায় হ্যুরের কবরের মাটি রাখল এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার আত্মার উপর অন্যায় করেছি এবং আপনার কাছে এসেছি আমার ক্ষমা প্রার্থনার জন্য। তখন কবর থেকে আওয়াজ আসল, তোমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।^২

^১. শিফাউস সিকাম : পৃ. ৮১-৮২; আল জওয়াহিরুল মুনতিম, পৃ. ৬; শাওয়াহেদুল হক, পৃ. ৬।
^২. শাওয়াহেদুল হক, পৃ. ৮৭;

وَلَوْ أَهْمَمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ، এ আয়াত সম্পর্কে লিখেন, এ আয়াত কারো জন্য নির্দিষ্ট নয়। তাঁর জীবদ্ধায় বা পরবর্তী সকলের জন্য সমান। তাই পরবর্তী লোকেরা তাঁর কবর শরীফে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন করা এ সময় সম্ভব যখন তিনি কবরে জীবিত থাকবেন।'

১৪. মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ إِذْنَنَا مُوسَى الْكَتَبَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَاءِ

-আমি অবশ্যই মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম। অতএব তুমি তার সাক্ষাত সমক্ষে সন্দেহ কর না।^৩

এ আয়াত সম্পর্কে মুফাস্সিরগণ বিভিন্ন মতামত নিম্নে তুলে ধরা হল।

১. ইমাম ফখরুল্লাহ রায়ী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন,

فَلَا تَكُنْ فِي شَكٍّ مِّنْ لِقَاءِ مُوسَى فَإِنَّكَ تَرَاهُ وَلَقَاهُ ،

-সুতরাং আপনি মূসা আলায়হিস সালাম-এর সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবেন না। নিশ্চয় আপনি তাঁকে দেখবেন ও তাঁর সাথে সাক্ষাত করবেন।^৪

২. আল্লামা মাহমুদ আলুসী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন,

عَنْ إِنْ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَيْةِ: أَيْ مِنْ لِقَاءِ مُوسَى ،

-হ্যরত ইবনে আবাস রাদিয়াল্লাহুাহ তা'আলা আনহ বলেন, এ আয়াতে সাক্ষাত দ্বারা মূসার সাথে সাক্ষাত বুঝানো হয়েছে।^৫

৩. তাফসিলে ইবনে কাসীরে রয়েছে,

قَالَ إِنْ عَبَّاسِ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَائِهِ أَنَّهُ قَدْ رَأَى مُوسَى وَلَقِيَ مُوسَى
لِيَلَّةَ أُسْرَى بِهِ ،

^১. আল কুরআন : সূরা আস সাজদা, ৩২/২৩;

^২. রায়ী : তাফসীর-এ কবীর, পৃ. ১৮৬;

^৩. আলুসী : রহস্য মাআনী, পৃ. ১৩৭;

হায়াতুনবী সাল্লাহুঅ্র তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১০৬)

-ইবনে আকরাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ বলেন, فَلَا تَكُنْ فِي مُرْتَبَةٍ مِّنْ
এফ দ্বারা উদ্দেশ্য তিনি মূসার সাক্ষাত পেয়েছেন এবং মি'রাজ রাতে তা
ঘটেছে।^১

৪. ইমাম জালালুদ্দীন মহল্লী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন,

وَقَدْ أَنْتَقَيَا لِيَلَةَ الْإِسْرَاءِ،

-নিশ্চয়ই নবী করীম সাল্লাহুঅ্র তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং মূসা
আলায়হিস সালাম পরম্পর মি'রাজ রাতে সাক্ষাত লাভ করেন।^২

৫. আল্লামা তাকীয়ুদ্দিনি সুবকী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, মুসলিম শরীফে
রয়েছে,

كَانَ فَتَادُهُ ۝ يُفَسِّرُهَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ لَقِيَ مُوسَى عَلَيْهِ
السَّلَامُ ۝ .

-কাতাদাহ এ আয়াতের তাফসির এভাবে করেছেন যে, নিশ্চয়ই নবী
করীম সাল্লাহুঅ্র তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মূসার সাথে সাক্ষাত
লাভে করেছেন।^৩

৬. ইমাম শাওকানী বলেন,

قَالَ الْمُفَسِّرُونَ وَعَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَيُلَقَّى مُوسَى قَبْلَ أَنْ
يَمُوتَ ثُمَّ فِي السَّيَّاءِ وَبَيْتِ الْمُقْدَسِ حِينَ أُشْرِيَ بِهِ^৪

-মুফাস্সিরগণ বলেন, মহান আল্লাহ নবী আকরাম সাল্লাহুঅ্র তা'আলা
আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে অঙ্গীকার করেছিলেন যে, অতিসন্তুর
হ্যরত মূসা আলায়হিস সালাম-এর সাথে তাঁর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে
দেবেন। যখন তিনি মি'রাজে গেলেন তখন তাঁর সাথে মূসা আলায়হিস
সালাম-এর সাক্ষাত হয় এবং বায়তুল মুকাদ্দাসেও হয়।^৫

^১. ইবনে কাসীর : তাফসীর-এ ইবনে কাসীর, পৃ. ৪৬৩;

^২. জালালুদ্দীন সুযুতী : তাফসীর-এ জালালাইন, পৃ. ৪১৮;

^৩. মুসলিম : আস সহীহ, ১/১৫১, হানীন : ১৬৫; শিফাউল্লাহ সিকাম : পৃ. ১৩৯;

^৪. শাওকানী : ফতুল কাসীর, ৪:২৫৪;

(১০৭)

হায়াতুনবী সাল্লাহুঅ্র তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

উল্লিখিত উকিগুলো দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা মহানবী সাল্লাহুঅ্র
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হ্যরত মূসা আলায়হিস সালাম-এর
সাক্ষাত করিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন এবং মি'রাজ রাতে তা বাস্তবে
পরিণত হয় আর তা কখনো জীবন ব্যতীত সম্ভব নয়।

হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১০৮)

দ্বিতীয় অধ্যায়

পবিত্র হাদীসের আলোকে হায়াতুন্নবী

সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

পূর্বের অধ্যায়ে আমি নবী কর্রীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর (ওফাত পরবর্তী) পবিত্র জীবন কুরআনের আলোকে বর্ণনা করেছি। এখন পবিত্র হাদীসের আলোকে নবীগণ আলায়হিমুস সালাম-এর জীবন, বিশেষভাবে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জীবন তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ, যাতে নবী কর্রীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন নূরানী করবে জীবিত থাকাটা আরো স্পষ্ট হয়ে যায়।

নবীগণ আলায়হিমুস সালাম নিজ নিজ করবে ইবাদত করেন
ইমাম আবু ইয়া'লা নিজ মুসনাদে হ্যরত আনাস ইবনে মালেক থেকে একটি হাদীসে বর্ণনা করেন যে,

الأنبياء أحيا في قبورهم يصلون،

-নবীগণ নিজ নিজ করবে জীবিত এবং তাঁরা নামায আদায় করেন।^১

আবু নু'আইম হিলইয়াতে বর্ণনা করেন,

عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِيَ الْبَكَائِيَ يَقُولُ لِمِنْدِ الطَّوْلِينِ: هَلْ بَلَغَكَ أَنَّ أَحَدًا يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ إِلَّا الْأَنْبِيَاءُ؟ قَالَ: لَا،

-ইউসুফ ইবনে আতিয়াহ থেকে বর্ণিত, আমি সাবিত বুনানীকে হামীদ তাভীলের নিকট বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তোমার নিকট কি এমন কোন হাদীস পৌছেছে যে, নবীগণ ব্যতীত কেউ করবে নামায পড়েন? তিনি উত্তর দিলেন, না।^২

নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মি'রাজ সফরের বর্ণনা দিতে গিয়ে এরশাদ করেছেন,

مَرْزُتُ عَلَى مُوسَى وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ،

হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১০৯)

-আমি মূসা আলায়হিস সালাম-এর কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করি।
তখন তিনি কবরে নামাযরত ছিলেন।^৩

কিছু হাদীসে এসেছে যে, একবার নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي، فَإِذَا رَجَلٌ ضَرَبَ،
جَعَدَ كَانَهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوعَةَ، وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْتَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي،
أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ شَبَّهَا غُرْفَةُ بْنُ مَسْعُودٍ التَّقْفِيُّ، وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
قَائِمٌ يُصَلِّي، أَشَبَّهُ النَّاسِ إِلَيْهِ صَاحِبِكُمْ - يَعْنِي نَفْسَهُ - فَحَانَتِ الصَّلَاةُ
فَأَعْمَلُهُمْ،

-নিশ্চয়ই আমি নিজেকে নবীদের দলে দেখেছি। তখন দেখলাম মূসা আলায়হিস সালাম নামায পড়ছেন। তিনি মধ্যম গড়নের, কোকড়ানো চুল, মনে হল তিনি শান্ত্যার অধিবাসী। এবং ঈসা আলায়হিস সালাম দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন, তাঁর সাদৃশ্য হলেন উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফী। আর ইব্রাহিম আলায়হিস সালাম দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন, তাঁর সাথে বেশী সাদৃশ্য হলেন তোমাদের বক্তু অর্থাৎ আমি। অতঃপর নামায কায়েম হল, আমি তাঁদের ইমামত করলাম।^৪

হ্যরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

مَرْزُتُ عَلَى مُوسَى لِيَنَّهُ إِنْسَرِي بِعِنْدِ الْكَثِيرِ الْأَخْرِ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي
قَبْرِهِ،

-আমি মি'রাজ রাতে লাল উপত্যাকায় মূসার নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম, তখন তিনি নিজ কবরে নামায পড়ছিলেন।^৫

كَانَىْ أَنْظُرْ إِلَى مُوسِى وَاضْعَمَاً أَصْبَعَيْهِ فِي أُذْنِيهِ،

^১. মুসলিম : আস সহীহ, ২:২৬৮;

^২. মুসলিম : আস সহীহ, ১/১৫৬; তাবরিখ : মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ. ৫২৩-৫৩০;

^৩. মুসলিম : আস সহীহ, ১/১৭২; আবদুর রহমান ইবনে সাখাতী : আল কওলুল বদী, পৃ. ১৬৮;

হায়াতুন্বী সাল্লাহুার্হ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১১০)

-মনে হয় আমি মূসাকে দেখছি তখন তিনি নিজ আঙুলি কানে
রাখছিলেন।^১

مَرَزُتْ لَيْلَةً أَسْرِي بِنِ عَلِيٍّ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ رَجُلٌ أَدْمٌ طَوَالْ جَعْدٌ كَانَهُ مِنْ
رِجَالٍ شَنَوْءَةً وَرَأَيْتُ عَيْنِي لِبْنَ مَرْيَمَ مَرْبُوعَ الْخَلْقِ إِلَى الْحَمْرَةِ وَالْبَيْاضِ
سَبْطُ الرَّأْسِ،

-আমি মিরাজ রাতে লম্বা কোকড়ানো চুলবিশিষ্ট মূসার পাশ দিয়ে
গেলাম। মনে হয় তিনি শানুয়া গোত্রের। এবং আমি দ্বিসা ইবনে
মারইয়ামকে দেখেছি।^২

এ বিষয়টি অন্য স্থানে এভাবে বর্ণিত আছে যে,

كَانَ أَنْظَرُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ هَابِطًا مِنَ النَّبِيَّ، وَلَهُ جُوازٌ إِلَى اللَّهِ بِالنَّبِيَّ،

-মূসা আলায়হিস সালামকে আমি উপত্যকা থেকে অবতরণ করতে
দেখেছি। তখন তিনি তালবিয়া পাঠরত ছিলেন।^৩

উল্লিখিত এরশাদসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, নবীগণ আপন আপন কবরে শুধু জীবিত
নন; এবং মহান রবের আহকাম তথা, নামায রোয়া, হজ্জ ও অন্যান্য ইবাদত
পালনে আনন্দ ভোগ করেন। মুহাম্মদ আলিমদের উক্তি দ্বারাও প্রমাণিত যে,
নবীগণ নিজ নিজ কবরে ইবাদত দ্বারা স্বাদ ভোগ করেন এবং তাঁরা জীবিতদের
মত আমল আদায় করে থাকেন।

আশিম ও মুহাম্মদসগণের উক্তি দ্বারা সমর্থন

১. ইমাম যুরকানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَأْكُلُونَ فِي قُبُورِهِمْ، وَيَثْرِبُونَ، وَيُصْلُونَ، وَيَصْمُوْنَ،

-নবী ও শহীদগণ নিজ নিজ কবরে পানাহার করেন, নামায আদায়
করেন, রোয়া রাখেন ও হজ্জ আদায় করেন।^৪

^১. শিফাউস সিকাম : পৃ. ১৩৮;

^২. পূর্বোক্ত;

^৩. মুসলিম: নবীী, ২:২২৮;

^৪. যুরকানী : যুরকানী আলাল মওয়াহেব, ৫:৩৩৩;

হায়াতুন্বী সাল্লাহুার্হ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১১১)

২. ইমাম কুসতুপানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

قَدْ بَيْتَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ يَجْعَلُونَ وَيَلْبُونَ، فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ يُصْلُونَ وَيَجْعَلُونَ
وَيَلْبُونَ وَهُمْ أَمْوَاتٌ فِي الدَّارِ الْأَخْرَةِ وَلَيَسْتَ دَارُ عَمَلٍ؟ فَالْجَوابُ: أَهُمْ
كَالشَّهَدَاءِ، بَلْ أَفْضَلُ مِنْهُمْ، وَالشُّهَدَاءُ أَحْيَا عِنْدَ رَبِّهِمْ بِرَزْقُهُنَّ. فَلَا يَبْغُدُ أَنْ
يَجْعُلُوْا وَيُصْلُوْا،

-এটা প্রমাণিত বিষয় যে, নবীগণ হজ্জ করেন এবং তালবিয়া পড়েন।
যদি বলা হল, তাঁরা মৃত এবং অন্য আলয়ে রয়েছেন আর তা আমলের
জায়গা নয়। তখন তার উক্তি হল, তাঁদের অবস্থা শহীদদের মত; বরং
তাঁদের চেয়েও শক্তিশালী। আর শহীদগণ জীবিত ও তাঁদের রবের নিকট
থেকে রিযিকপ্রাণ হন। তাই তাঁরা যদি হজ্জ করেন এবং নামায পড়েন
তাতে কি অসুবিধে যে নবীগণ হজ্জ ও নামায পড়েন?^৫

৩. মোল্লা আলী কারী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ أَنَّ قُبُورَهُمْ خَالِيَّةٌ عَنْ أَجْسَادِهِمْ، وَأَرْوَاحِهِمْ غَيْرِ الْمُتَعَلَّقَةِ
بِأَجْسَادِهِمْ؛ لِئَلَّا يَسْمَعُوا سَلَامًا مِنْ يُسْلِمٌ عَلَيْهِمْ، وَكَذَا وَرَدَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ
يَلْبُونَ وَيَجْعَلُونَ، فَيُسْتَأْذِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى بِهِنَّهُ الْكَرَامَاتِ،

-নিশ্চয়ই কেউ এ কথা বলতে পারবে না যে, তাঁদের কবর তাঁদের শরীর
থেকে শূন্য এবং তাঁদের আত্মা তাঁদের শরীরের সাথে কোন সম্পর্ক রাখে
না। যে কেউ তাঁদের উপর সালাম পেশ করে তা তাঁরা শুনেন। কেননা
নবীগণ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, নিশ্চয়ই নবীগণ তালবিয়া পাঠ করেন,
হজ্জ করেন। আমাদের নবী তো সে সব সমানের বেশী উপযুক্ত।^৬

৪. মাওলানা আন্ওয়ার শাহ কাশ্মীরী

وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ تَكَلَّمَنَا مَرَّةً فِي مَعْنَى حَيَاةِ الشُّهَدَاءِ وَالْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ؛
وَحَاصِلُهُ: أَنَّ الْحَيَاةَ بِمَعْنَى أَفْعَالِ الْحَيَاةِ،

^৫. পূর্বোক্ত;

^৬. মাওলানা মুকদ্দিম আলী : জমাতুল ওসায়েল, ২:৩৩৮;

হায়াতুন্নবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

৪১১২৬

-আমরা প্রথমে নবীগণ ও শহীদদের জীবন নিয়ে আলোচনা করেছি। যার সারসংক্ষেপ হল; তাঁরা জীবিত থাকা মানে তাঁরা জীবিতদের মত কাজ করেন।^১

এ সব উকি দ্বারা বুঝা যায়, নবীগণ শুধুমাত্র কবরে জীবিত নন; বরং তাঁরা সকল ইবাদত তথা, নামায, রোয়া ও হজ্জ ইত্যাদি আদায় করেন এবং নিজ রবের স্মরণে নিয়ম থাকেন।

মি'রাজ ও হায়াতুন্নবী

হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহে মি'রাজের ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। তাই আমরা এখনে আল্লামা তাকীয়ুন্নীল সুবকী ও আল্লামা সাখাবীর বরাত দিয়ে সেই ঘটনাসমূহের সারসংক্ষেপ ও দলীল তুলে ধরব।

وَقَدْ حَدَّيْتُ أَنِّي ذَرَّ وَمَالِكَ بْنِ صَعْصَعَةَ فِي قِصَّةِ الْمَعْرَاجِ أَنَّهُ لَقِيَهُمْ فِي جَمَاعَةٍ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ بِالسَّمَوَاتِ فَكَلَمُهُمْ وَكَلَمُوهُمْ وَكُلُّ ذَلِكَ صَحِيفٌ لَا يُخَالِفُ بَعْضَهُ فَقَدْ يَرَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمًا يُصْلِي فِي قَبْرِهِ ثُمَّ يُشْرِي بِمُؤْسِي وَغَيْرِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَمَا أَسْرِى نَبِيًّا فَيْرَاهُمْ فِيهِ ثُمَّ يُعْرِجُ بِهِمْ إِلَى السَّمَوَاتِ كَمَا عَرَجَ نَبِيًّا فَيْرَاهُمْ فِيهَا كَمَا أَخْبَرَ قَالَ وَحَلَوْهُمْ فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ جَانِزٌ فِي الْعَقْلِ كَمَا وَرَدَ بِهِ خَبْرُ الصَّادِقِ وَفِي كُلِّ ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى حَيَاةِ هُنَّا

-হ্যারত আবৃ যর ও মালেক ইবনে সা'সা'ন কর্তৃক বর্ণিত মি'রাজের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী কারীম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আসমানে নবীদের একটি দলের সাথে সাক্ষাত করেছেন এবং তিনি তাঁদের সাথে কথা বলেছেন আর তাঁরা ও তাঁর সাথে আলাপ করেছেন। এ সবই সঠিক। এর কিছু অংশ অন্য অংশের সাথে বিরোধ নেই। নিচয়ই নবী কারীম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মূসা আলায়হিস সালাম ও অন্যান্য নবীদেরকে কবরে নামায পড়তে দেখেছেন। অতঃপর মূসা আলায়হিস সালাম ও অন্যান্য নবীদেরকে বায়তুল মুকাদ্দাসের ভ্রমণ করানো হয়েছে যেভাবে আমাদের নবীকে ভ্রমণ করানো হয়েছে। তখন তিনি ওই নবীগণকে বায়তুল মুকাদ্দাসে

^১. আনওয়ার শাহ কাশমিরী : ফয়যুল বারী, ৩:৬২৫;

হায়াতুন্নবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

৪১১২৭

দেখেছেন। অতঃপর তাঁদেরকে আসমানে ভ্রমণ করানো হয়েছে যেভাবে আমাদের নবীকে ভ্রমণ করানো হয়েছে। তাই তিনি আসমানেও তাঁদের সাক্ষাত লাভ করেন, যেভাবে তিনি তার সংবাদ দিয়েছেন এবং বলেছেন, নবীগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করা যুক্তিসংগত। যেমন নবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাদীসে এরশাদ করেছেন। এসকল বিষয় নবীদের ওফাত পরবর্তী জীবনকে প্রমাণ করে।^১

মোল্লা আলী কারী আরো স্পষ্ট করে বলেন,

وَالْأَظَهَرُ أَنَّ صَلَاتَهُمْ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَانَ قَبْلَ الْعَرْوَجِ. فَلَمْ تَقْدِسْ أَنْفُسُهُمْ أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ، وَأَنَّ اللَّهَ حَرَمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ لَحُومَهُمْ، ثُمَّ أَجْسَادُهُمْ كَأَرْوَاحِهِمْ لَطِيقَةً غَيْرَ كَيْفَيَةٍ، فَلَا مَانِعَ لِظَّهُورِهِمْ فِي عَالَمِ الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ عَلَى وَجْهِ الْكَعْلَ بِقُدرَةِ ذِي الْحَلَالِ. وَمَمَّا يَرِيْدُ تَشْكِيلَ الْأَنْبِيَاءِ وَتَصْوُرُهُمْ عَلَى وَجْهِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَجْسَادِهِمْ وَأَرْوَاحِهِمْ قَوْلُهُ: (فَإِذَا مُوسَى قَاتِمْ يُصْلِي) : فَإِنَّ حَقِيقَةَ الصَّلَاةِ وَهِيَ الْإِيمَانُ بِالْأَفْعَالِ الْمُخْتَلِفَةِ إِنَّمَا تَكُونُ لِلْأَنْبِيَاءِ لِلْأَرْوَاحِ،

-উল্লেখ্য যে, হ্যার সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নবীগণকে বায়তুল মুকাদ্দাসে নামায পড়ানো তা উর্করোহগের পূর্বে ছিল। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবীগণ তাঁদের রবের কাছে জীবিত। মহান আল্লাহর মাটির জন্য তাঁদের শরীরে ভক্ষণ করা হারাম করেছেন। তাঁদের শরীরও আজ্ঞার মত সূক্ষ্ম। তাই, তাঁদের শরীরে দুনিয়া ও মালাকুতে মহান আল্লাহর শক্তি পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পেতে কোন সমস্যা নেই। মি'রাজ রাতে নবীগণ সশরীরে তাশরীফ নেওয়া এ কথার উজ্জ্বল প্রমাণ। রাসূলের ফরমানও এ কথা সাক্ষী দেয়। আমি মূসা আলায়হিস সালামকে দেখেছি তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। নামায ও অন্যান্য আমল আদায় করা শরীরের কাজ আজ্ঞার কাজ নয়।^২

^১. শামসুন্নীল সাবাতী : আল কওলুল বদী, পৃ. ১৬৮; শিফাউস সিকাম, ১৩৫;

^২. মোল্লা আলী কারী : মিরকাতুল মাফতিহ শরহে মেশকাতুল মাসাবীহ, ১১:১৫৭;

হায়াত্তুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১১৪)

অন্য আরেকটি স্থানে রয়েছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আসমানে তাশরীফ নেওয়ার ব্যাপারে বলেন,

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ أَخْبَاءُ حَقِيقَةٍ.

-এতে প্রমাণিত হয় যে, বাস্তবে নবীগণ (কবরে) জীবিত।^১

প্রিয় নবীর রওয়া থেকে আযান ও ইকামত শুনা যাওয়া

কারবালার ঘটনার পর যখন ইয়াযিদ খবর পেল মদীনাবাসী তার বায়আত প্রকাশে অস্বীকার করেছেন তখন সে মানুষকে চাপ সৃষ্টি করার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করল এবং তিন দিন মদীনায় যুদ্ধ হালাল করে দিল। আর নির্দেশ দিল যে, তোমরা প্রত্যেক প্রকার অন্যায়, ব্যাডিচার, হত্যা, ডাকাতি, রাহজানী যা ইচ্ছা করতে পার, তোমার জন্য অনুমতি রয়েছে। অথচ তা রাসূলের এরশাদের বিপরীত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمُدِينَةِ بِسُوءٍ، أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يُذَابُ الْمَلْحُ فِي الْمَاءِ،

-যে ব্যক্তি মদীনাবাসীর সাথে সামান্যতমও মন্দের ইচ্ছা করবে মহান আল্লাহ তাকে জাহানামের আগুণে নিক্ষেপ করে তেমনি ধ্বংস করবেন যেমন গবণকে পানিতে বিগলিত করে ধ্বংস করা হয়।^২

অন্য স্থানে বলা হয়েছে,

مَنْ أَخْدَثَ فِيهَا حَدَّثًا، أَوْ أَوْيَ غُدْثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَذْلٌ،

-যে ব্যক্তি মদীনাতে কোন দুর্ঘটনার সূত্রপাত করল তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল মানুষের জ্ঞান ত। তার কোন নফল ও ফরয কবৃল করা হবে না।^৩

যেহেতু তিন দিনের জন্য হালাল ঘোষণা করা হয় সেহেতু হত্যা, রাহজানি ও লুটপাটের বাজার গরম ছিল। মসজিদে নববীতে আক্রমণ করা হল। এমনকি আযান ও ইকামত পর্যন্ত বন্ধ ছিল। এমনকি ঘোড়া, খাচর ও উট মসজিদে

হায়াত্তুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১১৫)

নববীতে বাধা হয়েছিল। রাসূলপ্রাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রওয়ার অসম্মানী করা হয়েছিল।

হ্যরত সা'দিদ ইবনে মুসায়িব বলেন, মানুষেরা যখন অন্যায় ও যুগ্মের শিকার হলেন তখন হ্যরত আবু সা'দিদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ অঙ্ক ছিলেন। তিনি মদীনার গলিতে চলছেন। সিপাহিরা তাঁর পরিচয় পেয়ে তাঁর দাঢ়ি পাকড়াও করে মুখে থাপ্পড় লাগাল। লোকেরা নিজ নিজ মান-সম্মান হেফায়তের জন্য নিজ নিজ ঘরে লুকায়ে থাকত। সে সময় আমি মসজিদে নববীতে ছিলাম, বাইরে যাওয়ার সুযোগ ছিল না। তখন রাসূলের পরিত্র রওয়ার নিকটে মিস্বারের নিচে আমি লুকিয়ে থাকি। তিন দিন তিন রাত সেখানে ছিলাম। সে সময় কোন নামাযের ওয়াজ তা জানা ছিল না। তাই আমি ভেতরে বসেই নামায আদায় করতাম। সে ঘটনাকে তিনি এভাবে তুলে ধরেন,

وَمَا يَأْتِي وَقْتٌ صَلَةٌ إِلَّا سَمِعْتُ أَذَانَ مِنَ الْقُرْبَرِ.

-এমন কোন নামাযের সময় অতিবাহিত হয়নি যে সময় প্রিয় নবীর কবর মুবারক থেকে আযান ইকামাতের আওয়াজ শুনেন।^৪

এ বর্ণনা বিভিন্ন ভাষায় অন্যান্য কিতাবেও রয়েছে।

তাবাকাতে ইবনে সাদে এভাবে রয়েছে,

فَكُنْتُ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ أَسْمَعْتُ أَذَانًا يَخْرُجُ مِنْ قَبْلِ الْقُبْرِ الشَّرِيفِ،

-যখন নামাযের সময় হত তখন আমি রাসূলের রওয়া থেকে আসা আওয়াজ ধারা জেনে নিতাম।^৫

এ বর্ণনা আখবারে মদীনায় হ্যরত যুবাইর ইবনে বাকার স্ত্রে এভাবে এসেছে,
مَمْأَزِلْ أَسْمَعَ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْحَرَّةِ

حَتَّى عَادَ النَّاسُ،

-‘হাররার’ ঘটনার সময় ইয়াযিদ বাহিনী ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত আমি লাগাতার রাসূলের কবর থেকে আযান-ইকামাতের শব্দ শুনতে পেতাম।^৬

^১. পূর্বৰ্ক : ১১:১৪৩;

^২. মুসলিম : আস সহীহ, ১:৪৪৫;

^৩. খুখারী : আস সহীহ, ১:২৫১, হাদীস : ১৮৭০;

^৪. জালালুদ্দীন সুযুতী : আল হারী লিল ফতাওয়া, ২:২৬৬;

^৫. পূর্বৰ্ক;

^৬. পূর্বৰ্ক : তাবরিহী : মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ. ৫৪৫;

হায়াতুন্নবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১১৬)

মুসলাদে দারেমিতে রয়েছে,

وَكَانَ لَا يَعْرِفُ وَقْتَ الصَّلَاةِ إِلَّا بِهِنْمَةٍ يَسْمَعُهَا مِنْ قَبْرِ النَّبِيِّ

-তিনি নামাযের সময় জানতেন না, কিন্তু রাসূল সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নুরানী কবর থেকে বের হওয়া গুঁজনের দ্বারা জানতেন।^১

নবীগণ আলায়হিমুস সালামকে তাঁদের কবরে রিযিক দেওয়া হয়
হাদীসের বিভিন্ন কিভাবে তথা ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ, বাযহাকী ইত্যাদিতে
হযরত আবু দারদাহ থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি
ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ؛ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشَهِّدُهُ الْمَلَائِكَةُ، وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ
يُصْلِي عَلَيَّ، إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاةٌ، حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا» قَالَ: قُلْتُ: وَبَعْدَ
الْمَوْتِ؟ قَالَ: «وَبَعْدَ الْمَوْتِ، إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ
الْأَنْبِيَاءِ، فَتَبَّعِي اللَّهُ حَسِيْرَ مِرْزَقَ،

-জুমার দিনে আমার উপর অধিকহারে দুরুদ পড়। কেননা সেদিন উপস্থিতির দিন। সেদিন ফেরেশতারা উপস্থিত হন এবং যে-কেউ জুমার দিনে আমার নিকট দুরুদ প্রেরণ করবে তা আমার নিকট পেশ করা হয় তা থেকে বিরতি নেওয়া পর্যন্ত। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (আপনার) ওফাতের পরেও? তিনি বললেন, হ্যাঁ ওফাতের পরেও। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ নবীদের শরীর যমীনকে ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ করেছেন। আল্লাহর নবীগণ জীবিত ও রিযিকপ্রাণ।^২

নবীগণ আলায়হিমুস সালাম-এর পবিত্র শরীর অক্ষত ধাকে

হযরত শান্দাদ ইবনে আওস বর্ণনা করেন,

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ النَّفَخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ،
فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا

হায়াতুন্নবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১১৭)

رَسُولُ اللَّهِ كَيْفَ تُمْرِضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ - يَعْنِي - بَلِيتَ، قَالَ:
إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ،

-রাসূলাল্লাহ সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে উত্তম দিন হল জুমার দিন। যে দিন আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যে দিন তাঁর ঝুহ তুলে নেওয়া হয়েছে। যে দিন সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। তাই সেদিন তোমরা আমার উপর অধিকহারে দুরুদ পাঠ কর। নিশ্চয়ই তোমাদের দুরুদ আমার নিকট পেশ করা হয়। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, এয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের দুরুদ আপনার দরবারে কিভাবে পেশ করা হবে অথচ আপনার শরীর মুবারক চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে? তিনি বলেন, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ যমীনের জন্য নবীদের শরীর ভক্ষণ করাকে হারাম করেছেন।^৩

নবী করীম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,
أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشَهِّدُهُ الْمَلَائِكَةُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ
يُصْلِي عَلَيِ إِلَّا بِلَقْنِي صَلَاتَةً حَبْنَتْ كَانَ قُلْنَا وَبَعْدَ وَفَاتِكَ قَالَ وَبَعْدَ وَفَاتِكَ إِنَّ
اللَّهَ تَعَالَى حَرَمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ،

-জুমার দিনে তোমরা আমার উপর অধিকহারে দুরুদ পাঠ কর। নিশ্চয়ই সেদিন উপস্থিতির দিন। ফেরেশতারা সেদিন উপস্থিত হন। যে-কেউ আমার প্রতি দুরুদ পাঠ করবে তা আমার নিকট পৌছিয়ে দেওয়া হয়, যেখানেই সে থাকুক। আমরা আরয করলাম, এয়া রাসূলাল্লাহ আপনার ইন্ডোকালের পরও? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমরা ইন্ডোকালের পরও। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ যমীনের জন্য নবীদের শরীর ভক্ষণ করা হারাম করেছেন।^৪

নবী করীম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,
أَفْرِشُوا لِي قَطِيفَتِي فِي حَدِيْقَتِي فَإِنَّ الْأَرْضَ لَمْ تَسْلُطْ عَلَى أَجْسَادِ الْأَنْبِيَاءِ،

^১. মোল্লা আলী কারী : মিরকাতুল মাফতিহ, ১/৩৮৪০; যুরকানী : আলাল মওয়াহিদ, ৫:৩৩৩;

^২. ইবনে মাজাহ : আস্ত সুনান, ১:৫২৪; তাবরিয়ী : মেশকাত, পৃ. ১২১; জালাউল আফহাম : পৃ. ৬৩;

^৩. ইবনে মাজাহ : আস্ত সুনান, ১/৬, পৃ. ৭৬, হাদীস : ১৬৩৬;

^৪. শামগুদ্দীন সাখাওয়ি : আল কাউবুল বাদীজি, পৃ. ১৫৮;

হায়াতুনবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১১৮)

-তোমরা আমার জন্য আমার কবরে চাদর বিছিয়ে দাও। নিশ্চয়ই যমীন
নবীদের শরীরে প্রভাব ফেলতে পারে না।^১

নবী করীম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,
لَا تَأْكُلُ الْأَرْضَ جَسْدَ مَنْ كَلَمَةُ رُوحُ الْقَدْسِ،

-যমীন এই শরীরকে ভক্ষণ করবে না, যার সাথে জিব্রাইল কথা
বলেছেন।^২

আবুল আলিয়া বলেন,

إِنَّ لُحُومَ الْأَنْبِيَاءِ لَا تَبْلِيغُهَا الْأَرْضُ وَلَا تَأْكُلُهَا السَّبَاعُ،

-নিশ্চয়ই নবীদের গোস্তকে যমীন পঁচায় না এবং হিস্ত্র প্রাণীরা ভক্ষণ
করে না।^৩

হ্যরত হাসান বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَلَمَةُ رُوحُ الْقَدْسِ لَمْ يُؤْذَنْ لِلْأَرْضِ
أَنْ تَأْكُلَ مِنْ تَحْمِهِ،

-নবী করীম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,
জিব্রাইল যার সাথে কথা বলেছেন যমীনকে তাঁর গোস্ত খেতে অনুমতি
দেয়া হয় নি।^৪

নবীগণ আলায়হিমুস সালাম-এর পরিত্র শরীর অক্ষত থাকা তাঁদের সম্মানের
কারণে হয়। এ প্রসঙ্গে মাওলানা কাসেম নানুত্বী বলেন,

“এবং সম্মান এই সময় হবে যখন তাঁদের জীবন ও রাহ অবশিষ্ট থাকে। নতুনা
রাহ ব্যতীত শরীর অবশিষ্ট থাকা তো জড় পদার্থের শামিল। যা যমীনের উপর
কোন মর্যাদা নেই।”^৫

দয়ার নবীর হায়াত ও মাওত দুটিই উম্মতের জন্য রহমত কীভাবে?

১. নবী আকরাম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

^{১.} জালালুদ্দীন সুযুতী : আল খাসায়েসুল কুবরা, ২:২৭৮;

^{২.} জাওয়ী : জালাউল আফহাম, পৃ. ৪১;

^{৩.} জালালুদ্দীন সুযুতী : আল খাসায়েসুল কুবরা, ২:২৮০;

^{৪.} পূর্বোক্ত;

^{৫.} আবে হায়াত, পৃ. ৩২;

হায়াতুনবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১১৯)

حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ، وَمَمَانِي خَيْرٌ لَكُمْ،

-আমার জীবনও তোমাদের জন্য কল্যাণ এবং আমার ওফাতও
তোমাদের জন্য কল্যাণ।^১

২. আরো এরশাদ করেছেন,

حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ وَمَمَانِي خَيْرٌ لَكُمْ تُعَرِّضُ عَلَيْ أَغْنَاكُمْ فَمَا كَانَ مِنْ حَسْنٍ
جَحَدْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَمَا كَانَ مِنْ سَيِّئٍ إِنْ سَتَغْفِرْتُ اللَّهَ لَكُمْ،

-আমার জীবনও তোমাদের জন্য কল্যাণ এবং আমার ওফাতও
তোমাদের জন্য কল্যাণ। তোমাদের আমল আমার নিকট পেশ করা হয়।
ভাল কাজে আমি আল্লাহ শোকর আদায় করি আর খারাপ কাজে
তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।^২

৩. আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُحَدِّثُنِي وَنُحَدِّثُ لَكُمْ فَإِذَا أَنْتَ وَفَانِي خَيْرٌ لَكُمْ،
تُعَرِّضُ عَلَيْ أَغْنَاكُمْ فَإِنْ رَأَيْتُ خَيْرًا جَحَدْتُ اللَّهَ وَإِنْ رَأَيْتُ غَيْرَ ذَلِكَ
إِسْتَغْفِرْتُ اللَّهَ لَكُمْ،

-আমার জীবন তোমাদের জন্য উত্তম। কারণ, তোমরা আমার সাথে
কথা বলছ এবং আমি তোমাদের সাথে কথা বলছি। আর যখন আমি
ইন্তেকাল করব তখন আমার ওফাত তোমাদের জন্য কল্যাণ। কেননা
তোমাদের আমল আমার নিকট পেশ করা হয়। যদি আমি ভাল কাজ
দেবি তখন মহান আল্লাহর প্রশংসা করি আর যখন খারাপ আমল দেবি
তখন তোমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করি।^৩

৪. হ্যরত আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ مَرْأَةٌ وَفَانِي خَيْرٌ
لَكُمْ ثَلَاثَةُ مَرْأَةٌ سَكَتَ الْقَوْمُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَأْيُ أَنْتَ وَأُمِّي كَيْفَ

^{১.} মুসলিম : আস সহীহ; আয়ায ইবনে মুসা : শিফা, পৃ. ১৯; সুযুতী : আল হাবী লিল ফতাওয়া, ২:৩;

^{২.} জালালুদ্দীন সুযুতী : আল খাসায়েসুল কুবরা, ২:২৮১; যুরকানী আলাল মওয়াহেব, ৫:৩৭৭;

^{৩.} শামতুল্লাহ শাখাতী : আল কাউলুল বাসী, পৃ. ১৬০;

হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১২০)

يَكُونُ هَذَا؟ قَالَ حَيَاتِنِ خَيْرٌ لَّكُمْ يُنْزَلُ عَلَى النَّوْحِي مِنَ السَّمَاءِ فُتُّخْبِرُكُمْ بِمَا يَحْكُلُ
لَكُمْ وَمَا يُجْرِمُ عَلَيْكُمْ وَمَوْقِنِ خَيْرٍ لَّكُمْ تُعَرَّضُ عَلَى أَعْنَاكُمْ كُلُّ حَيْثِسِ فَمَا
كَانَ مِنْ حَسَنٍ حِدَّتُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَمَا كَانَ مِنْ ذَنْبٍ إِسْتَوْجَبَتْ لَكُمْ
ذِنْبَيْكُمْ،

-রাসূলুল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার জীবনও তোমাদের জন্য উত্তম। তা তিনি তিনবার বলেছেন। এবং তিনি তিনবার এ-ও বলেছেন আমার ওফাতও তোমাদের জন্য কল্যাণ। অতঃপর লোকেরা নিশ্চুপ হয়ে যায়। তখন ওমর ইবনে খাতাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ বলেন, আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক তা কিভাবে? (ওফাত উত্তম কিভাবে)? তিনি বলেন, আমার জীবন তোমাদের জন্য কল্যাণ হওয়ার কারণ হলো আমার নিকট আসমান থেকে ওহী অবরীণ হয়, এতে আমি তোমাদেরকে হালাল ও হারাম সম্পর্কে জানিয়ে দিই। আর আমার ওফাতও তোমাদের জন্য এভাবে কল্যাণ যে, তোমাদের আমলসমূহ আমার দরবারে বৃহস্পতিবারে পেশ করা হয়, যদি তা ভাল হয় তখন আমি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করি আর যদি খারাপ হয় তখন আমি তোমাদের পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করি।^১

৫. নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,
أَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ فَإِنَّ صَلَاةً أَمْتَنِي تُعَرَّضُ عَلَيَّ فِي كُلِّ

يَوْمٍ جُمُعَةٍ فَمَنْ كَانَ أَكْثَرَهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً كَانَ أَفْرَجَهُمْ مِنْيَ مَنْزِلَةً،

-প্রত্যেক জুমার দিনে অধিকহারে আমার প্রতি দুরদ পাঠ কর। নিচয়ই আমার উম্মতের দুরদ আমার নিকট প্রতি জুমার দিনে পেশ করা হয়। যে ব্যক্তি আমার প্রতি অধিকহারে দুরদ পাঠ করে সে আমার নিকট সবচেয়ে বেশী মর্যাদাবান।^২

হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১২১)

৬. নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,
أَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُصَلِّي عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا
عَرَضَتْ عَلَيَّ صَلَاةً،

-তোমরা আমার নিকট জুমার দিনে অধিকহারে দুরদ পাঠ কর। নিচয়ই যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার নিকট অধিকহারে দুরদ পাঠ করে তার দুরদ আমার সামনে পেশ করা হয়।^৩

৭. হ্যরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
أَكْثِرُوا مِنَ السَّلَامِ عَلَيَّ نِيَّبَكُمْ كُلُّ جُمُعَةٍ فَإِنَّهُ يُؤْتَى بِهِ مِنْكُمْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ،

-নিজেদের নবীর শানে জুমার দিনে অধিকহারে সালাম পেশ কর, নিচয়ই প্রত্যক জুমার দিন তোমাদের সালাম নবীর দরবারে পেশ করা হয়।^৪

উল্লিখিত বর্ণনাসমূহ দ্বারা নবীর দরবারে উম্মতের আমল পেশ হওয়া ও প্রত্যেক ভাল কাজের জন্য তাঁর আল্লাহর কাছে প্রশংসা করা এবং খারাপ আমলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা প্রমাণিত, যা কখনো জীবন ব্যক্তিত সম্ভব নয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সালামের উত্তর প্রদান করেন
নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُسْلِمُ عَلَيَّ فِي شَرِقٍ وَلَا فِي غَربٍ إِلَّا رَدَدَ عَلَيْهِ
السَّلَامُ،

-পূর্ব-পশ্চিমে যে কেউ আমার প্রতি সালাম পেশ করবে আমি এবং আল্লাহর ফেরেশতারা ওই সালামের উত্তর দেন।^৫

সুনানে আবু দাউদে হ্যরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

مَا مِنْ أَحَدٍ يُسْلِمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ،

^১. শামসুন্দীন সাখাবী : আল কাউলুল বদী, পৃ. ১৫৯;

^২. কায়ি আয়ায : আল শিফা, পৃ. ৪৫৩;

^৩. আল জাওয়ী : জালালুল আফহাম, পৃ. ১৯, শামসুন্দীন সাখাবী : আল কওলুল বদী, পৃ. ১৫৬;

হায়াতুন্নবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়াহি ওয়াসাল্লাম

(১২২)

-যখনই কেউ আমার প্রতি সালাম পেশ করে মহান আল্লাহ আমার আত্মাকে ফিরিয়ে দেন যাতে আমি সালামের উপর প্রদান করিঃ^১

আল্লামা তাকীয়ুদ্দীন সুবকী এ সকল বর্ণনা সম্পর্কে বলেন,

قَدْ تَصَمَّمْتِ الْأَحَادِيثُ الْمُتَقَدِّمَةُ أَنَّ رُوحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرْدُ عَلَيْهِ
وَإِنَّهُ يَسْمَعُ وَيَرِدُ السَّلَامَ ،

-উল্লিখিত হাদীসসমূহ একথা বুঝায় যে, ত্যুরের আত্মা তাঁর কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং তিনি সালাম শুনেন আর উপর প্রদান করেন।^২

একটি সূল্ককথা

এখানে “علي روحي” শব্দ ব্যবহার হয়েছে আর কিছু বর্ণনায় “إِلٰي روحي” ব্যবহার হয়েছে। বায়হাকী শরীফে এ হাদীসটি দু’স্থলে রয়েছে। একটি স্থানে ‘আলা’র সাথে অন্য স্থানে ‘ইলা’র সাথে। কোন সংযোগ অবয় (صله) উপর তানিয়ে মুহাদ্দিসগণ আলোচনা করেছেন। যে সব মুহাদ্দিসের দরবারে রিসালতের আদবের প্রতি বেশী যত্নশীল, তাঁরা শব্দ চয়নে খুব সতর্কতা অবলম্বন করে থাকেন। যখন ‘ইলা’ শব্দের সাথে ব্যবহার করা হয় তখন অপছন্দের সাথে ফিরিয়ে দেওয়া বুঝায়। অর্থাৎ, কোন বস্তু কবূল না করে ফেরত দেওয়া উদ্দেশ্য। আর যখন কবূল করে ফেরত দেওয়া হয় তখন ‘আলা’ শব্দ ব্যবহার করা হয়। মুহাদ্দিসগণ বলেন, নবীর আত্মা ফেরত দেওয়া হয় সম্মান ও মর্যাদার জন্য। তাই তাঁরা ‘ইলা’র সাথে ব্যবহৃত বর্ণনাকে বেশী পছন্দ করেন।

একটি শুরুত্তপূর্ণ প্রশ্ন ও তার উত্তর

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, যখন কেউ নবীর প্রতি সালাম পেশ করবে তখন তাঁর রহকে ফেরত দেওয়া হয় যাতে তিনি সালামের উপর প্রদান করেন। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মাঝেমধ্যে তাঁর শরীর রহ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। আলিম ও মুহাদ্দিসগণ তার কয়েকটি উপর প্রদান করেন। যা নিম্নরূপ-

১. এটি অবস্থাজ্ঞাপক বাক্য। যেখানে অতীতকালীন শব্দরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ব্যাকরণের নিয়ম মতে যখন অতীতের শব্দরূপ অবস্থাজ্ঞাপকভাবে ব্যবহৃত হয় তখন সেখানে ‘কুন্দ’ (قوند) উহ্য থাকে। তাই পূর্ণ

^১. তাৰিখী : মিশকাতুল মাসাৰীহ, পৃ. ৮৭; আবু দাউদ : আস সুনান, পৃ. ২৮৬;

^২. শিফাউস সিকাম, পৃ. ১৩৩;

হায়াতুন্নবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়াহি ওয়াসাল্লাম

(১২৩)

বাক্য হবে—**مَا مِنْ أَحَدٍ يُسْلِمُ عَلَيْهِ إِلَّا وَقَدْ رَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ رُوحِي**, যে-কেউ আমার প্রতি সালাম পেশ করবে আল্লাহ আমার রহ ফেরৎ দেন। অর্থাৎ সালাম পেশ করার পূর্বে রহ ফেরত দেওয়া হয়। এখন পূর্ণ বাক্য হবে এভাবে, **مَا مِنْ أَحَدٍ يُسْلِمُ عَلَيْهِ إِلَّا وَقَدْ رَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ رُوحِي مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ** যদি এ অর্থ নেওয়া না হয় তাহলে চারটি সমস্যা দেখা দিবে—

১. শরীর মুবারক থেকে রহ মুবারক বের হওয়ার কারণে কষ্ট পাবে বা বারবার রহ আসা যাওয়া করাতে তাঁর অসম্মানী হবে।
২. রহ বারবার শরীর থেকে বের হওয়া এবং প্রবেশ করা শহীদগণের মর্যাদার বিপরীত। কেননা তাদের ব্যাপার বারবার রহ আসা যাওয়ার কথা নেই। নবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়াহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদা তো তাদের চেয়ে অনেক উচুঁ মানের।
৩. রহ বারবার আসা-যাওয়া করা কুরআনের আয়াতের বিপরীত। কেননা কুরআনে করীমে মহান আল্লাহ বলেন,

رَبِّنَا أَمْتَنَا أَنْتَنِينَ وَأَحِيَّنَا أَنْتَنِينَ

—হে আমাদের রব! তুমি আমাদেরকে মৃত অবস্থায় দু’বার রেখেছ এবং দু’বার আমাদেরকে জীবন দিয়েছ।^৩

৪. এটা হাদীসের বিপরীত। যা কুরআন ও সুন্নাতের বিপরীত হবে তার ব্যাখ্যা করা দরকার। নতুন বর্ণনা বাতিল বলে গণ্য হবে। তাই পূর্বের অর্থেই নেওয়া আবশ্যিক।
২. এখানে **إِلٰي روحي** ইসতিয়ারা রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন মি’রাজের হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে। হ্যরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মি’রাজের হাদীস বর্ণনা করে বলেন,

فَاسْتَيقْظَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ،

—নবী করীম সাল্লাহু তা'আলা আলায়াহি ওয়াসাল্লাম জাগ্রত হলেন মসজিদে হারামে।^৪

^৩. আল কুরআন : সূরা মুমিন, ৪০/১১;

হায়াতুন্নবী সাল্লাহুাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১২৪)

মুহাদিসগণ **ঝড়ের অর্থ** করেছেন এভাবে যে, তা নিম্ন থেকে জাহাত হওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং যখন তিনি মি'রাজ রাতে যে সকল বস্তু দর্শনে ব্যস্ত ছিলেন তা থেকে যখন তিনি সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি দিলেন তখন বলেন, আমি নিজেকে মসজিদে হারামে পেয়েছি অর্থাৎ, আমি সৃষ্টির দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি।

৩. উল্লিখিত হাদীসে, **وَمِنْ أَنْ** **وَ** **بَأْكَ** ব্যবহার করা হয়েছে। যেখানে 'মা' (৫) শব্দ ব্যাপকতার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যা সকল সৃষ্টি-জিন, মানব, ফেরেশতা ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করে। পৃথিবীতে কোথাও দিন আবার কোথাও রাত, তেমনি নামাযের সময়ও সবসময় বিদ্যমান। তাই সময় যেমন অনবরত চলছে, তেমনি সবসময় সালাম পেশও নবীর দরবারে অনবরত চলছে। পৃথিবীতে এমন কোন সময় অতিক্রম করে না যেসময় তাঁর নিকট সালাম পেশ হয় না। তাই কখনো তাঁর শরীর থেকে রহ বিচ্ছিন্ন হয় না।

৪. এখানে রূপকভাবে রহ দ্বারা বাকশক্তি বুঝানো হয়েছে। তখন হাদীসের অর্থ হবে, মহান আল্লাহ আমার বাকশক্তি ফিরিয়ে দেন। নবী করীম সাল্লাহুাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সবসময় জীবিত কিন্তু তিনি সবসময় কথা বলতে হবে তা জরুরী নয়। সালাম পেশ হওয়ার সময় মহান আল্লাহ কথা বলার সুযোগ দেন।

এখানে রূপকের সম্পর্ক অন্যকে অপরিহার্য করে। কেননা, বাকশক্তির জন্য রহ জরুরী। তাই হাদীসে রহ বলে বাকশক্তি নেওয়া হয়েছে এবং ফেরত দেওয়া মানে বিচ্ছিন্নতা ব্যতীত বিদ্যমান থাকা। তখন হাদীসের অর্থ হবে, যখনই কেউ আমার প্রতি সালাম পেশ করবে তখন তিনি আমার বাকশক্তি ফিরে দেন, যাতে আমি তাঁর সালামের উপর দিতে পারি।

৫. এখানে 'রহ' শব্দ দ্বারা শ্রবণ করা উদ্দেশ্য। আর হাদীসের অর্থ হল, মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাহুাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অভ্যাসগতভাবে এমন শক্তি দান করেন যাতে সালাম প্রেরণকারী যেখান থেকে সালাম প্রেরণ করুক না কেন তিনি শুনেন। যেখান থেকেই পাঠানো হোক না কেন তাঁর উপর প্রদান করেন। যেমন ইবনে কাইয়ুমের বরাত দিয়ে হাদীসে বলা হয়েছে যে, আমার কাছে সালাম পৌছে সে যেখানে থাকে না কেন।।

৬. এ হাদীসে 'রহ' দ্বারা জীবন উদ্দেশ্য নয় বরং খুশি ও আরাম উদ্দেশ্য। তাই মহান আল্লাহ বলেন, **فَرُوحٌ وَرَيْحٌ** (তাঁর রয়েছে আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ ও

হায়াতুন্নবী সাল্লাহুাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১২৫)

সুখ উদ্যান।^১) এখানে **فَرُوحٌ** শব্দের 'রা' এর উপর যবর। তখন অর্থ হবে, তিনি সালাম প্রেরণকারীর সালাম দ্বারা অত্যন্ত খুশি হন। কেননা তিনি তাঁর জন্য সালামকে অধিক পছন্দ করতেন এবং এ খুশি তাঁকে সালামের উপরের প্রতি উৎসাহিত করেন।

৭. এখানে 'রহ' শব্দ দ্বারা ঐ ফেরেশতা যিনি রাসূলের কবরে নিয়োজিত। যিনি উম্মতের সালাম রাসূলের দরবারে পেশ করেন। তখন রহ দ্বারা জিব্রাইল ব্যতীত অন্য ফেরেশতা বুঝাবে।

ইমাম রাগের ইস্পাহানী বলেন, মহান ফেরেশতাদেরকেও রহ দ্বারা সম্মোধন করা হয়। তাই অর্থ হবে, ঐ মহান ফেরেশতাকে যিনি আমার কবরে নিয়োজিত আমার নিকট ফিরিয়ে দেন, যাতে তিনি আমার নিকট সালাম পেশ করেন।

৮. এ হাদীসে 'রদ' (১) শব্দের অর্থ সোপর্দ করা। ইমাম রাগের ইস্পাহানী বলেন, **رَدَتْ الْحُكْمُ فِي كَذَا فَلَانَ لَوْصَنَةُ الْيَه** -আমি অযুক্ত বস্তুর ব্যাপারে ফায়সালা অযুক্তের উপর সোপর্দ করলাম। কুরআন মজীদেও এর সমর্থন রয়েছে।

 **إِنْ تَنْزَعْمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ**

-যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে কোন মতবিরোধ হয় তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হও।^২

সূতরাং হাদীসে অর্থ হবে, মহান আল্লাহ সালাম প্রেরণকারীর সালামের উপর নবীর উপর সোপর্দ করেন।

৯. এখানে 'রহ' দ্বারা রহমত ও দয়া উদ্দেশ্য, যা নবীর জন্য উম্মতের অঙ্গে বিদ্যমান, যা তাঁর স্বভাবজাতগত রয়েছে।

অনেক সময় তিনি পাপীদের উপর রাগান্বিত হন। আর তাঁর প্রতি দুরুদ পাঠ পাপের কাফ্ফারা স্বরূপ। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাহুাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জনেক সাহাবাকে বললেন, যদি তুমি সবসময় দুরুদ পড়তে থাক তবে তুমি পেরেশানী থেকে মুক্তি পাবে এবং তোমার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। এই পবিত্র হাদীসে নবী করীম সাল্লাহুাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ কথা বললেন যে, যে-কেউ আমার প্রতি সালাম পেশ

^১. আল কুরআন : সূরা ওয়াকীয়াহ, ৫৬/৮৯;

^২. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪/৫৯;

হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১২৬)

করবে সে যতই পাপী হোক না কেন তখন তার স্বভাবজাত রহমত ফিরে আসে এবং তিনি তার উত্তর দেন।

আল্লামা ইবনে কাইয়ুম জালাউল আফহামে বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, পূর্ব পশ্চিমের যে-কেউ আমার প্রতি সালাম পেশ করে আমি এবং আমার রবের ফেরেশতা তার উত্তর প্রদান করে থাকেন।

অনেকে শুনেছেনও

ইব্রাহীম ইবনে শায়বান বলেন,

حَبَّجْتُ فِي حَفْتِ الْمَدِينَةِ فَقَدِمْتُ إِلَى الْقَبْرِ الشَّرِيفِ فَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَعَمْتُ مِنْ دَاخِلِ الْحَجَرَةِ يَقُولُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ،

-আমি হজ শেষে মদীনা মুন্বারায় গেলাম। কবর শরীফের পাশে গিয়ে সালাম পেশ করলাম। তখন আমি রওয়া শরীফের ডিতর থেকে 'ওয়া আলায়কাস সালাম' বলে সালামের উত্তর শুনেছি।^১

সালাম ইবনে লুহাইম বলেন,

رَأَيْتُ النَّبِيًّا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي النَّوْمِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ أَعْلَمُ
الَّذِينَ يَأْتُونَكُمْ فَيُسْلِمُونَ عَلَيْكَ أَتَقْفَقَةً سَلَامًا مِّنْهُمْ قَالَ نَعَمْ وَأَرْدَعْ عَلَيْهِمْ ،

-আমি স্বপ্নে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাত পেলাম। আমি জিজেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ এসকল লোক উপর্যুক্ত হয় এবং আপনার দরবারে সালাম পেশ করে, আপনি কি তা অনুধাবন করেন? নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, হ্যা, আমি তা অনুধাবন করি এবং তাদের সালামের উত্তর প্রদান করি।^২

^১. শামসুন্দীন যাহুরী : আল কাওলুল বাদী, পৃ. ১৬০;

^২. পূর্বোক্ত;

হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১২৭)

... أَلْسَلَامُ عَلَيْكَ أَيَّهَا النَّبِيُّ

আবু মা'মার বলেন,

عَلَمْنَيْ أَبْنُ مَسْعُودٍ التَّشَهِيدَ وَقَالَ عَلَمْنَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا
كَانَ يُعْلَمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ التَّحْيَاتُ اللَّهُ وَالصَّلَواتُ وَالطَّيَّابُ السَّلَامُ
عَلَيْكَ أَيَّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ،

-আমাকে ইবনে মাসউদ তাশাহুদ শিখালেন। ইবনে মাসউদ বলেন, রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাকে এ তাশাহুদ কুরআন শিখানোর মত করে শিখালেন, তা হল-
الْتَّحْيَاتُ اللَّهُ وَالصَّلَواتُ
১) وَالطَّيَّابُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيَّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيَّهَا النَّبِيُّ

উল্লিখিত হাদীসে যে তাশাহুদের কথা বলা হয়েছে সেখানে বাক্য রয়েছে, যা সম্বোধনবাচক। প্রকাশ থাকে যে, রাসূলের জীবনকে থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত এ তাশাহুদ পাঠ করা হবে, যা নবীর জীবনকে প্রমাণ করে।

আল্লামা ইবনে কাইয়ুম বলেন,

وَهَذَا السَّلَامُ وَالْخُطَابُ وَالنِّدَاءُ لِمَوْجُودٍ يَسْمَعُ ،

-এ সম্বোধন ও আহবান এমন সন্তার জন্য বৈধ যে শুনে।^৩

এ সকল বিষয় ও ফাতে পরবর্তী জীবনকে স্থীকার করে। শায়খ ইউসুফ ইবনে ইসমাইল নাবহানী এ সম্পর্কে বলেন,

وُبُوئِيدُ سَيَّاعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَامًا مِّنْ يَسِّلَمُ عَلَيْهِ مِنْ قَرِيبٍ
وَبَعِيدٍ مَّشْرُوْعِيَّةِ السَّلَامِ عَلَيْهِ فِي التَّشَهِيدِ فِي الصَّلَاةِ بِصِنْفَةِ الْخُطَابِ إِذْ يَقُولُ
الْمُصَلِّيُّ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيَّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَلَوْلَمْ يَكُنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حَيَّا يَسْمَعُ جَمِيعَ الْمُصَلِّيِّنَ أَيْتَهَا كَانُوا يَاسْمَعُونَ اللَّهَ ذَلِكَ لَمَّا كَانَ هَذَا
الْخُطَابُ مَعْنَى بِلْ كَانَ صُدُورُهُ مِنَ الْمُصَلِّيِّنَ أَشْبَهَ بِكَلَامِ الْمُجَانِيِّنَ مِنْهُ بِكَلَامِ

³. জাওয়ী : জালাউল আফহাম, পৃ. ২১;

^২. জাওয়ী : আর জহ, ১৪;

الْمُقْلَأِ إِنَّكَ إِذَا سَمِعْتَ مُتَكَلِّمًا يُخَاطِبُ إِنْسَانًا مَيْتًا مِنْ عُصُورِهِ كَثِيرًا أَوْ حَيًّا
وَلَكَنَّهُ فِي بِلَادِ بَعْدَنَةٍ تَطْنُنُ أَنَّ ذَلِكَ الْمُكَلِّمُ قَدْ اخْتَلَطَ عَقْلُهُ ... فَإِذَا نَمَ شَرَعَ
لَنَا مُخَاطِبُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ بِهَذَا الْخُطَابِ إِلَّا وَهُوَ
يَسْمَعُهُ فِي حَيَاتِهِ وَيَغْدُ مَكَاهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِنْ بَعْضَ الْأُولَاءِ
سَمِعُوا عَلَى سَبِيلِ الْكَرَامَةِ رَدَهُ السَّلَامُ عَلَيْهِمْ عِنْدَ قَوْفِهِمْ : السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا
النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَلَا إِنْسَاحَةَ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ الَّذِي أَطْلَعَهُ عَلَى الْغَيْبِ
وَأَسْمَعَهُ كَلَامَ مَنْ يُخَاطِبُهُ مِنْ بَعْدِ وَقْرَبِهِ وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا فَرَقَ عِنْهُ تَعَالَى
يَنْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ وَيَغْدُ مَكَاهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ
حَسِّيٌّ فِي قَبْرِهِ ،

অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাই একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, তিনি
কবরে জীবিত।^১

এক বর্ণনায় বিশেষভাবে হ্যরত ঈসা আলায়হিস সালাম-এর আহবানে সাড়া
দেওয়ার কথা রয়েছে।

হ্যরত আবু হুরায়ারা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত,
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَسِّلَنَّ
عِيسَى ابْنُ مُرْيَمَ، ثُمَّ لَيَنْ قَامَ عَلَى قَبْرِي، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ لَا جِئْنَةَ»

-আমি রাসূলুন্নবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলতে
শুনেছি, তিনি এরশাদ করেছেন, ঐ সত্তার কসম যার কুন্দরাতের হাতে
আমার প্রাণ, ঈসা ইবনে মারইয়াম তোমাদের মাঝে নিশ্চয় তাশরীফ
আনবেন। অতঃপর যদি তিনি আমার কবরে এসে হে মুহাম্মদ বলে
ডাকেন তখন আমি নিশ্চয় তাঁর উত্তর প্রদান করব।^২

হ্যুম্র সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাদা কাগজে নাম লিপিবদ্ধ করেন
নবী করীম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,
مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قَضَى اللَّهُ لَهُ مَا نَهَا حَاجَةَ سَبْعِينِ مِنْ
حَوَائِجِ الْآخِرَةِ وَثَلَاثِينَ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا ثُمَّ يُؤْكِلُ اللَّهُ بِيَدِكَ مَلَكًا يُنْذِلُهُ فِي
قَبْرِي كَمَا تَذَلُّلُ عَلَيْكُمُ الْهَدَايَا يُخْبِرُنِي مَنْ صَلَّى عَلَيَّ بِإِنْسِيَهِ وَتَسِيهِ إِلَى عَشِيرَتِهِ
فَأَبْتَهُ عِنْدِي فِي صِحَّيْفَةِ بَيْضَاءَ ،

-যে ব্যক্তি আমার প্রতি জুমার দিনে বা রাতে দুর্লদ পাঠ করে মহান
আল্লাহ তার একশ হাজাত পূরণ করেন। সন্তুষ্টি পরকালের এবং ত্রিশটি
এ দুনিয়ার। অতঃপর মহান আল্লাহ তার জন্য একজন ফেরেশতা ঠিক
করেন, যিনি আমার নিকট দুর্লদ তেমনি পেশ করেন যেমন কোন হাদিয়া
পেশ করা হয় এবং তিনি আমাকে সে বক্তির নাম বৎসসহ তুলে ধরেন।
তখন আমি তা সাদা কাগজে লিপিবদ্ধ করে রাখি।^৩

^১. শওয়াহেদুল হক : পৃ. ২২৭;

^২. জালানুন্নবী সুযুতী : আলহাবী শিল ফতাওয়া, ২:১৪৮;

^৩. সচেতনী আলেম প্রযোগে ৩:৩৩৬; শামসুন্দীন যাহাবী : আল কওলুল বনী, পৃ. ১৫৬;

হায়াতুন্নবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১৩০)

সর্বপ্রথম হশ হওয়া

নবী আকরাম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

إِنَّ النَّاسَ يُضْعَفُونَ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفْيِي

-সকল মানুষ বেহশ হয়ে যাবে সর্বপ্রথম আমিই ছশে আসবো।^১

এ বর্ণনা দ্বারাও হায়াতুন্নবী প্রমাণিত হয়। কেননা শুধুমাত্র বেহশী দ্বারা জীবন বিলুপ্ত হয় না; বরং জীবন বিদ্যমান থাকে।

ভিতরে থেকেও বাইরে

হ্যরত আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ،

-নবী আকরাম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, নিচয়ই আমি এমন কিছু দেখি যা তোমরা দেখনা এবং আমি এমন কিছু শুনি যা তোমরা শনন।^২

একদিন নবী করীম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,
بِئُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا ،

-ইয়াহুন্দীদেরকে তাদের কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।^৩

একটি উপমা দ্বারা দ্রষ্টান্ত

উদাহরণস্বরূপ যদি দু'টি রূম পাশাপাশি হয় এবং মাঝখানে একটির দরজা ফারাক থাকে, যদি একটি রূমে বাতি জুলে তখন দ্বিতীয় রূমেও বাতির আলো কিছুটা পাওয়া যাবে এবং দ্বিতীয় রূমেও যদি সেরকম বাতি জুলে, প্রথম রূমেও সেরকম আলো আসবে। তেমনি নবী করীম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ভূপৃষ্ঠে থেকে কবরের অবস্থা জানেন যে, কোন কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে এবং কোন কবরে নিয়ামত দেওয়া হচ্ছে আর যদি তিনি কবরে পাড়ি জামান তেমনি তিনি বাইরে দেখতে পান এবং বাইরের আওয়াজও শুনেন।

^১. জালালুন্দীন সুয়তী : আল হারী লিল ফতাওয়া, ২:২৬৫-২৬৬;

^২. তাৰিখী : মিশকতুল মাসাৰীহ, পৃ. ৪৫৭;

^৩. বুখারী : আস সহীহ, ১:১৪৮;

হায়াতুন্নবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১৩১)

ফেরেশতারা নবীর দরবারে দুরুদ পেশ করেন

হ্যরত আবুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ مَلِكُكُمْ سَيَاجِنٌ فِي الْأَرْضِ
يَلْعَوْنَى مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ»

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, মহান আল্লাহর এমন অনেক ফেরেশতা রয়েছেন যে, যারা যমীনে বিচরণ করেন এবং তারা আমার উম্মতের পক্ষ থেকে সালাম পৌছিয়ে দেন।^৪

রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

صَلُوًا عَلَى وَسَلَمُوا حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَسَيَلْعَنُنِي سَلَامُكُمْ وَصَلَاتُكُمْ

-তোমরা যেখান থেকেই আমার নিকট দুরুদ পাঠ কর, তোমাদের ওই সালাম ও দুরুদ আমার নিকট পৌছে যাবে।^৫

নবী করীম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

صَلُوًا فِي بَيْتِكُمْ وَلَا تَجْعَلُوا بَيْوَكُمْ مَقَابِرَ لَعَنِ اللَّهِ الْيَهُودُ اتَّخَذُوا قُبُورَ آنِيَاءٍ
هُمْ مَسَاجِدٌ وَصَلُوًا عَلَى فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تُبَلَّغُنِي حَيْثُمَا كُنْتُمْ،

-তোমরা নিজেদের ঘরে নামায আদায কর এবং তাকে কবরস্থান পরিণত করন। মহান আল্লাহ ইয়াহুন্দীদের উপর লান্ত করেছেন তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়েছে। নিচয়ই তোমাদের দুরুদ আমার নিকট পৌছিয়ে দেওয়া হয় যেখানে তোমরা থাক না কেন।^৬

হ্যরত আবু হুরায়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تَجْعَلُوا بَيْوَكُمْ قُبُورًا وَلَا
تَجْعَلُوا قَبَرِي عِيدًا وَصَلُوًا عَلَى فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تُبَلَّغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ»

-আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি, নিজ ঘরকে কবরে পরিণত কর না এবং আমার কবরকে মেলায় পরিণত কর না। আমার প্রতি দুরুদ পাঠাতে থাক। নিচয়ই

⁴. তাৰিখী : মিশকতুল মাসাৰীহ, পৃ. ৮৬;

⁵. জালালুন্দীন সুয়তী : আল হারী লিল ফতাওয়া, ২:২৮০;

⁶. বুখারী : আস সহীহ, ১:১৪৮;

তোমাদের দুরদ আমার নিকট প্রেরিত হয়, তোমরা যেখানেই থাক না
কেন।^১

হ্যরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
মَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَثْتَهُ،

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,
যে ব্যক্তি আমার প্রতি আমার কবরের নিকটে দুরদ পড়ে আমি তা
নিজেই শুনি এবং যে দূর থেকে আমার নিকট দুরদ পাঠায় তা আমার
নিকট পৌছিয়ে দেয়া হয়।^২

হ্যরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَثْتَهُ،

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,
যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকট আমার উপর দুরদ পড়ে তা আমি নিজে
শুনি এবং যে দূর থেকে আমার নিকট দুরদ পাঠায় তা আমি জানি।^৩

হ্যরত ইবনে আবু বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ বলেন,
لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصْلِّي عَلَيْهِ وَيُسْلِمُ عَلَيْهِ
إِلَّا بَعْلَمْتُهُ،

-হ্যুর সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত থেকে যে-
কেউ তাঁর উপর দুরদ পাঠ করে তা তাঁর দরবারে পৌছানো হয়।^৪

রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,
مَا مَنْ عَبْدٌ يُسْلِمُ عَلَيْهِ إِلَّا وَكَلَّ اللَّهُ بِهَا مَلَكًا يُبَغْفِنِي،

-যথনই কোন মানুষ আমার কবরের নিকটে আমার প্রতি সালাম পেশ
করবে তখন মহান আল্লাহ তার জন্য একজন ফেরেশতা ঠিক করে দেন
যে আমার নিকট দুরদ পৌছিয়ে দেয়।^৫

^১. তাবরিয়ী : মিশকাতুল মাসাৰীহ, পৃ. ৮৬;

^২. তাবরিয়ী : মিশকাতুল মাসাৰীহ, পৃ. ৮৭; আল মওয়াহিদুল কুন্ডিয়া, ২:৩৮৯;

^৩. শামসুন্দীন যাহুবী : আল কওলুল বনী, পৃ. ১৫৪;

^৪. কবী আয়া : আশ শিখা, ৬৪৮;

إِنَّ مَلَكًا مُوَكَّلَ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلْعَنُ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ فُلَانًا مِنْ أَمْكَنَكَ يُصْلِي عَلَيْكَ

-নিশ্চয়ই জুমার দিন একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়। যে কোন
ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি
দুরদ পাঠ করে তা নবীর দরবারে পৌছায় এবং বলেন, আপনার
উম্মতের অমুক ব্যক্তি আপনার প্রতি দুরদ প্রেরণ করেছে।^৬

ফেরেশতাদের দুরদ পাঠানোর হেকমত

নবী আকরাম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তো নিকটবর্তী দুরদ
নিজের কানে শুনেন কিন্তু তার সাথে সাথে নবীর দরবারে অন্যান্য দুরদ হাদিয়া
হিসাবে পৌছানোর ব্যবস্থাও করা হয়। ফেরেশতা তাঁর দরবারে এভাবে দুরদ
পাঠানো দ্বারা তাঁর জ্ঞান ও শ্রবণের অধীক্ষাকার হয়না। তা ঠিক তেমনি যেমন
পেরেশতারা আল্লাহর দরবারে মানুষের আমল পেশ করেন। অথচ মহান আল্লাহ
সে সম্পর্কে সম্যক অবগত। শুধুমাত্র কোন ক্ষমতাকে পেশ করা দ্বারা জ্ঞানকে
অধীক্ষাকার করা ঠিক নয়। বরং তাঁর দরবারে তা পৌছানো দ্বারা তাঁর জীবন
প্রমাণিত হয়। কেননা ফেরেশতা গিয়ে বলে এটি অমুকের ছেলে অমুকের দুরদ।
আর তা শুনা এবং তাঁর উক্তর প্রদান করা এ সবই তাঁর জীবনের প্রমাণ বহন
করে।

নবীর দরবারে দুরদ পেশকারী ফেরেশতাদের শ্রবণ শক্তি

১. নবী আকরাম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَعْطَى مَلَكًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِسْمَاعِيلَ قَاتِلَ قَبْرِي
خَتِيَ تَقُومُ السَّاعَةُ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَمْكَنَكَ يُصْلِي عَلَيْهِ صَلَوةً إِلَّا قَالَ يَا أَخَدُ فُلَانُ
ابْنُ فُلَانٍ يَا سِيجِهِ وَإِسْمِ أَبِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَذَا وَكَذَا،

-মহান আল্লাহ ফেরেশতাদের থেকে একজন ফেরেশতাকে পুরো
সৃষ্টিগতের কথা শুনার শক্তিদান করেছেন। ওই ফেরেশতা আমার
কবরে দাঁড়িয়ে থাকেন। এমনকি কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই আমার
উম্মতের যে-কেউ আমার প্রতি দুরদ পাঠ করবে ওই ফেরেশতা বলেন,

^৫. আল জওহরুল মুনতিম, পৃ. ২৬; শামসুন্দীন যাহুবী : আল কওলুল বনী, পৃ. ১৫৪;
জামে মুস্তাফায়ে, পৃ. ৬৪;

হে আহমদ, অমুক ব্যক্তি অমুকের ছেলে আপনার প্রতি এ ভাষা দ্বারা দুরদ পাঠ করেছে।^১

২. নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,
 إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلْكًا أَغْطَاهُ إِسْمَاعِيلَ فَهُوَ قَائِمٌ عَلَى قَرْبِيِّ إِذَا مُتْ
 فَلَيْسَ أَحَدٌ يُصْلِي عَلَى صَلَاتَةِ إِلَّا قَالَ يَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ فَلَانْ بْنُ فَلَانْ،

-নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ একজন ফেরেশতাকে পুরো বিশ্বের কথা শ্রবণ করার শক্তি দিয়ে রেখেছেন। সে আমার কবরে দণ্ডয়মান থাকে। যখন আমি বাহ্যিক জীবন থেকে আড়ালে চলে যাব, তখন যে-কেউ আমার প্রতি দুরদ পাঠ করবে ফেরেশতা বলে, ইয়া মুহাম্মদ! অমুকের ছেলে অমুক আপনার প্রতি দুরদ পাঠ করেছে।^২

হ্যরত 'আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ مَلْكًا أَغْطَاهُ إِسْمَاعِيلَ
 فَلَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يُصْلِي عَلَى صَلَاتَةِ إِلَّا أَبْلَغَنِيهَا وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّيَ أَنْ لَا يُصْلِي عَلَى
 عَبْدٍ صَلَاتَةً إِلَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشَرَ أَنْتَابِلًا،

-আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ একজন ফেরেশতাকে সকল মানুষের আওয়াজ শুনার শক্তি দিয়েছেন। যে-কেউ আমার প্রতি দুরদ পড়ে, সে আমাকে ওই দুরদ পৌছিয়ে দেয়। নিশ্চয় আমি আমার রবের নিকট আবেদন করেছি যে, যে-কোন বান্দা আমার প্রতি একবার সালাম পেশ করবে তখন তিনি যেন তার উপর দশবার রহমত অবতীর্ণ করেন।^৩

উল্লিখিতি সকল বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, একজন ফেরেশতাকে মহান আল্লাহ এমন শক্তি দান করেছেন যিনি পুরো দুনিয়ার দুরদপাঠকারীকে জানেন বরং তাদের বাপ-দাদার নামও জানেন এবং তাদের আওয়াজ শুনেন। ফেরেশতা রাসূলের

একজন নগণ্য খাদিম। তাঁর যদি এ শক্তি হয় তবে নবীর শ্রবণশক্তির তুলনাই বা কি হতে পারে? আর এ জানা ও শুনা জীবন ব্যতীত সম্ভব নয়।

নবীর দরবারে সালাম পেশ হওয়া

ইমাম বায়হাকী এক স্থানে বলেন, নবীর খবর সত্য যে,

أَنَّ صَلَاتَنَا مَعْرُوضَةٌ عَلَيْنَا، وَأَنَّ سَلَامَنَا يُبَلَّغُهُ، وَأَنَّ اللَّهَ حَرَمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ
 تَأْكُلْ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ،

-আমাদের দুরদ নবীর দরবারে পেশ করা হয়। আমাদের সালাম নবীর দরবারে স্বয়ং সরাসরি পেশ হয় এবং নিশ্চয় নবীগণের শরীর ভক্ষণ করা আল্লাহ যমীনের উপর হারমা করে দিয়েছেন।^৪

এখানে একটি প্রশ্ন হল, আমাদের সালাম পৌছিয়ে দেওয়ার অর্থ হল, সালাম তাঁর পর্যন্ত পৌছা, সরাসরি শুনার কথা কোথেকে বুঝা গেল?

তার উত্তর হল, দ্বারা যদি পৌছে দেওয়ার অর্থ নেওয়া হয় তখন তা পৃথক বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই বরং অন্তর্ভুক্ত স্বাক্ষর প্রয়োজন হত। উভয়ের মাঝে পার্থক্য করা দ্বারা বুঝা যায়, তার অর্থ পেশ হওয়া এবং দ্বিতীয় এ কর্তা সালাম। তাই এখানে যদি সালাম পৌছানো হওয়ার উদ্দেশ্য হয় তখন সালাম কর্ম হয়ে যাবে এবং সালাম যখন কেউ পৌছায়না তখন তা নিজে শুনেন মর্মে অর্থ নেওয়া হবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজেই দুরদ ও সালাম শুনেন

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,
 أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُودٌ تَشَهِّدُ الْمَلَائِكَةُ لَنِسْمَ منْ عَبْدٍ
 يُصْلِي عَلَى إِلَّا بِلَغَنِي صَوْنَهُ حَيْثُ كَانَ قُلْنَا وَبَعْدَ وَفَاتِكَ قَالَ وَبَعْدَ وَفَاتِكَ إِنَّ
 اللَّهَ حَرَمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلْ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ،

-জুমার দিন তোমরা অধিকহারে আমার প্রতি দুরদ পাঠ কর। নিশ্চয়ই জুমার দিন উপস্থিতির দিন। সেদিন ফেরেশতাদের উপস্থিতির দিন।

^১. হজ্জাতুল্লাহি আলাল আলমিন, পৃ. ৭১৩;

^২. জাওয়া : জালাউল আফহাম, পৃ. ৫১;

^৩. পূর্বোক্ত;

হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১৩৬)

সেদিন ফেরেশতারা উপস্থিত হন। যে ব্যক্তি আমার উপর দুরদ পাঠ করে তার দুরদের আওয়াজ আমি পর্যন্ত পৌছে তা যেখানে পড়া হোক না কেন। আমরা আরয করলাম, আপনার ওফাতের পরেও? তিনি বলেন, আমার ওফাতের পরেও। নিচ্যই মহান আল্লাহ যমীনের জন্য নবীগণের শরীর খাওয়াকে হারাম করেছেন।^১

এ বর্ণনায় ﴿بَلْغَنِي صَوْمَكَ عَلَّوْخَ يَوْمَ‌﴾ শব্দ উল্লেখযোগ্য। ওই দুরদ পাঠকারীর আওয়ায আমার পর্যন্ত পৌছে। সেখানে নিকটবর্তী ও দূরবর্তীর কোন পার্থক্য নেই বরং সরাসরি ভ্যুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওই দুরদ শুনা উদ্দেশ্য, যা হায়াতুন্নবীর সাথে সাথে তাঁর পরিপূর্ণভাবে শুনার উপর প্রকাশ্য দলীল।

মুহাবাতকারীদের সালাম তিনি নিজে শুনেন

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে জিজেস করা হয়েছে যে, আপনার থেকে দূরে অবস্থানকারীর দুরদের কি অবস্থা? তিনি বলেন,

أَسْمَعْ صَلْوَةً أَهْلِ مُجْبَنِي وَأَغْرِفُهُمْ،

—আমি আমার প্রতি মুহাবাতকারীদের দুরদ নিজে শুনি এবং তাদেরকে জানি।^২

জানা গেল যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর মুহাবাতকারীদের দুরদ নিজেই শুনেন, যদিও তারা দূরে থাকে। এ বর্ণনাও হায়াতুন্নবীর উপর দলীল। কেননা শ্রবণ জীবন ব্যতীত সম্ভব নয়। কিন্তু এ বর্ণনা দ্বারা বিশেষভাবে প্রত্যেক কিছুই প্রমাণিত হয় এবং এর সাথে তাঁর শ্রবণশক্তির অনুভূতিও বুঝা যায়।

এমনকি কথাও শুনেন

হ্যরত ফযল ইবনে আবাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ বলেন, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কবরে রাখা হল তখন আমি শেষবারের মত তাঁর চেহারার দর্শন লাভ করলাম।

إِذَا رَأَيْتُ شَفَقَيْهِ يَتَحَرَّكُ فَادَّيْتُ اُذْنِي عِنْدَهَا فَسِمِعْتُ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ
لِأَمْتَنِي فَأَخْبِرْهُمْ بِهَذَا بِشْفَقَتِهِ عَلَى أُمِّتِهِ،

^১. হজ্জাতুল্লাহি আলা আলমিন, পৃ. ৭১৩; জালালুদ্দীন সুহূরী : জালাউল আফহাম, পৃ. ৬৩;

^২. দালাইলুল খায়রাত; মাতালিলুল মুসাররাত, পৃ. ৮১;

হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১৩৭)

—যখন আমি দেখলাম তাঁর পবিত্র ওষ্ঠ নড়াচড়া করছে। আমি আমার কানকে নিকটবর্তী করে শুনলাম তখন তিনি বলছেন, হে আল্লাহ আমার উম্মতকে ক্ষমা করে দিন। উম্মতের প্রতি তাঁর স্নেহময় কথা সকল উপস্থিত লোকদেরকে শুনলাম।^১

এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজ ওষ্ঠের নড়াচড়া করালেন এবং তা জীবন ব্যতীত অসম্ভব আর তাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতের প্রতি দরদও প্রকাশ পায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তো শুভজন্মের সময়ও উম্মতের স্মরণ করে বলেছেন, —بِالْرَبِّ لِيْ أَمْتَنِي— হে রব! আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন। মিরাজ রাতেও যখন মহান রবের তাজালী প্রত্যক্ষ করালেন তখনও তিনি দুনিয়া থেকে বিদায নিয়ে চলে যাচ্ছেন তখনও তিনি নিজ উম্মতকে **اللَّهُمَّ اغْفِرْنِي** বলে নিজ রহমতের চাদর দিয়ে আবৃত করালেন। মহান আল্লাহ যদি এসকল অবদানকে স্মরণ রাখার তাওফীক দান করতেন!

নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এখনও জানেন

হ্যরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي يَوْمٍ جَمِيعَ وَلَيْلَةً جَمِيعَ مَائَةٍ مَّرَّةٍ مِّنَ الصَّلَاةِ قَضَى اللَّهُ لَهُ مِائَةَ
حَاجَةَ سَبْعِينَ مِنْ حَوَافِيجِ الْآخِرَةِ وَتَلَاثَيْنَ مِنْ حَوَافِيجِ الدُّنْيَا وَوَكَّلَ اللَّهُ بِذَلِكَ
مَلَكًا يُذْخِلُهُ عَلَى قَنْبِرِيْ كَمَا يَذْخُلُ عَلَيْكُمُ الْمَدَابِيْا إِنَّ عِلْمِيْ بَعْدَ مَوْتِيْ كَعِلْمِيْ
فِي الْحَيَاةِ

—যে ব্যক্তি আমার উপর জুমারাতে বা দিনে একশবার দুরদ পাঠ করবে মহান আল্লাহ তার একশ হাজাত পূরণ করে দিবেন, যা থেকে সক্রাটি পরকালে এবং ত্রিশটি দুনিয়াতে। উহার জন্য মহান আল্লাহ এমন একজন ফেরেশতা ঠিক করে দেন, ওই ফেরেশতা তার দুরদকে আমার কবরে এভাবে প্রেরণ করেন যেরকম তোমরা হাদিয়া পেশ কর। নিচ্যই আমার

হায়াতুন্মৰী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১৩৮)

জ্ঞান আমার ওফাতের পরে সেরকম বিদ্যমান থাকে যেরকম বর্তমান
জীবনে রয়েছে।^১

এর দ্বারা জানা গেল যে, তাঁর জ্ঞান তেমনি বিদ্যমান আছে যেমন বাহ্যিক জীবনে
ছিল আর জ্ঞান জীবন ব্যতীত সম্ভব নয়।

এমনকি দেখেনও

হ্যরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন,

كُنْتُ أَدْخُلُ بَنِيَّ الَّذِي فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي وَاضْطَرْتُ نَفْرِي
وَأَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ زَوْجِي وَأَبِي فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعْهُمْ فَوَاللَّهِ مَا دَخَلْتُهُ
إِلَّا وَأَنَا مَشْدُودَةٌ عَلَيْيِّ تَبَابِ حَيَاءٍ مِّنْ عُمَرَ

-আমার যে কক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম
শায়িত আছেন তাতে প্রবেশ করার সময় পর্দার গুরুত্ব দিতাম না এবং
বলতাম, ইনি আমার স্বামী আর দ্বিতীয়জন আমার পিতা। (কেননা তাঁরা
মাহরাম,) এবং যখন ওমর ফারকুন দাফন হলেন তখন আমি ভালভাবে
পর্দা করতাম হ্যরত ওমর থেকে লজ্জা বোধ করে।^২

এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, হ্যরত আয়েশা সিদ্দীকার বিশ্বাস ছিল যে, হ্যুন
সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, সিদ্দীক আকবর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু
তা'আলা আনহমা শুধুমাত্র জীবিত ছিলেন না বরং তাঁরা দেখতেন। যেমন ইমাম
আ'য়মের বরাত দিয়ে কবরের জীবনের আলোচনা করা হয়েছে যে, ইমাম আয়ম
তো সাধারণ মৃত্যুর দেখার বিষয়ে স্বীকার করতেন।

পবিত্র রওয়া যিয়ারাত ও বাহ্যিক জীবনের দৃশ্য

নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

مَنْ زَارَنِي مَيْتًا فَكَانَتْهَا زَارَنِي حَيًّا ،

-যে ব্যক্তি আমার ওফাত অবস্থায় যিয়ারাত করল সে যেন আমার জীবিত
অবস্থায় যিয়ারাত করল।^৩

নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

^১. জালালুদ্দীন সুয়তী : আল খাসাইসুল কুবরা, ২:২৮০;

^২. তাবরিয়ী : মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ. ৮৪০, হাদীস : ২৭৫৬; শিফাউস সিকাম, পৃ. ১৬;

^৩. জয়বূল কুলুব, পৃ. ২০৭; নুরদ্দীন আবুল হাসান : ওয়াফাউল ওয়াফা, ৪:৩৪৭;

^৪. নুরদ্দীন আবুল হাসান : ওয়াফাউল ওয়াফা, ৪:৩৪৭;

^৫. যুরকানী : ৮:২৯৯;

হায়াতুন্মৰী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১৩৯)

مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِيَ بَعْدَ مَوْتِي كَانَ كَمْنَ زَارَنِي فِي حَيَايِي

-যে ব্যক্তি হজ্জ করল, অতঃপর আমার ওফাতের পর আমার কবর
যিয়ারাত করল, যেন সে আমার জীবিত অবস্থায় যিয়ারাত করল।^১

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي فَكَانَتْهَا زَارَنِي فِي حَيَايِي،

-যে আমার ওফাতের পর আমার যিয়ারাত করল সে যেন আমার
জীবদ্দশায় যিয়ারাত করল।^২

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي فَكَانَتْهَا زَارَنِي وَأَنَا حَيٌّ،

-যে আমার ওফাতের পর আমার যিয়ারাত করল সে যেন আমার
জীবদ্দশায় যিয়ারাত করল।^৩

ইমাম যুরকানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন,

لَاَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ فِي قَبْرِهِ يَعْلَمُ بِمَا بَيْنَ يَرْبُوْرَهُ وَبَرْدَ سَلَامَهُ،

-কেননা তিনি আপন কবরে জীবিত এবং যিয়ারাতকারীকে জানেন এবং
সালামের উত্তর প্রদান করেন।^৪

ইমামা যুরকানী বলেন, হ্যুন আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-
এর এরশাদ- 'যে ব্যক্তি আমার ইষ্টেকালের পর আমার যিয়ারাত করল সে যেন
আমার জীবনে আমার সাক্ষাতে ধন্য হল।' এর ব্যাখ্যায় বলেন, নবী করীম
সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন কবরে জীবিত। তাই আলিমগণ
নবীর দরবারে যিয়ারাতের আদব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, কবরের সামনে
তেমনি আদব করতে হবে যেমন তাঁর জীবদ্দশায় করা জরুরী ছিল। তাঁর কারণ
হল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন কবরে জীবিত
আছেন।

^১. তাবরিয়ী : মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ. ৮৪০, হাদীস : ২৭৫৬; শিফাউস সিকাম, পৃ. ১৬;

^২. নুরদ্দীন আবুল হাসান : ওয়াফাউল ওয়াফা, ৪:৩৪৭;

^৩. শিফাউস সিকাম, পৃ. ২৬; নুরদ্দীন আবুল হাসান : ওয়াফাউল ওয়াফা, ৪:৩৪৭;

^৪. যুরকানী : ৮:২৯৯;

হায়াতুন্নবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(180)

ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি সেই পৃষ্ঠাতে বলেন,

بَلِ الْأَدْبُ أَنْ يَنْعَدْ مِنْهُ كَمَا يَعْدُ مِنْهُ لَوْ حَضَرَ فِي حَيَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

-বরং আদব হল যিয়ারতকারী কবরশরীফ যিয়ারতকালে ততদুর দূরত্বে থাকবে যেরকম সে যদি নবীর জীবদ্ধায় উপস্থিত থাকত যতদুর দূরত্বে থাকত।^১

ইমাম কুসত্তুলানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন,

يَتَبَغِيُّ أَنْ يَقْفَتْ عِنْدَ حُمَادَةَ أَزْيَةَ أَذْرَعٍ وَبِلَارِمَ الْأَدْبُ وَالْخُشُوعُ وَالْقُوَاصُعُ،
غَاصُ الْبَصَرِ فِي مَقَامِ الْمَبْيَةِ، كَمَا كَانَ يَفْعُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي حَيَاتِهِ، وَيَسْتَخْضُرُ
عِلْمُهُ بِعُوْنَوْفِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَسَاعِهِ لِسَلَامِهِ، كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي حَيَاتِهِ،

-যিয়ারতকারীর উচিত সে যেন কবর থেকে চারগজ দূরত্বে দোড়ায় এবং সর্কেরোচ কারুতি-মিনতি ও আদব সহকারে চক্ষু অবনত করে। যে রকরম তাঁর জীবদ্ধায় করা হত। এবং তাঁর দরবারে দোড়ানোর সময় তাঁর জ্ঞানের কথা স্মরণ করবে এবং নবীজী তাঁর সালাম শুনার ধ্যান রাখবে যেমন ছিল তাঁর জীবদ্ধায়।^২

আল্লাম ইবনে হাজার মঙ্গী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন,

**لَا يَحِيٌ فِي قَبْرٍ يَعْلَمُ بِرَأْيِهِ وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ حَيًّا لَمْ يَسْعَ
رَأْيُهُ إِسْتَبْلَاهٌ وَاسْتَدْبَارٌ الْقِيلَةُ،**

-নিশ্চয়ই নবী করীম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজ কবরে জীবিত এবং তাঁর যিয়ারতকারীদের সম্পর্কে জানেন। তিনি যদি জীবিত হতেন তখন তাঁর যিয়ারতকারীদের উপর তাঁর দিকে মুখ করা ও কেবলাকে পেছেনে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না (এখনও তাই করতে হবে)।^৩

হায়াতুন্নবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(181)

নবীগণ এক ঘর থেকে অন্য ঘরে তাশরীফ নেওয়া

মোঝা আলী কারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি শরহে শিফাতে বলেন,

**لَيْسَ هُنَّا تَوْتٌ وَلَا كَوْتٌ بَلْ هُوَ اِنْتَقَالٌ مِنْ دَارِ الْيَ
دَارِ**

-এখানে (নবীগণের ক্ষেত্রে) কোন ধরনের মৃত্যু নেই, কোন বিলুপ্তি নেই
বরং এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থার দিকে প্রত্যাবর্তন করা আর এক ঘর
থেকে অন্য ঘরে প্রস্থান করা মাত্র।^৪

অন্য স্থানে বলেন,

**أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يَمْوِتونَ كَسَائِرَ الْأَخْيَاءِ، بَلْ يَسْتَقْلُونَ مِنْ دَارِ الْفَنَاءِ إِلَى دَارِ
الْبَقاءِ،**

-নিশ্চয়ই নবীগণ আলায়হিমুস সালাম মারা যান না। তাঁরা জীবিত
ব্যক্তির মত বরং তাঁরা ধৰ্মসের ঘর থেকে চিরস্থায়ী ঘরের দিকে প্রস্থান
করেন।^৫

^১. ইমাম নববী : শাওয়াহিদুল হক, পৃ. ৯৩;

^২. কুসত্তুলানী : আল মাওয়াত্তিরুল লালুদ্দিনিয়া, ২:৩৮৭;

^৩. আল জওহারুল মুব্যিম, পৃ. ৮৬;

^৪. শরহে শেখা, পৃ. ১:১৫২;

^৫. মোঝা আলী কারী : মিরকাতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ, ২:২৪১;

তৃতীয় অধ্যায়

আকাবেরগণের উক্তির আলোকে হায়াতুন্বী

পূর্বের অধ্যায়ে আমরা নবী করিম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র কবরজীবনের আলোচনায় কুরআন ও সুন্নাহর দলীল পেশ করেছি। এখন আমরা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঙ্গন, সুফিয়ায়ে কেরাম, মুহাদ্দিস, মুফাসিসির ও ফকীহগণের উক্তি তুলে ধরব যাতে এ বিষয়ে কোন প্রকারের সন্দেহ না থাকে, হায়াতুন্বী কুরআন-সুন্নাহর আলোকে প্রমাণিত বিষয় হওয়ার সাথে সাথে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, এ বিষয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী নির্ভরযোগ্য ইমামগণও এ আকীদা পোষণ করতেন।

হ্যরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু,
হ্যরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন,

لَمَّا مَرَضَ أَبِي أَوْصَنِي أَنْ يُؤْقِنَ بِهِ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُسْتَأْذِنُ لَهُ
وَيُقَالُ هَذَا أَبُو بَكْرٍ يُدْفَنُ عِنْدَكَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ آذَنَ لَكُمْ فَادْفُونُوهُ وَإِنْ لَمْ
يُؤْذَنْ لَكُمْ فَادْهَبُوهُ إِلَى الْبَقِيعِ قَاتِيَ بِهِ إِلَى الْبَابِ فَقَبِيلَ هَذَا أَبُو بَكْرٍ قَدْ أَشْتَهَيْ
أَنْ يُدْفَنَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَوْصَانَا فَإِنْ آذَنَ لَنَا دَخْلُنَا
وَإِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَنَا إِنْصَرْفَنَا فَنَوْدِينَا ادْخُلُو وَكَرَامَةً سَمِعْنَا كَلَامًا وَلَمْ نَرَا أَحَدًا ،

-যখন আমার পিতা অসুস্থ হলেন তখন তিনি ওসীয়ত করলেন যে, আমাকে রাসূলের নূরানী কবরের পাশে নিবে এবং এ বলে অনুমতি তালাশ করবে, ‘ইনি আবু বকর, হে আল্লাহর রাসূল আপনার পাশে দাফন করা হোক। যদি তিনি অনুমতি দেন তখন আমাকে সেখানে হতে চাই।’ যদি অনুমতি না দেন তখন আমাকে জান্নাতুল বাকীতে নিয়ে যাবে। যখন তাঁকে পবিত্র কামরার দরজায় নেওয়া হল এবং বলা হল, ‘ইনি আবু বকর হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নিকটে দাফনের আশা রাখে।’ তিনি আমাদেরকে ওসীয়ত করলেন যে, আপনি যদি আমাদেরকে অনুমতি দেন তখন আমরা প্রবেশ করাব আর যদি অনুমতি না দেন আমরা ফিরে যাব।’ তখন আমাদেরকে আওয়াজ দেওয়া হল যে, তোমরা তাকে প্রবেশ করাও। আমরা একথা শুনেছি এবং কাউকে দেখিনি।

অন্য বর্ণনায় এসেছে হ্যরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,
**فَرَأَيْتُ الْبَابَ قَدْ فُتَحَ فَسَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ ادْخُلُوا الْحَبِيبَ إِلَى حَبِيبِهِ فَإِنْ
الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ مُشْتَاقٌ ،**

-আমি দেখলাম দরজা খুলে গেল এবং এক ঘোষণাকারীকে ঘোষণা করতে শুনলাম, বন্ধুকে বন্ধুর সাথে মিলিত কর। কেননা বন্ধু বন্ধুর সাক্ষাতের জন্য আগ্রহী।^১

মাওলান আশরাফ আলী থানবী ইমাম রায়ীর বরাত দিয়ে লিখেছেন, “হ্যরত আবু বকর সিদ্দীকের কারামতের মধ্যে এ-ও বর্ণিত আছে যে, যখন তাঁর জানায়া নবীর রওয়ার নিকটে উপস্থিত করা হল এবং আওয়ায় দেওয়া হল, এয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি সালাম, আবু বকর আপনার দরজায় উপস্থিত। তখন দরজা নিজে খুলে গেল, কবরে শরীফ থেকে কেউ আওয়াজ দিল যে, বন্ধুকে তাঁর বন্ধুর নিকট প্রবেশ করে দাও।^২

এ সকল বর্ণনা দ্বারা হ্যরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বিশ্বাস স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তিনি ওসীয়ত করেছেন যে, নবীর দরবারে আরয় করার পর যা আদেশ আসবে সে মতে যেন পালন করা হয়। এ কথা ঐ সময় বলা যাবে যখন নিশ্চিত হবে যে, নবী করিম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জীবিত এবং শুনেন আর তার উত্তর দিতে পারেন। রাসূলের ইত্তে কালের সময়ের এ আমলও এ আকীদাকে সমর্থন করে।

لَمَّا نَوَّقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْوَ بَكْرٍ بَلَغَهُ الْخَبْرُ فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَثَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكْبَدَ عَلَيْهِ فَقَبْلَهُ ثُمَّ بَكَى وَقَالَ
يَا أَبِي أَنْتَ وَأَمْمِي طُبْتُ حَبِيَا وَمَبِينَا أَذْكُرْنَا يَا مُحَمَّدُ عِنْدَ رَبِّكَ ،

-আর যখন হ্যুর সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওফাত বরণ করলেন, তখন আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ খবর শুনে আসলেন এবং রাসূলের ঘরে প্রবেশ করলেন আর রাসূলের চেহারা মুবারক থেকে পর্দা সরালেন। অতঃপর তাঁর দিকে ঝুঁকলেন এবং চুমু খেলেন ও ত্রন্দন করলেন আর আরয় করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার

^১. জালালুদ্দীন সুযুতী : আল খাসাইসুল কুবরা, ২:২৮১-২৮২;

^২. জামালুল আউলিয়া, পৃ. ২৯;

মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক, আপনি পার্থিব জীবনে ও পরকালে খুশি থাকুন। হে মুহাম্মদ! আপনি আপনার রবের নিকট আমাদের আলোচনা করবেন।

আল্লামা ইবনে কাইয়ুম বলেন,

وَهَذَا خُطَابٌ لِّيْنَ يَسْمَعُ وَيَقْعُلُ ،

-এ সম্বোধন ওই ব্যক্তির জন্য হতে পারে যিনি বুঝেন ও শনেন।^১

হ্যরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সম্বোধন করে বললেন, হে আল্লাহর প্রিয়! 'মহান রবের নিকট আমাদের আলোচনা করুন।' যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁর বিশ্বাস ছিল, তিনি শনেন ও বুঝেন। এ আকীদাকে ব্যক্ত করে বলেন,

لَا يَبْغِي رَفْعَ الصَّوْتِ عَلَى نَبِيٍّ حَيًّا وَمَيِّتًا ،

-নবীর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে জাহেরী জীবন্দশায় ও ওফাতের পরে বড় আওয়াজে কথা বলা নিষেধ।^২

হ্যরত ওমর ফারক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

وَقَعَ رَجُلٌ فِي عَلَيٍّ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا لَكَ
فَبَحَثَكَ اللَّهُ لَقَدْ أَذِنَتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَبْرِهِ ،

-ওমর ইবনে খাতাবের নিকট এক ব্যক্তি হ্যরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে গালমন্দ করল। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাকে অপমান করুক, নিশ্চয় তুমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে তাঁর কবরে কষ্ট পোছালে।^৩

কবরে কষ্ট পোছানোর বিশ্বাস ঐ সময় সঠিক হবে যখন মেনে নেওয়া হবে তিনি তাঁর কবরে জীবিত।

لَا تَحْقِقْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَفَاتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيْ بَكْرٌ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ وَهُوَ يَكْبِي يَأْبَيْ أَنْتَ وَأَمِّي يَا رَسُولَ اللهِ ،

^১. শামবুদ্দীন আয় যাহাবী : আর জহ, পৃ. ১০;

^২. শিফাউস সিকায়, পৃ. ১৫৪;

^৩. ইবনে আবু ইসহাক আল বুখারী : মাইনিউল আখবার, পৃ. ২৯৭;

-হ্যরত আবু বকরের কথা শনে যখন হ্যরত ওমরের রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার বিশ্বাস জন্মাল তখন তিনি কেঁদে কেঁদে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহু! আমার মাতপিতা আপনার উপর কুরবান হোক।^৪

আল্লামা ইবনে কাইয়ুম বলেন, এভাবে সম্বোধন করা এমন ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হতে পারে, যে শনে আর শনা জীবন ব্যতীত অসম্ভব।

হ্যরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

হ্যরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দাফনের তিন দিন পরে একগ্রাম্য লোক আসল, সে কুরআন মজীদের এ আয়াত পড়ে নিজের জন্য ক্ষমার আবেদন করল,

فَنَوْدِي مِنَ الْقَبْرِ إِنَّهُ قَدْ غَفَرَ لَكَ ،

-তখন কবর থেকে ঘোষণা আসল যে, নিশ্চয় তোমাকে ক্ষমা করা হল।^৫

হ্যরত আলী শুধুমাত্র হায়াতুন্নবীর ব্যাপারে আকীদা পোষণ করতেন না বরং তিনি হায়াতুন্নবীকে চাক্ষুষ দেখে বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন কবরে জীবিত, আমাদের কথা শনেন এবং তার জবাবও দেন।

হ্যরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

হ্যরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে,

إِنَّهُ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ الْمُقْدَسَ قَالَ: إِلَّا سَلَامٌ

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ،

-ইবনে ওমর যখন কোন সফর থেকে ফিরতেন তখন তিনি মসজিদে নৰ্বীতে আসতেন এবং কবর শরীফে উপস্থিত হতেন আর বলতেন, এয়া রাসূলাল্লাহু! আপনার উপর শান্তি অবতীর্ণ হোক।^৬

আল্লামা ইবনে কাইয়ুম বলেন,

فَإِنَّ السَّلَامَ عَلَى مَنْ لَا يَشْعُرُ وَلَا يَعْلَمُ بِالْمُسْلِمِ مُحَالٌ ،

⁴. শওয়াহিদুল হক, পৃ. ১৩৯;

⁵. শওয়াহিদুল হক, পৃ. ৮৭;

⁶. কস্তালানী : মওয়াহেদুল শুবুন্যা, পৃ. ২:৩৮৭;

হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১৪৬)

-নিচয় মুসলমানদের জন্য অসম্ভব এমন ব্যক্তিকে সালাম করা, যে জ্ঞান ও অনুভূতি রাখে না।^১

একজন সাধারণ লোকের পক্ষে যদি তা সম্ভব না হয় তবে এমন এক মহান ব্যক্তি যে সরাসরি নবীর সোহবতে ধন্য হয়েছেন তার ব্যাপারে কিভাবে সম্ভব হবে যে, সে নবীর দরবারে সালাম পেশ করবে অথচ তাঁর ব্যাপারে জ্ঞান ও অনুভূতির আকীদা পোষণ করবেন না।

হ্যরত বেলাল ইবনে হারেছ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ

اَنَّهُ جَاءَ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَقِيرٌ لِّأَمْتِكَ ،
—তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কবর শরীফে উপস্থিত হলেন এবং আবেদন করলেন, এয়া রাসূলাল্লাহ!
আপনার উম্মতের জন্য বৃষ্টির দু'আ করুন।^২

এ ব্যাপারে আল্লামা ইউসুফ ইবন ইসমাইল নাবহানী বলেন,

فِيْنِيهِ النَّدَاءُ لَهُ بَعْدَ وَقَائِهِ وَالْخَطَابُ بِالظَّلْبِ مِنْهُ أَنْ يَسْتَشْفِي لِأَمْتِهِ ،
—এখানে নবীকে ওফাতের পরে সম্মোধন করা হচ্ছে এবং তাঁকে উম্মতের জন্য বৃষ্টির জন্য দু'আ করতে আবেদন করা হয়েছে।^৩

ইবনে কাইয়ুম এর মতে, সম্মোধন ও আওয়াজ শ্রবণশক্তি ব্যতীত সম্ভব নয় এবং শ্রবণ জীবনের অকাট্য দলীল।

হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ

أَخْلَفُ تَسْعًا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُتِلَ قَتْلًا أَحَبُّ إِلَيْيِ مِنْ أَنْ أَخْلَفَ وَاحِدَةً
اَنَّهُ أَمْ يُقْتَلُ ،

হ্যুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে শহীদ করা হয়েছে -এ কথা নয়বার শপথ করে বলা আমার কাছে অধিক প্রিয়, এ কথা একবার শপথ করে বলার চেয়ে যে, তাঁকে শহীদ করা হয়নি।^৪

^১. শামসুন্দীন আয় যাহাবী : আর রহ, পৃ. ১৪;

^২. শওয়াহিদুল হক, পৃ. ১৩৮;

^৩. শওয়াহিদুল হক, পৃ. ১৩৮;

^৪. যুরকানী আলাল মওয়াহিব, পৃ. ৮:৩১৩;

হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১৪৭)

হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাসূলের শাহাদতের মর্যাদা লাভের কথা স্বীকার করেছেন, আর প্রকাশ থাকে যে, যখন রাসূলের নবুয়তের সাথে শাহাদতও যোগ হয়েছে তখন তিনি শহীদের চেয়ে বেশী জীবিত আছেন। তাতে বুঝা গেল, তাঁর মতেও তিনি জীবিত।

হ্যরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ

হ্যরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ থেকে বর্ণিত,

إِنَّهَا كَانَتْ تَسْمَعُ صَوْتَ الرَّوَافِدِ وَالْمَسَارِ يَضْرِبُ فِي بَعْضِ الدُّورِ الْمُطْبَقَةِ
بِمَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَزَسَّلُ إِلَيْهِمْ لَا تَنْذُذُوا رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

—তিনি হ্যুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদ সংলগ্ন ঘরগুলোতে প্রেরণ ও কিলের আওয়াজ শুনলে খবর পাঠালেন যে, তোমরা রাসূলকে কষ্ট দিওন।^৫

কষ্ট উপস্থিত জীবন ব্যতীত অসম্ভব। এর দ্বারা হ্যরত আয়েশার আকীদা ও হায়াতুন্নবীর ব্যাপারে স্পষ্ট হয়ে যায়। তাই তিনি নবী রওয়ার নিকট শোরগোল করতেও নিষেধ করতেন।

এর পূর্বে মিশকাতের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, যখন তাঁর কক্ষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও হ্যরত আবু বকরকে দাফন করা হয় তখন তিনি পর্দার প্রতি খেয়াল করতেন না। কিন্তু ওমর ফারুক দাফন হওয়ার পর হ্যরত ওমর থেকে লজ্জাবোধ করতেন। তাই তিনি কঠোরভাবে পর্দা করতেন।

এতে বুঝা গেল যে, হ্যরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ সম্পর্কে এ বিশ্বাস রাখতেন যে, তিনি তাঁকে দেখছেন, তেমনি রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও হ্যরত আবু বকরের ব্যাপারেও ওই বিশ্বাস পোষণ করতেন। তবে তাঁরা মাহরাম হওয়ার কারণে তিনি তাঁদের থেকে অতিরিক্ত পর্দা করতেন না।

হায়াতুনবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১৪৮)

হ্যরত সফিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা

হ্যরত সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ফুফী হ্যরত সফিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা রাসূলের ওফাতের পর শোকগাথা কবিতায় লিখেছেন যে,

أَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ رَجَاءُنَا،

-ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার আশা-ভরসা।

এ ব্যাপারে আল্লামা নাবহানী বলেন,

فَيَقُولُونَهَا مَعَ قَوْلِهَا أَنَّتِ رَجَائُنَا وَسَمِعَ تِلْكَ الْمُرْبِيَّةِ الصَّحَابَةُ وَمَمْنُوكِرُ أَحَدٌ

قَوْلَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ رَجَائُنَا،

তাঁর কথায় সম্মোধন রয়েছে এবং এ শোকগাথা সকল সাহাবা শুনেছেন কিন্তু কেউ তা অঙ্গীকার করেননি।^১

হ্যরত সাঈদ ইবনে মুসায়িব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তিনি বলেন,

لَمْ أَرِنْ لِأَنْسَمْ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةِ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْحَرَّةِ
حَتَّىٰ عَادَ النَّاسُ ،

-আমি 'হাররার' ঘটনার সময় রওয়া থেকে আযান ও ইকামতের আওয়াজ শুনেছি লোকেরা ফিরে যাওয়া পর্যন্ত।^২

لَيْسَ مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَتُعَرَّضُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْنَالْ أُمَّةِ
غَدْوَةً وَعَشِيشَةً، فَيَغُرُّ فُهْمَ بِسِيمَاهُمْ وَأَغْنَاهُمْ، فَلَيْلَكَ يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ،

-প্রত্যেক দিন নবীর দরবারে সকাল-বিকাল উম্মতের আমল পেশ করা হয়। তিনি তাদের চেহারা ও আমলকে জানেন। তাই তিনি তাদের জন্য সাক্ষী হবেন।^৩

এ সকল উকি দ্বারা এ কথা বুঝা যায় যে, হ্যরত সাঈদ ইবনে মুসায়িব হায়াতুনবীর আকীদা পোষণ করতেন। কেননা, আমল ও চেহারা চেনা আর আমল

^১. শওয়াহিদুন নবুয়াহ, পৃ. ১৩৬;

^২. জালালুদ্দীন সুযুতী : আল খাসাইসুল কুবরা, ২:২৮১;

^৩. কুতুলানী : আর মওয়াহিদুল লাদুনিয়া, ২:৩৮৭;

হায়াতুনবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১৪৯)

পেশ করা জীবনকে বাধ্য করে। সুতরাং নবী আকরাম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর নূরানী কবরে জীবিত।

হ্যরত জুনায়দ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

مَنْ كَانَتْ حَيَاةً بِنَفْسِهِ يَكُونُ مَكَانًا لِدِهَابِ رُوحِهِ وَمَنْ كَانَتْ حَيَاةً بِرَبِّهِ فَإِنَّهُ
يَسْتَقْلُ مِنْ حَيَاةِ الطَّبَعِ إِلَى حَيَاةِ الْأَصْلِ وَهُوَ الْحَيَاةُ الْحَقِيقَيَّةُ، وَإِذَا كَانَ الْقَتِيلُ
بِسَبِيبِ الْفَرِيقَةِ حَيَّا مَرْزُقًا فَأَكَيْفَ مَنْ قُتِلَ بِسَبِيبِ الصَّدْقِ وَالْحَقِيقَةِ .

-যে নিজের প্রবৃত্তির সাথে জীবিত, আত্মা বের হয়ে যাওয়ার পর সে মৃত হয়ে যায় আর যে নিজের রবের সাথে জীবিত সে মরে না বরং সে শারীরিক জীবন থেকে বাস্তব জীবনের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। যখন শরীরতের তলোয়ার দ্বারা নিহত ব্যক্তি জীবিত ও রিয়িক প্রাণ হয় তবে যে সত্য ও বাস্তবতার তলোয়ার দ্বারা নিহত, সে তো আরো উন্নত জীবন দ্বারা জীবিত।^৪

আবু মনসুর আব্দুল কাহির তাহের বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

قال: المُنَكَّمُونَ الْمُحَقَّقُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ بَيْتَنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ بَعْدَ
وَفَاتِهِ، وَأَنَّهُ يَسْرِي بِطَاعَاتِ أُمَّتِهِ وَيَخْرُجُ بِمَعَاصِي الْمُعْصَمَةِ مِنْهُمْ، وَأَنَّهُ تُبَلِّغُهُ
صَلَاةً مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِهِ،

-আমাদের সকল মুতাকালিম ও মুহাক্কিক বলেন, আমাদের নবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওফাতের পরে জীবিত। তিনি উম্মতের সৎকাজে আনন্দ ভোগ করেন এবং পাপীদের পাপে পেরেশান হন। নিচয় তাঁর উম্মতের যে ব্যক্তি তাঁর উপর দুর্দণ্ড পাঠ করবে তার দুর্দণ্ড তাঁর দরবারে পৌঁছানো হয়।^৫

⁴. ইসমাইল হকী : রহস্য বয়ান, ২:১২৫-১২৬;

⁵. জালালুদ্দীন সুযুতী : আল হারী লিল ফতাওয়া, ২:৪৫১;

ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

وَاحْضُرْ قَلْبَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَخْصَةَ الْكَرِيمَ وَقُلْ السَّلَامُ
عَلَيْكَ أَبْهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَلِيُصَدِّقَ أَمْلَكَ حَتَّى يُبَلِّغُهُ وَيُرَدُّ
عَلَيْكَ مَاهُوَ أَوْفِيَ مِنْهُ ،

-তুমি নিজের অন্তরে নবীর সন্তাকে ধারণা করে আবেদন কর, হে প্রিয় নবী! আপনার উপর আল্লাহর রহমত ও বরকত নাযিল হোক। বিশ্বাস রাখ যে, আমার সালাম তাঁর দরবারে পৌছে এবং তিনি উহার চেয়ে উত্তমরূপে জবাব দিয়ে থাকেন।^১

ইমামা বায়হাকী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

الْأَنْبِيَاءُ بَعْدَ مَا قِبْضُوا رُدُّتْ عَلَيْهِمْ آرَوَاهُمْ فَهُمْ أَخْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ كَالشَّهَدَاءِ

-নবীগণ আলায়হিমুস সালামের রূহ তুলে নেওয়ার পর ফেরত দেওয়া হয়। তাই তাঁরা নিজ রবের নিকট শহীদদের মত জীবিত।^২

আল্লামা তাকী উদ্দীন সুবকী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

أَمَّا حَيَاةُ الْأَنْبِيَاءِ أَعْلَى وَأَكْمَلُ وَأَتَمُّ مِنَ الْجَمِيعِ لِأَنَّهَا لِلرُّوحِ وَالْجَسَدِ عَلَى الدَّوَامِ عَلَيِّ مَا كَانَ فِي الدُّنْيَا ،

-নিচয় নবীদের জীবন সকলের চেয়ে উচ্চমানের। কেননা তাঁদের রূহ তাঁদের শরীরসহ এমনভাবে জীবিত যেরকম তাঁরা জীবিত ছিলেন দুনিয়াতে।^৩

অন্য স্থানে বলেন,

قَدْ بَيْتَ أَنَّ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ لَا تُبْلِي وَعَوْدُ الرُّوحِ إِلَى الْبَذْنِ سَنْدُكُهُ فِي سَائِرِ
الْمَوْتِ فَضْلًا عَنِ الشَّهَدَاءِ فَضْلًا عَنِ الْأَنْبِيَاءِ ،

^১. এহইয়াউল উলুম, ১:১৬৯;

^২. শিফাউস সিকাম, পৃ. ১৫৪;

^৩. জালালুদ্দীন সুযুতী : আল হারী লিল ফতাওয়া, ২:২৬৭;

হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

-এ কথা স্বতংসিদ্ধ যে, নবীদের শরীর পঁচে না। আর রূহ শরীরে ফেরত যাওয়ার ব্যাপারেও আমরা সাধারণ মৃতদের আলোচনায় বর্ণনা করবো। শহীদ ও নবীগণের মর্যাদাতো আরো অনেক উর্ধে।^৪

মোস্ত্রা আলী কারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

لَيْسَ هُنَّاكَ مَوْتٌ وَلَا فَوْتٌ بَلْ هُوَ إِنْتِقَالٌ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ وَازْخَالٌ مِنْ دَارٍ
إِلَى دَارٍ وَإِنَّ الْمُعْتَقَدَ الْمُحَقِّقَ أَنَّهُ حَنْيٌ بِرَزْقٍ ،

-এখানে (কবর) প্রিয় নবীর সন্তার জন্য না মৃত্যু আছে এবং না বিলুপ্তি বরং তা'হচে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থার দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং এক ঘর থেকে অন্য ঘরের দিকে হিজরত করা। তাই একথা স্বতংসিদ্ধ কথা হল, তিনি জীবিত ও রিয়কপ্রাপ্ত।^৫

আরেক স্থানে এ কথা আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে,

لَا عِدَّةَ عَلَيْهِنَّ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنْيٌ فِي قَبْرِهِ وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْأَنْبِيَاءِ ،

-তাঁর স্ত্রীদের জন্য ইদত নেই; কেননা তিনি অন্যান্য নবীর মত আপন কবরে জীবিত।^৬

কারী আবু বকর ইবনে আরবী

وَلَا يَمْتَنِعُ رُؤْيَةً ذَاقَهُ الشَّرِيقَةُ بِجَسَدِهِ وَرُوحِهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - وَسَائِرُ الْأَنْبِيَاءِ أَخْيَاءٌ رُدُّتْ إِلَيْهِمْ آرَوَاهُمْ بَعْدَ مَا قِبْضُوا ،

-নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সন্তা শরীর ও আজ্ঞা সহকারে দেখা অসম্ভব নয়; কেননা তিনি এবং সকল নবী জীবিত এবং তাঁদের রূহ কজ করার পর পুনরায় ফেরত দেওয়া হয়।^৭

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া

قَدْ شَرَعَ لَنَا إِذَا دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ أَنْ نَقُولَ: "الْسَّلَامُ عَلَيْكَ أَبْهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَبَرَكَاتُهُ" كَمَا تَقُولُ ذَلِكَ فِي أَخْرِ صَلَاتِنَا. بَلْ قَدْ إِنْتَهَى بِذَلِكَ بِكُلِّ مَنْ دَخَلَ

^১. শিফাউস সিকাম, ১৪৩-১৪৪;

^২. মোস্ত্রা আলী কারী : মিরকাত, ১১:২৫৬;

^৩. শরহে শেকা, ১:১৫২;

^৪. জালালুদ্দীন সুযুতী : আলহারী লিল ফতাওয়া, ৩:৪৫০;

مَكَانًا لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ: أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا تَقْدَمَ مِنْ أَنَّ
السَّلَامَ عَلَيْهِ يُبَلِّغُهُ مِنْ كُلِّ مَوْضِعٍ.

-নিচয় আমাদের জন্য বৈধ যে, যখন আমরা মসজিদে প্রবেশ করব তখন আমরা বলব, “السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ” যেরকম আমরা নামায়ের শেষে তাহিয়াতে বলি বরং এভাবে নবীর প্রতি সালাম পাঠানো প্রত্যেক এই ব্যক্তির জন্য মুস্তাহাব থারা এমন স্থলে প্রবেশ করবে যেখানে কোন লোক থাকবে না। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবীর প্রতি পঠিত সালাম তাঁর দরবারে পৌছানো হয়।^১

হাফেয় ইবনে কাইয়ুম

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ شَيْخُنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو أَلَّذِي يَزِينُ هَذَا الْأَشْكَالَ إِنْ
شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْمَوْتَ لَيْسَ بِعَدِمِ حَضْرٍ وَإِنَّمَا هُوَ اِنْتِقَالٌ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ
وَيُدْلِلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الشَّهِدَاءَ بَعْدَ قَتْلِهِمْ وَمَوْتِهِمْ أَخْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
فَرِحْيَنَ مُسْتَبِّشِرِينَ وَهَذِهِ صِفَةُ الْأَخْيَاءِ فِي الدُّنْيَا وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الشَّهِدَاءِ
كَانَ الْأَكْبَيَاءُ بِذَلِكَ أَحْقُّ وَأَوْلَى ... بِإِنَّ مَوْتَ الْأَكْبَيَاءِ إِنَّمَا هُوَ رَاجِعٌ إِلَى أَنَّ
غَيْبُوا عَنَّا بِحِيثُ لَا نُدْرِكُهُمْ وَإِنْ كَانُوا مَوْجُودِينَ جَاءُوا ذَلِكَ كَالْحَالِ فِي
الْمَلَائِكَةِ فِيهِمْ أَخْيَاءٌ مَوْجُودُونَ وَلَا تَرَاهُمْ،

-আবু আব্দুল্লাহ বলেন, আমাদের শিক্ষক আহমদ ইবনে ‘আমর বলেন, মৃত্যু শুধু বিশুণির নাম নয় বরং এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থার দিকে প্রত্যাবর্তনের নাম। তার প্রমাণ হল শহীদগণ নিহত হওয়ার পরও মৃত্যুর পরে তারা জীবিত। নিজের রবের কাছে রিযিকপ্রাণ, খুশি থাকেন। একই অবস্থা দুনিয়ার জীবিতদের। যখন শহীদের এই অবস্থা অর্জিত হয় তখন তো নবীদের অবশ্যই তা অর্জিত হবে। নবীদের মৃত্যু সম্পর্কে ফলাফল হল, নবীদের মৃত্যুর অর্থ হল তাঁরা আমাদের থেকে অদৃশ্য, আমরা তাঁদেরকে দেখিন। যদিও তাঁর জীবিত অবস্থায় বিদ্যমান এবং তাঁদের

^১. তাঁর উক্তি ইবনে তাইমিয়া : ইকত্তিয়াউ সিরাতিল মুস্তাকিম, পৃ. ৩৬৬;

অবস্থা ফেরেশতাদের মত। কেননা তাঁরাও জীবিত। কিন্তু আমরা তাঁদেরকে দেখি না।^২

অন্য স্থানে এভাবে এসেছে,

وَمَعْلُومٌ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ جَسَدَهُ فِي الْأَرْضِ طُرِيًّا مَطَرًا،

-এ কথা নিচিভাবে জানা গেছে যে, প্রিয় নবীর শরীর মুবারক নূরানী কবরে জীবিত ও সতেজ রয়েছে।^৩

ইমাম কুরতুবী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

أَنَّ الشُّهَدَاءَ بَعْدَ قَتْلِهِمْ وَمَوْتِهِمْ أَخْيَاءٌ يُرْزَقُونَ فَرِحْيَنَ مُسْتَبِّشِرِينَ وَهَذِهِ صِفَةُ
الْأَخْيَاءِ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الشَّهِدَاءِ فَالْأَكْبَيَاءُ أَحْقُّ بِذَلِكَ وَأَوْلَى،

-নিচয় শহীদগণ শহীদ হওয়া ও মৃত্যুর পরে জীবিত। তাঁরা পানাহার করেন, খুশি অনুভব করেন, যা দুনিয়ার জীবিতদের গুণ। যখন শহীদের এই অবস্থা তখন নবীদের কবরজীবনের অবস্থা তো আরো বেশী উন্নত হবে।^৪

অন্য আরেকটি স্থানে এভাবে এসেছে যে,

عَيْبُوا عَنَّا بِحِينَتٍ لَا نُدْرِكُهُمْ وَإِنْ كَانُوا مَوْجُودِينَ أَخْيَاءٌ، وَذَلِكَ كَالْحَالِ فِي
الْمَلَائِكَةِ فِيهِمْ مَوْجُودُونَ أَخْيَاءٌ وَلَا يَرَاهُمْ أَحَدٌ مِنْ نَوْعِنَا إِلَّا مِنْ خَصَّةِ اللَّهِ
بِكَرَامَتِهِ مِنْ أُولَائِيهِ،

-তাঁরা (নবীগণ) আমাদের থেকে আড়ালে রয়েছেন। আমরা তাঁদেরকে দেখিনা, যদিও তাঁরা জীবিত। আর তাঁদের অবস্থা ফেরেশতাদের মত। ফেরেশতারা জীবিত কিন্তু তাঁদেরকে কেউ দেখে না। যাঁদের প্রতি মহান আল্লাহর দয়া রয়েছে তাঁরা তাঁদেরকে দেখেন।^৫

^১. শামসুন্দীন আয যাহাদী : আর রহ, পৃ. ৫১-৫২;

^২. পূর্বোক্ত; পৃ. ৬৩;

^৩. জালালুন্নবী সুযুতী : আল হাবী লিল ফতাওয়া, ২:৪৫১;

^৪. পূর্বোক্ত;

আল্লামা কুসুত্তলানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

১. حَيَاةُ الشَّهِيدِ، يَبْتُلِ الْنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِطَرِيقِ الْأَوَّلِ،
- শহীদের জীবন প্রিয় নবীর জন্য উত্তমরূপে প্রমাণিত করে।^১

২. أَنْ حَيَاةُ الْأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - تِبْيَةٌ مَعْلُومَةٌ مُسْتَمَرَّةٌ،
وَبَيْتَنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَفْضَلُهُمُ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَيَبْغِيْنَ أَنْ
تَكُونَ حَيَاةً - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكْمَلَ وَأَتَمَّ مِنْ حَيَاةِ سَائِرِهِمْ
- নিচয়ই নবীদের জীবন প্রমাণিত ও স্থায়ী এবং আমাদের নবী সকল
নবীর থেকে উত্তম। যখন এরকমই হল তখন তাঁর জীবনও সকল নবীর
থেকে উত্তম হবে।^২

৩. وَيَبْغِيْنَ أَنْ يَقْفَ عِنْدَ مَحَادَّةِ أَزْبَعَةِ أَذْرَعٍ وَلِلَّادِمِ الْأَدَبُ وَالْخُشْوُعُ
وَالْتَّوَاضُعُ، غَاصُ الْبَصَرُ فِي مَقَامِ الْهَيَّةِ، كَمَا كَانَ يَفْعُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي حَيَاةِ،
وَيَسْتَخْضُرُ عِلْمَهُ بِوُقُوفِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَسِيَاهَةِ إِسْلَامِهِ، كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي
حَالِ حَيَاةِ، إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَوْيِهِ وَحَيَايَهِ فِي مُشَاهَدَتِهِ لِأَمْبَيْ وَمَعْرِفَتِهِ
بِأَخْوَاهُمْ وَعَزَّائِهِمْ وَخَوَاطِرِهِمْ، وَذَلِكَ عِنْدَهُ جَلِّ لَا حَفَاءِ بِهِ.

- যিয়ারতকারীর উচিত, সে যেন কবর থেকে চারগজ দূরে দাঁড়ায় এবং
আদব কাকুতি-মিনতি ও ন্যূনতার সাথে নিজ চক্ষুকে অবনত করে, যে
রকম নবীর জীবন্দশায় করা হত এবং সে তাঁর দরবারে দাঁড়ানোর সময়
তাঁর সামনে হায়ির হওয়ার ধারণা ও সালাম শুনাকে অঙ্গের খেয়াল
রাখবে। যে রকম তা তাঁর জীবন্দশায় ছিল। কেননা তাঁর দুনিয়ার জীবন
ও কবরের জীবন নিজ উম্মতের দেখা, তাদের অবস্থা জানা, তাদের
নিয়ত ও ইচ্ছায় অবগত হওয়া, অঙ্গের অবস্থাকে জানার মাঝে কোন

^১. কৃত্তলানী : আল মাওয়াহিরুল লাদুনিয়া, ৩:৩৮৯;

^২. কৃত্তলানী : আল মাওয়াহিরুল লাদুনিয়া, ২৭:৩৯০;

ধরনের পার্থক্য নেই। এসকল বিষয় তাঁর কাছে স্পষ্ট, তাঁর থেকে
লুকায়িত নয়।^১

আল্লামা সায়িদ মাহমুদ আহমদ আলুসী

حَيَاةُ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ وَأَتَمُّ مِنْ سَائِرِهِمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ،
-আমাদের নবীর ওফাত পরবর্তী জীবন অন্যান্য সকল নবীর জীবনের
চেয়ে অনেক পরিপূর্ণ।^২

আল্লামা ইবনে হাজার মকী

قَدْ بَتَتْ حَيَاةُ الْأَنْبِيَاءِ وَلَا شَكَ أَنَّهَا أَكْمَلُ مِنْ حَيَاةِ الشُّهَدَاءِ،
-নিচয় নবীদের জীবন প্রমাণিত। একথায় কোন সন্দেহ নেই যে,
নবীদের জীবন শহীদদের জীবনের চেয়ে অনেক উত্তম।^৩

অন্য স্থানে রয়েছে,

وَأَكَمَّا أَدَلَّةُ حَيَاةِ الْأَنْبِيَاءِ فَمُقْتَضَاهَا حَيَاةُ الْأَبْدَانِ كَحَالِهِ الدُّنْيَا،
-এবং বাকী রইল নবীদের জীবনের উপর প্রমাণ। তার দাবী হল তাঁদের
শরীর দুনিয়ার জীবনের মত।^৪

শায়খ রমলী

أَمَا الْأَنْبِيَاءُ فَأَنَّهُمْ أَخْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصْلَوُنَ وَيُجْحَوُنَ كَمَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ،
-নবীগণ তাঁরা জীবিত। তাঁরা কবরে নামায পড়েন, হজ্জ করেন। যেমন
হাদীসে তার বিবরণ রয়েছে।^৫

শায়খ তাজুদ্দীন ইবনে ফাকেহানী মালেকী

يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ عَلَى الدُّوَامِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ
مُحَالٌ عَادَةً أَنْ يَخْلُوَ الْوُجُودُ كُلُّهُ مِنْ وَاحِدٍ مُسْلِمٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
لَلِيلٍ أَوْ نَهَارٍ،

^১. কৃত্তলানী : আল মওহারিলুল লাদুনিয়া, ২:৩৮৭;

^২. আলুসী : জাহান মাল্লানী, ২২:৩৮;

^৩. আল জওহারল আল মুন্যিয়, পৃ. ২৬;

^৪. আল জওহারল মুন্যিয়, পৃ. ২৭;

^৫. শওয়াহেন্দুল হক, পৃ. ১১৩;

হায়াতুন্নবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১৫৬)

-এই হাদীস দ্বারা এ কথা বুঝা যায় যে, নবী করীম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্বদা জীবিত। তাই এটা অসম্ভব যে, দুনিয়াতে এমন কোন সময় পাওয়া যাবে না যে সময় তাঁর প্রতি দুরুদ পাঠ হয় না।^১

শায়খ আফিফদীন ইয়াকেফী

**الْأَوْلَاءُ تُرْدُ عَلَيْهِمْ أَخْوَالٌ يُشَاهِدُونَ فِيهَا مَلْكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَيَنْتَهُونَ الْأَنْبِيَاءُ أَخْيَاءً غَيْرَ أَمْوَاتٍ كَمَا نَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى
مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَرْبَةِ،**

-আল্লাহর ওলীদের এমন অবস্থা আসে যে, যে সময় তাঁরা আসমান ও যমীনের হাকায়েক দেখেন এবং তাঁরা নবীদেরকে জীবিত দেখেন। যেরকম নবী করিম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু আলায়হিস সালামকে তাঁর কবরে জীবিত দেখেছেন।^২

শায়খ যামানুদ্দীন মুরাগী

**فَيَخْمَدُ اللَّهُ تَعَالَى وَيَمْجَدُهُ وَيُصَلِّيُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُكْثِرُ الدُّعَا
وَالْتَّضْرُغُ وَيُجِدُ التَّوْبَةَ فِي حَضَرَتِهِ الْكَرِيمَةِ وَيَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى بِحَاجَهِهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلَهَا تَوْبَةً نَصُوْحًا وَيُكْثِرُ مِنَ الْصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَضَرَتِهِ الشَّرِيفَةِ حَتَّى يَسْمَعُهُ وَيُرِدُ عَلَيْهِ،**

-সুতরাং আল্লাহর রাসূলের দরবারে হায়ির হওয়ার সময় আল্লাহর প্রশংসা ও বড়ু বর্ণনা কর এবং রাসূলের প্রতি দুরুদ পড়। আর অধিকাহরে দু'আ করতে থাক এবং নবীর রওয়ার নিকট নতুনভাবে তাওবা কর। আল্লাহর দরবারে নবীর ওসীলা দিয়ে আবেদন কর, যাতে তিনি সে তাওবাকে তাওবায়ে নাসুহা বানিয়ে দেন। রাসূলের দরবারে পৌছে তাঁর প্রতি অধিকাহরে দুরুদ ও সালাম পেশ কর যাতে তিনি শুনেন এবং তাঁর উত্তর প্রদান করেন।^৩

^১. জালালুদ্দীন সুযুতী : আল হাবী, লিল ফতাওয়া, ২:২৭১;

^২. জালালুদ্দীন সুযুতী : আল হাবী লিল ফতাওয়া, ২:২৬৮;

^৩. শওয়াহেদুল হক, পৃ. ৮৬;

হায়াতুন্নবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১৫৭)

শায়খ শামস শোবরী শাফেয়ী

**كَرَامَاتُ الْأَوْلَاءِ ثَانِيَةٌ وَتَصْرِيفُهُمْ لَا يَنْقْطِعُ بِالْمَوْتِ وَيَجْزُؤُ التَّوْسُلُ إِلَيْهِمْ إِلَى اللَّهِ
تَعَالَى وَالْإِسْتَعَاةُ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالصَّالِحِينَ بَعْدَ مَوْتِهِمْ لِأَنَّ
مَعْجَزَةَ الْأَنْبِيَاءِ وَكَرَامَةَ الْأَوْلَاءِ لَا يَنْقْطِعُ بَعْدَ مَوْتِهِمْ أَمَّا الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمْ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَلَا يَمْتَهِنُهُمْ أَخْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلِّوْنَ وَيَجْمِعُونَ كَمَا وَرَدَتْ يَدُ
الْأَخْبَارُ،**

-ওলীদের কারামত সত্য। তাঁদের ক্ষমতা মৃত্যুর দ্বারা সমাপ্তি ঘটে না এবং তাঁদের ওসীলায় আল্লাহর দরবারে দু'আ করা বৈধ। নবীগণ, রাসূলগণ, আলিমগণ ও নেককারদের ওসীলা নিয়ে তাঁদের মৃত্যুর পরেও দু'আ করা বৈধ। কেননা নবীদের মু'জিয়া, ওলীদের কারামত তাঁদের ওফাতের পরে শেষ হয় না। নবীগণ তাঁরা আপন আপন কবরে জীবিত, নামায আদায় করেন, হজ্জ করেন, যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে।^৪

আল্লামা বারেয়ী

**وَسُلَيْلُ الْبَارِزِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُلْ هُوَ حَيٌّ بَعْدَ وَفَائِيَهِ؟
فَأَجَابَ: إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ.**

-আল্লামা বারেয়ী থেকে নবী করীম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জিজেস করা হলো যে, তিনি কি ওফাতের পরে জীবিত নন? তিনি বলেন, নিচ্যই তিনি জীবিত।^৫

কায়ী সানাউল্লাহ পানিপথী

**بَلْ حَيْوَةُ الْأَنْبِيَاءُ أَقْوَى مِنْهُمْ وَأَشَدُ ظُهُورًا آتَاهُمَا فِي الْخَارِجِ حَتَّى لَا يَجْزُؤُ
النَّكَاحُ بِأَرْوَاحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَائِيَهِ بِخَلَافِ الشَّهِيدِ،**

-বরং নবীগণের জীবন শহীদদের চেয়ে আরো বেশী শক্তিশালী। এবং প্রকাশ্যভাবে আরো শক্তিশালী। তাই নবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি

⁴. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫;

⁵. জালালুদ্দীন সুযুতী : আল হাবী লিল ফতাওয়া, ২:২৬৮;

হায়াতুন্বী সাল্লাহুাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১৫৮)

ওয়াসাল্লাম-এর বিবিদের সাথে (তাঁর ওফাতের পর) বিবাহ বৈধ নয়।
পক্ষান্তরে শহীদদের বিবিদের সাথে বিবাহ বৈধ।^১

অন্য আরেকস্থানে রয়েছে,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي لِرَوَاحِهِمْ قُوَّةَ الْأَجْسَادِ فَيُذْهِبُونَ مِنَ الْأَرْضِ وَالسَّماءَ
وَالْجَنَّةَ حَيْثُ يَشَاءُونَ وَيَنْصُرُونَ أُولَئِكَهُمْ وَيُدْمِرُونَ أَعْدَاءَهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
تَعَالَى ،

-নিচয় মহান আল্লাহ তাঁদের কুহে শরীরের শক্তি দান করেন। তাই
তাঁরা পৃথিবী, আসমান, জন্মাতে যেখানে ইচ্ছা ভূমণ করতে পারেন এবং
নিজ বন্ধুদের সাহায্য করেন এবং দুশ্মনদের ধ্বংস করেন, যদি মহান
আল্লাহ রায়ী থাকেন।^২

আল্লামা শারী হানাফী

أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَحْيَاهُ فِي قُبُورِهِمْ ،

-নিচয় নবীগণ আলায়হিমুস সালাম আপন আপন কবরে জীবিত।^৩

আল্লামা শিহাবুদ্দীন

فَذَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ وَأَحْيَاهُ فِي قَبْرِهِ كَسَابِرَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ ،

-নিচয় মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র শরীরকে যমীনের উপর হারাম
করেছেন এবং তাঁকে নিজ কবরে অন্যান্য নবীদের মত জীবিত
রেখেছেন।^৪

আল্লামা সাবী মালেকী

مِثْلُ الشُّهَدَاءِ الْأَنْبِيَاءِ بِلْ حَيَاةُ الْأَنْبِيَاءِ أَجْلٌ وَأَعْلَى ،

^১. সানাউল্লাহ পানিপথী : তাফসীর-এ মাযহারী, ১:১৫২;

^২. পূর্বোক্ত, শারী : ফাতওয়া-এ শারী, ৪:১৫১;

^৩. শারী, ৪:১৫১;

^৪. নবীমুর রিয়ায়, ১:৩১৬;

হায়াতুন্বী সাল্লাহুাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১৫৯)

-নবীগণ (কবর জীবনে) শহীদগণের সাদৃশ্য। বরং নবীদের জীবন বেশ
ভাল ও উচ্চমানের।^৫

ইমাম আলালুদ্দীন সুযুতী

১.

نَبِيٌّ إِلَّا وَقَدْ جَمَعَ مَعَ النُّبُوَّةِ وَضُفِّ الشَّهَادَةِ فَيُذْخَلُونَ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى
وَلَا تَخْسِبَنَّ الَّذِينَ ، الَّذِينَ قُتُلُوا ... الْآيَةُ ،

-এমন কোন নবী নেই যার নবুয়াতের সাথে শাহাদতের গুণ নেই। তখন
সকল নবী মহান আল্লাহর বাণী আয়াতের
বিধানের অধীনে এসে যায়।^৬

২.

حَيَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَبْرِهِ هُوَ وَسَائِرُ الْأَنْبِيَاءِ مَعْلُومَةٌ عِنْدَنَا عَلَيْهَا
قَطْعِيًّا لِمَا قَامَ عِنْدَنَا مِنَ الْأَدِلَّةِ فِي ذَلِكَ وَتَوَارَثَتْ (بِهِ) الْأَخْبَارُ ،

-নবী করীম সাল্লাহুাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজ কবরে জীবিত
হওয়া এবং তেমনি অন্যান্য সকল নবী জীবিত হওয়া যা অকাট্যভাবে
আমাদের নিকট জানা রয়েছে। এ ব্যাপারে বর্ণনাসমূহ তাওয়াতুরের স্তরে
গৌছেছে।^৭

৩.

أَنَّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيٌّ بِجَسَدِهِ وَرُوحِهِ، وَأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ وَيَسِيرُ
حَبْنُ شَاءَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَفِي الْمَلَكُوتِ وَهُوَ بِهِبَتِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا قَبْلَ وَفَاتِهِ
لَمْ يَتَبَدَّلْ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَأَنَّهُ مُغْنِيٌّ عَنِ الْأَبْصَارِ كَمَا غُيَّبَتِ الْمَلَائِكَةُ مَعَ كَوْنِهِمْ أَخْيَاءٌ
يَأْجِسَادِهِمْ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ رَفِعَ الْمَحَاجَبِ عَمَّنْ أَرَادَ إِنْكَرَاهَهُ بِرُؤْسِهِ رَأَاهُ عَلَى هِبَتِهِ
الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا، لَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا دَاعِيٌ إِلَى التَّخْصِيصِ بِرُؤْسِهِ الْمُتَالِ .

^৫. আস সাবী আলাল জালালাইন, ১:১৬৮;

^৬. যুরকানী আলাল মওয়াহেব, ৫:৩৩২;

^৭. বাবুল ফজল ফতোয়া: আল হাবী লিল ফতোওয়া, ২:২৬৪;

হায়াতুন্নবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১৬০)

-নিষ্য নবী করীম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজ আত্মা ও সশরীরে জীবিত এবং তিনি বিচরণ করেন। তিনি পথবী ও মালাকুতে যেখানে চান তাশরীফ নিয়ে যান। এবং ঠিক ঐ অবস্থায় রয়েছেন যে অবস্থার উপর তিনি ওফাতের পূর্বে ছিলেন। সেখানে কোন ধরনের পরিবর্তন নেই এবং নিষ্য তিনি আমাদের চক্ষু থেকে অদৃশ্য রয়েছেন যেরকম ফেরেশতারা সশরীরে থাকা সত্ত্বেও আমাদের অদৃশ্যে রয়েছেন। যখন মহান আল্লাহ তাঁর সাক্ষাত দ্বারা কাউকে সম্মানিত করতে চান তখন তার থেকে পর্দা উঠে দেন এবং সে তাকে এমন অবস্থায় দেখেন যে অবস্থায় তিনি থাকেন। তার থেকে কোন আমল বাধা থাকে না এবং প্রতিজ্ঞিবি দেখার কথা বলার প্রয়োজনও নেই।^১

আল্লামা সাখাবী

**يُؤْخَذُ مِنْ هَذِهِ الْأَخْدَيْنِ إِنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيٌّ عَلَى الدَّوَامِ
وَذَلِكَ أَنَّهُ مُحَالٌ عَادَةً أَنْ يَخْلُوَ النَّوْجُونُ كُلُّهُ مِنْ وَاحِدٍ يُسْلِمُ عَلَيْهِ فِي لَيْلٍ وَنَهَارٍ
وَنَحْنُ نُؤْمِنُ وَنُصَدِّقُ بِإِنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيٌّ يُرْزَقُ فِي قَبْرِهِ وَأَنَّ
جَسَدَهُ الشَّرِيفُ لَا تَأْكُلُهُ الْأَرْضُ، وَالْإِجْمَاعُ عَلَى هَذَا،**

-এ সকল হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী করীম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সব সময় জীবিত। এবং একথা অসম্ভব যে, দিনরাতে এমন কোন সময় পাওয়া যাবে না যে সময় তাঁর প্রতি সালাম পাঠ হয় না। আমাদের বিশ্বাস তিনি আপন কবরে জীবিত ও রিয়কপ্রাণ এবং নিষ্য তাঁর পবিত্র শরীরকে যমীন ডক্ষণ করে না। এ আকীদায় সকলে একমত।^২

হাসান ইবনে আম্বার শারানবুলালী

নবী করীম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জীবনের ব্যাপারে বলেন,

**هُوَ مُفَرَّرٌ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ يُرْزَقُ مُمْتَنٌ بِحُمْبَعِ
الْمَلَائِكَةِ وَالْعِبَادَاتِ غَيْرُ أَنَّهُ حَجَبٌ عَنْ أَبْصَارِ الْفَاقِرِينَ عَنْ شَرِيفِ الْمَقَامَاتِ،**

^১. আল হারী লিল ফাতাওয়া, ২:৪৫৩।

^২. শামসুন্নদীন আয যাহাবী : আল কওলুল বদী, পৃ. ১৬৮;

হায়াতুন্নবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১৬১)

-মুহাক্রিগণের নিকট একথা সত্য যে, নবী করীম সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জীবিত এবং তিনি রিয়কপ্রাণ। তিনি সকল ধরনের স্বাদ গ্রহণ ও ইবাদত দ্বারা উপকৃত হন। কিন্তু তিনি ঐ সকল লোকদের আড়ালে থাকেন যারা ওই উচ্চস্থানে পৌছতে পারেন।^৩

অন্য আরেক স্থানে নবীর দরবারের আদব এভাবে তুলে ধরেন যে,

**ثُمَّ إِنْهَضْ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْقَبْرِ الشَّرِيفِ فَقَبَفُ بِمِقدَارِ أَرْبَعَةِ أَذْرُعٍ بَعْدَهَا عَنْ
الْمَقْصُورَةِ الشَّرِيفَةِ بِغَایَةِ الْأَدِبِ مُسْتَنْبِرًا الْقَبْلَةَ مُحَاجِدًا لِرَأْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَوَجْهُهُ الْأَكْرَمُ مُلَاخِطًا نَظَرُهُ السَّعِيدِ إِلَيْكَ وَبِسَاعَةٍ كَلَامَكَ
وَرَدَّهُ عَلَيْكَ سَلَامَكَ وَتَأْمِينَهُ عَلَى دُعَائِكَ،**

-যিয়ারতকারী পবিত্র কবরের চারগজ দূরে অবস্থান করবে। তাঁর নূরানী চেহারা সামনে নিয়ে কেবলাকে পিঠ দিয়ে এমনভাব দাঁড়াবে যেন মনে হয় নবীর দৃষ্টি তার দিকে রয়েছে, তার কথা নবী শুনছেন এবং উত্তর দিচ্ছেন আর দু'আতে আমীন বলছেন।^৪

শায়খ আব্দুল হক মুহাম্মদ দেহলবী

-সম্মানিত নবীদের জীবনের উপর সকলে একমত। এবং তাঁদের জীবন পার্থিব শরীর সমেত বাস্তব জীবন, ঝুহানী বা অপ্রকাশ্য জীবন নয়।^৫

-নবীগণ কখনো বরখাস্ত হন না। মহান আল্লাহ তাঁদেরকে রেসালতের যে মর্যাদা ও সম্মান দান করেছেন তা থেকে তাঁরা কখনো পৃথক হন না। তাঁদের রেসালত ওফাতের পরও বহাল থাকে এবং আমরা তো এতদূর পর্যন্ত বলব যে, নবীগণের ওফাত আসেনা, তাঁরা জীবিত এবং ওফাতের পরও বহাল।^৬

শাহ ওয়ালুহু উল্লাহ মুহাম্মদ দেহলভী

إِنَّ الْأَئِمَّةَ لَا يَمُوتُونَ وَآتَهُمْ يُصَلَّوْنَ وَيُحْجَجُونَ فِي قُبُورِهِمْ،

^৩. নূরল ইয়াহ, পৃ. ২০৫;

^৪. মারাকিউল ফালাহ শরহে নূরল ইয়াহ, পৃ. ১৬৫;

^৫. আব্দুল হক মুহাম্মদ দেহলভী : মাদারিজত নব্যত, ২:৪৪৭;

^৬. তাকমীলুল ইয়াহ, পৃ. ১১৬;

হায়াতুনবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১৬২)

-নিশ্চয় নবীগণ বিনাশ হন না বরং তাঁরা আপন কবরে জীবিত, নামায আদায় করেন ও হজ্জ করেন।^১

এ কারণেই হ্যুর সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আধ্যাতিক কার্যক্রম এখনো চালু রয়েছে। সে সকল কার্যক্রম ও ফুয়ুরের বর্ণনা শাহ সাহেব নিজ কিতাব তাফহীমাতে ইলাহিয়া, আদদুরুস সমীন ও ফুয়ুল হারামাইনে বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন।

অন্য আরেকটি স্থানে তিনি বলেন,

سَأَلْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُوَا لَا رُوْحَانِيَا عَنْ مَعْنَى قَوْلِهِ كُنْتُ نَبِيًّا وَادْمُ
مُنْجِدُّ بَيْنَ الْمَاءِ وَالظَّنِّ فَقَاضَ عَلَى رُوْحِنِيِّ مِنْ رُوْحِهِ الْكَرِيمَةِ الصُّورَةَ
الْبَالِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ أَنْ يُوجَدَ فِي عَالَمِ الْأَجْسَامِ وَأَنَّ فَيَضَانِيَا فِي الْحَضَرَةِ
إِنَّمَا،

-আমি হ্যুর সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ঝাহানীভাবে প্রশ্ন করেছি কেন? কেন? নবী এর কি অর্থ? তখন আমার আজ্ঞার উপর তাঁর আজ্ঞার প্রভাব বিস্তার করল এবং মনে একটি প্রতিচ্ছবি দেখানো হল যা দুনিয়াতে আসার পূর্বে ছিল, যার বিকাশ রেসালাতের দরবারে বিকাশ হচ্ছে।^২

আল্লামা ইউসুফ ইবনে ইসামইল নাবহানী

حَيَاةُ الْأَنْبِيَاءِ فِي قُبُورِهِمْ ثَابِتَةٌ بِأَدِلَّةٍ كَثِيرَةٍ إِسْتَدَلَّ بِهَا أَفْلُلُ السُّنْنَةِ وَكَذَا حَيَاةُ
الشَّهِيدَاءِ وَالْأُولَيَاءِ،

-নবীগণ আলায়হিমুস সালাম নিজ কবরে জীবিত, তা অনেক দলীল দ্বারা প্রমাণিত। যা দ্বারা আহলে সুন্নাত দলীল দিয়েছেন। তেমনি শহীদগণ ও ওলীগণের জীবনও প্রমাণিত।^৩

^১. ফুয়ুল হারামাইন, পৃ. ৮৪;

^২. তাফহীমাতে ইলাহিয়া, ২:৩০০;

^৩. শওয়াহেদুল হক, পৃ. ১২৭;

হায়াতুনবী সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১৬৩)

মাওলানা আন্দুয়ার শাহ কাশ্মিরী

مَعْنَاهُ أَرْوَاحُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَيْسَتْ بِمُعْطَلَةٍ عَنِ الْعِبَادَاتِ الطَّبِيعِيَّةِ
وَالْأَفْعَالِ الْمُبَارَكَةِ بَلْ هُمْ مَشْغُولُونَ فِي قُبُورِهِمْ أَيْضًا كَمَا كَانُوا مَشْغُولِينَ حِينَ
حَيَاةِهِمْ فِي صَلَاةٍ وَحَجَّ وَكَذَلِكَ حَالُ تَابِعِيهِمْ عَلَى قَدَرِ الْمَرَاتِبِ،

(নবীগণ নিজ নিজ কবরে নামায পড়েন) এ হাদিসের অর্থ নবীগণের পবিত্র কুহ ইবাদত ও পবিত্র আমল থেকে বেকার নন বরং তাঁরা নিজ কবরে এমনভাবে ইবাদত করেন যেমন বাহ্যিক জীবনে করতেন। তেমনিভাবে তাঁদের অনুসারীদের অবস্থাও।^৪

আল্লামা শিকির আহমদ উসমানী

دَلَّتِ النُّصُوصُ الصَّحِيحَةُ عَلَى حَيَاةِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ،
-বিশুদ্ধ নস দ্বারা নবীগণ আলায়হিমুস সালাতু ওয়াস সালাম-এর জীবন প্রমাণিত।^৫

মাওলানা কাসেম নানুতবী

তিনি সে কথাকে এমনভাবে পেশ করেছেন যে, হ্যুর সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন চেরাগের মত। যখন তাকে কোন ডেক বা মটকায় রাখা হবে এবং উপর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় তখন তা অবশ্যই আবৃত হয়ে যায় কিন্তু তা বিলুপ্ত হয় না।^৬

অন্য স্থানে রয়েছে, হায়াতুনবী স্থায়ী, তাঁর থেকে কোন সময় জীবন পৃথক হওয়া অসম্ভব। মু'মিনদের জীবন অস্থায়ী, তা বিলুপ্ত হতে পারে।^৭

-নবীগণ আলায়হিমুস সালাম জীবিত। তাঁদের মৃত্যু তাঁদের জীবনকে আবৃত করে রেখেছে। অর্থাৎ মৃত্যু তাঁদের জীবনকে বিলুপ্ত করে না।^৮

সাধারণ মু'মিনদের মত মৃত্যু তাঁর জীবনকে বিলুপ্ত করেনা বরং তাঁর মৃত্যু তাঁর জীবনকে আবৃত করে রাখে। তাই তাঁর বাহ্যিক জীবন চক্ষুর অন্তরালে চলে যায়।

⁴. আন্দুয়ার শাহ কাশ্মিরী : ফুয়ুল বাগী, ২:৬৪;

⁵. ফতহল মুলহিয়, ১:৩২৫-৩২৬;

⁶. আবে হায়াত, পৃ. ১৬০;

⁷. পর্বতে;

হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়াহি ওয়াসাল্লাম

(১৬৪)

শুধুমাত্র বাতেনী চক্ষুর অধিকারীরাই তাঁকে দেখতে পান, যাদের জন্য মহান
আল্লাহ পর্দা উঠিয়ে দেন। তাই তিনি অন্যস্থানে তা এভাবে বলেন,

-কিন্তু নবীগণ আলায়াহিমুস সালাম-এর জীবন সাধারণত বাহ্যিক দৃষ্টির অন্তরালে
চলে যায় যেমন সাধারণ উম্মত। কিন্তু তাঁদের মৃত্যুতে জীবনের বিলৃতি নেই।^১

মাওলানা খলীল আহমদ আব্দেটুরী

عِنْدَنَا وَعِنْدَ مَشائِخِنَا حَضْرَةُ الرِّسَالَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ فِي قَبْرِهِ
الشَّرِيفِ وَحُيُوتُهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُنْيَوُتُهُ مِنْ غَيْرِ تَكْلِيفٍ وَهِيَ مُخْتَصَّةٌ بِهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِجَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْعَنْتُ،

-আমাদের ও আমাদের মাশায়েখের অভিমত হচ্ছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু
তা'আলা আলায়াহি ওয়াসাল্লাম আপন করে জীবিত এবং তাঁর জীবন
দুনিয়ার মত শরীরতের বাধ্যবাধাত ছাড়া এবং এ জীবন তিনি ও সকল
নবী আলায়াহিমুস সালাম-এর বৈশিষ্ট্য।^২

আল্লামা আহমদ আলী সাহারানপুরী

وَالْأَخْسَنُ أَنْ يُنَقَّلَ أَنَّ حَيَاتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَعَقَّبُهَا بَلْ يَسْتَوْرُ حَيَّاً
وَالْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاهُ فِي قُبُورِهِمْ،

-উন্নত হল একথা বলা যে, হ্যুম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়াহি
ওয়াসাল্লাম-এর জীবনকে মৃত্যু নাগাল পায়নি বরং তিনি সব সমেরয়
জন্য জীবিত এবং সকল নবী আলায়াহিমুস সালামও আপন আপন করে
জীবিত।^৩

মাওলানা এযাফ আলী

فَمِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ كَمِيلٌ شَفِعٌ فِي حُجَّرَةِ أَعْلَقَ بِإِبْرَاهِيمَ فَهُوَ
مَسْتَوْرٌ عَمَّنْ هُوَ خَارِجُ الْحُجَّرَةِ وَلَكِنْ نُورُهُ كَمَا كَانَ بَلْ أَزِينَدَ وَلَبِينَهُ حُرَّمَ

^১. পূর্বোক্ত;

^২. আল মুহাম্মাদ, পৃ. ১৩;

^৩. হাশিয়ায়ে নুরুল্লাহ ইয়াহ, পৃ. ২০৫;

হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়াহি ওয়াসাল্লাম

(১৬৫)

نَكَاحٌ أَرْوَاجِهِ بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ يَجِدْ أَخْكَامَ الْمَرْأَةِ فَلْيَمْلِأْ
لَا تَهْمَأْ مِنْ أَخْكَامِ الْمَوْتِ،

-তাই নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়াহি ওয়াসাল্লাম অদৃশ্য
হওয়ার দৃষ্টান্ত হল, কোন বাতিকে ঘরে রেখে তার দরজা বন্ধ করে
দেওয়া, তখন সে বাতি উপস্থিত ব্যক্তি থেকে অদৃশ্য হবে কিন্তু তার
আলো ঠিকই আগের মত বিদ্যমান থাকবে বরং তার চেয়েও বেশী। তাই
হ্যুম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়াহি ওয়াসাল্লাম-এর ইঙ্গেকালের পর তার
বিবিদের সাথে বিবাহ করা হারাম এবং তা পরিত্যক্ত সম্পত্তির উপর
উত্তরাধিকার চলেনা; কেননা এ দু'টিই মৃত্যুর আহকাম।^৪

আল্লামা ডষ্টের ইকবাল

-তিনি এক পত্রে তাঁর এক বন্ধু নিয়াযুদ্দীনকে লিখেছেন, নবী আকরাম
সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়াহি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারত মুবারক হোক। এই
যুগে এটি সৌভাগ্যের বিষয়। কুরআন শরীফ অধিকাহারে পাঠ করা উচিত,
যাতে অঙ্গে মুহাম্মদী সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সেই মুহাম্মদী সম্পর্ক স্থাপনের
জন্য কুরআনের অর্থ বোধগম্য হওয়া দরকার নেই, নিষ্ঠার সাথে কুরআন
পাঠই যথেষ্ট। আমার বিশ্বাস হল নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়াহি
ওয়াসাল্লাম জীবিত এবং এ যুগেও তাঁর ফয়েয় দ্বারা প্রভাবিত, যে রকম
সাহাবারা হয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমানে এধরনের আকীদা প্রকাশ করাও
অনেকের অপছন্দনীয়। তাই আমি নিশ্চৃণ থাকি।^৫

মুহাম্মদ আলজী মালেকী

قَدْ بَيَّنَ لِيَسْتَأْنَتِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَاةً بِرَزْخِهِ أَكْمَلٌ وَأَعْظَمُ مِنْ غَيْرِهِ
تُحَدِّثُ عَنْهَا بِيَقِنِيهِ تُثَبِّتُ إِتَّصَالَهُ بِالْأُمَّةِ الْمُخْمَدِيَّةِ وَمَغْرِفَتَهُ بِإِخْرَاجِهِمَا وَإِطْلَاعَهُمْ
عَلَى آعْمَالِهِمَا وَسَيَاعِدُهُمْ بِلِكَلَامِهِمْ وَرَدَهُ لِسْلَامِهِمْ وَالْأَحَادِيدُ فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرَةٌ

-আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়াহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য এমন
করের জীবন প্রমাণিত, যা অনোর চেয়ে অনেক পরিপূর্ণ ও শক্তিশালী।
তাই সেখানে তাঁর সাথে উম্মাতের সম্পর্ক, তাদের অবস্থা জানা, তাদের

⁴. হাশিয়ায়ে নুরুল্লাহ ইয়াহ, পৃ. ২০৫;

⁵. ফতৱাকে রাসূল, পৃ. ৭;

হায়াতুন্বী সাল্লাহুছ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১৬৬)

আমল নিয়ে অবগত হওয়া, তাদের সালাম শুনা ও তার উত্তর প্রদান চালু
রয়েছে এবং এ ব্যাপারে অনেক হাদীস বিদ্যমান।^১

সারকথি

পূর্বে আলোচনায় কুরআন, সুন্নাত, সাহাবা, তাবেঙ্গেল, আলিমগণ ও মুহাদ্দিসীগণের
উক্তি দ্বারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, নবী করীম সাল্লাহুছ তা'আলা
আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পরিপূর্ণ জীবন অর্জিত এবং তাঁর সাথে উম্মতের সাথে
তেমনি সম্পর্ক বিদ্যমান যেমন তাঁর জীবদ্ধশায় ছিল আর তাঁর ফয়েয় এখনোও
চালু রয়েছে। এ ব্যাপারে মাওলানা আশুরাফ আলী থানবী বলেন, তাঁর পীর ও
মুর্শিদ হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মৰ্কী তাঁকে সাঙ্গনা দিতে গিয়ে বলেন,

ফকীর মৃত্যুরণ করে, বরং একটি স্থান থেকে অন্য স্থানে ফিরে যায়। ফকীরে
কবর থেকে ঐরকম ফায়দা অর্জিত হবে যা বাহ্যিক জীবন থাকাবাস্থায় আমার
সন্তা থেকে অর্জিত হত। অর্থাৎ হ্যারত বলেন, আমি আমার পীরের কবর থেকে
ঐরকম ফায়দা অর্জন করেছি যে রকম তা জীবদ্ধশায় অর্জন করেছিলাম।^২

পূর্বে আলোচনায় একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, যেখানে তিনি বলেন, **لَيُسْمَعُ مِنْ فَرْغَانِ عَالِمٍ** (বুখারী ১:১৮৩, জানায়া পর্ব, কবরের শাস্তি অধ্যায়) মৃত ব্যক্তি
দাফ্নকারীদের পায়ের পদধ্বনি শুনতে পান। অনুমান করুন, সে ব্যক্তি কয়েক
মণ মাটির নিচে রয়েছে, যেখানে কোন দরজা নেই, জানালা নেই কিন্তু তা সন্তোষ
মৃত পায়ের পদধ্বনি শুনতে পায় অথচ সে অবস্থা যদি দুনিয়াতে হত সে কখনো
তা শুনতন। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, সাধারণ মানুষের অনুভূতি শক্তির থেকে
মৃতের অনুভূতি অনেক বৃদ্ধি পায়।

যখন কাফির ও মুশরিকদের অবস্থা এমনি তখন নবীদের অনুভূতি শক্তির কি
অবস্থা হবে। যাঁদের অনুভূতি শক্তি প্রথম থেকেই সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক
গুণ বেশী এবং মহা নবী সাল্লাহুছ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অনুভূতি
শক্তির তো কোন তুলনা নেই। যা কুরআন-হাদীসের অনেক দলীল দ্বারা
প্রমাণিত। যা পৃথক একটি বিষয়। তাই আমরা এ ব্যাপারে আলোচনা করছি না।

নবী করীম সাল্লাহুছ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তো তাঁর পবিত্র শরীর নিয়ে
পবিত্র মদীনায় আরাম করছেন কিন্তু তিনি তাঁর উম্মতের সালাম পৃথিবীর সব

হায়াতুন্বী সাল্লাহুছ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

(১৬৭)

প্রান্ত থেকে শুনেন এবং উত্তরও প্রদান করেন আর নিজ উম্মতের অবস্থাও
পর্যবেক্ষণ করেন বরং তাঁর উম্মতদেরকে অনেক সময় স্পন্দয়োগে হিদায়তও দান
করেন। এই ধারা কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। এ ব্যাপারে আব্দুল মজীদ সিদ্দিক
এডভোকেট হাইকোর্ট বলেন,

-ইসলামের ইতিহাসে প্রথমবারের মত এ প্রকারের অনেক স্পন্দ একত্রিত
করা হয়েছে এবং তা অধ্যয়ন করলে একথা বুঝা যায় যে, হ্যারত
মুহাম্মদ সাল্লাহুছ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সিরাতের
যুগ তাঁর ইত্তেকালের সাথে শেষ হয়নি। হায়াতুন্বীর উপর তো মানুষের
বিশ্বাস রয়েছে কিন্তু হায়াতুন্বী, যার আসল উদ্দেশ্য তা তাদের চক্ষুর
অস্তরালে রয়েছে। নবী সাল্লাহুছ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর
ওফাতের পরের জীবন সকল থেকে ভিন্নতর। সেখানে তাঁর চরিত্রের
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। চিন্তা করলে তাঁর ওফাতের পরের
সীরাতুন্বী স্পষ্ট হয়ে যাবে।

অন্য আরেকটি স্থানে এভাবে রয়েছে যে, আমার আপ্রাণ চেষ্ট হল সীরাতুন্বীকে
নতুন আঙ্গিকে পেশ করা। কারণ, সীরাতুন্বীর কোন কিতাব তার পূর্ণ ২৩ বছরের
পবিত্র জীবনকে তুলে ধরে না। আমার একথা দ্বারা উদ্দেশ্য হল চল্লিশ বছরের
মাথায় নবুয়তের ঘোষণা থেকে ৬৩ বছরের পর্যন্তকে শুধুমাত্র সীরাত অন্তর্ভুক্ত
করেনা বরং তাঁর শুভজন্ম থেকে নিয়ে তাঁর শেষ দিন পর্যন্ত পুরো জীবনকে
অন্তর্ভুক্ত করে। যখন শুভজন্ম থেকে নিয়ে চল্লিশ বছর পর্যন্ত সীরাতের অন্তর্ভুক্ত
হল তখন তাঁর ইত্তেকালের পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর কবরের জীবনকেও
সীরাতের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। যখন তাঁর প্রাথমিক চল্লিশ বছরকে সিরাতের
আলোচনায় আনা হবে তখন কিয়ামত পর্যন্ত তিনি যে সত্য নবী এবং তাঁর পরে
নবুয়তের দরজা চিরতরে বক্ত হল অতঃপর তাঁর ওফাতের পরে কিয়ামত পর্যন্ত
তাঁর যে ফয়েয়, হিদায়ত, শিক্ষা ও মু'জিয়া প্রকাশ পেয়ে থাকে তা থেকে কিভাবে
বিমুখ হওয়া যাবে?

হ্যার আকরাম সাল্লাহুছ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তিনি শুধু জীবিত নন বরং
তাঁর সীরাতের সিলসিলাও চালু রয়েছে। সেখানেও তিনি অতুলনীয়। জীবিন তো
উম্মতেরও অর্জিত। কিন্তু তাঁর জীবন অনেক উচ্চমানের। তাঁর চেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ
কথা হল, তাঁর সিরাত চালু থাকা, যা তাঁর ওফাতের পরে বিদ্যমান এবং কেন
থাকবেনা, তা তো হায়াতুন্বীর ফলাফল। আমি বালির ভিত্তির উপর বাতাসের
কিন্তু স্থাপন করছি না। আমার অবস্থানে সততা রয়েছে। এটি কোন সম্ভাবের

^১. মাফাহীয়, পৃ. ২৫১;

^২. ইমদাদুল মুশতাক: ১১৩

হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

﴿١٦٨﴾

বাইরে নয় বরং তা বাস্তবতা। মৃত্যুর পরে সিরাতুন্নবী সকল স্বপ্ন ধারা ভালভাবে
বুঝা যায়। যে কোন স্বপ্নকে বিশেষ করে দেখেন আপনি আমার সাথে একমত
পোষণ করবেন এবং প্রত্যেক বিবেকবান মেনে নিবেন সকল স্বপ্ন ভাল মানুষেরা
দেখেছেন। আল্লাহর কসম যদি সে সকল স্বপ্নের জিহবা থাকত তখন বলতে
পারত। তখন প্রত্যক্ষ স্বপ্ন ঘোষণা করত, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা
আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পরের সিরাত মেনে না নেওয়ার কোন উপায়
নেই। কেননা তা একটি বাস্তব সত্য।

কিতাবের শুরুতে তিনি তুফাইল হুশিয়ারপুরির কবিতাকে নবুয়তের হানে 'সযব'
শব্দ লিখে বলেছেন,

ساري دنیا میں کسی نے کو نہیں حاصل دوام

یار رسول اللہ سیرت ہے دوای آپ کی

পৃতিবীতে কোন কিছুরই স্থায়ীত্ব নেই, ইয়া রাসূলাল্লাহ! শুধু আপনার
সীরাত (জীবনধারা)-এরই স্থায়ীত্ব বিদ্যমান।

উল্লিখিত বাক্য ধারা বুঝা যায়, হায়াতুন্নবী একটি বাস্তব সত্য বিষয়। তাঁর ফয়েয
ধারা এখানে পুরে দুনিয়া উপকৃত এবং এ সিলসিলা কিয়মাত পর্যন্ত চালু থাকবে।
আর হায়াতুন্নবী বিশ্বাস আমাদেরকে খতমে নবুয়তের আকীদায় সহযোগিতা
করবে। মহান আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ হল তিনি যেন আমাদেরকে সালফে-
সালেহীনদের অনুসরণে এমন পাকাপোক্ত হওয়ার তাওফীক দেন যা কুরআন ও
সুন্নাহ ধারা প্রমাণিত। আমীন!